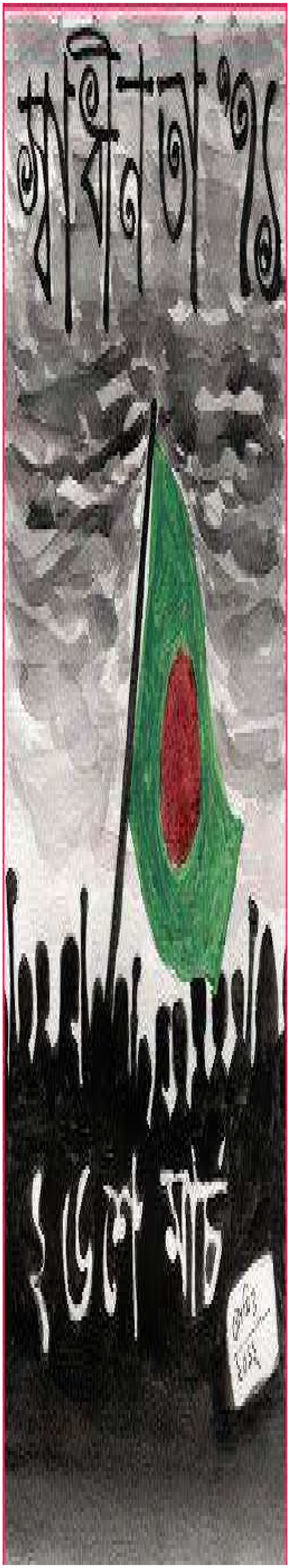

উপজেলা পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৯-২০২৪, জলঢাকা, নীলফামারী

❖ **উপদেষ্টা**

মেজর রানা মোহাম্মদ সোহেল (অবঃ)
সংসদ সদস্য
নীলফামারী-৩ সংসদীয় আসন

❖ **সার্বিক সহযোগীতায়**

মো: আব্দুল ওয়াহেদ বাহাদুর
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, জলঢাকা, নীলফামারী।
মো: গোলাম আজম এলিচ
ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, জলঢাকা, নীলফামারী।
মনোয়ারা বেগম
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, জলঢাকা, নীলফামারী।

❖ **সম্পাদনায়**

মো: মাহবুব হাসান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ও
সভাপতি, পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কারিগরী কমিটি, জলঢাকা, নীলফামারী।

❖ **কারিগরী সহযোগীতায়**

পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কারিগীর কমিটি (টিজিপি), উপজেলা পরিষদ, জলঢাকা, নীলফামারী।

অর্থ, বাজিট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরোন বিষয়ক উপজেলা কমিটি, উপজেলা পরিষদ, জলঢাকা, নীলফামারী।

মোঃ শাখাওয়াত হোসেন, উপজেলা ডেভেলভমেন্ট ফ্যাসিলেটর, উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প, স্থানীয় সরকার বিভাগ, জলঢাকা, নীলফামারী।

❖ **ডিজাইন**

মোঃ জয়নাল আবদিন
সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
উপজেলা পরিষদ কার্যালয়, জলঢাকা, নীলফামারী।

❖

❖ **প্রকাশক ও গ্রন্থসত্ব**

উপজেলা পরিষদ, জলঢাকা, নীলফামারী।

❖ **প্রকাশকাল**

জুলাই/২০২০

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা, ২০১৯-২০২৪

উপজেলা পরিষদ
জলঢাকা, নীলফামারী

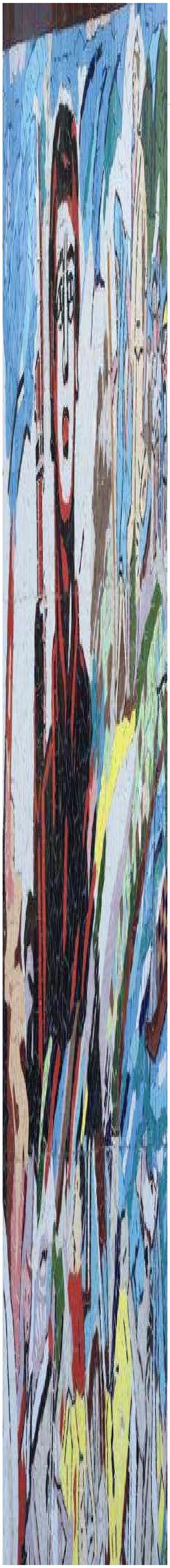

উপজেলা চেয়ারম্যানের বাণী

জনগনের চাহিদা ভিত্তিক (Demand Based) সেবা সরবরাহ প্রদানে উপজেলা পরিষদ কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারনে উপজেলা পর্যায়ে জনগনের চাহিদা মাফিক সেবা প্রদান করা অনেকটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই উপজেলা পরিষদ এর নিজস্ব তহবিল, সরকারি অনুদান, এবং বিভিন্ন বিভাগের সম্পদসমূহ একটি দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় আনা গেলে জনগন কাঙ্খিত সেবা পাবে এবং উন্নয়ন দৃশ্যমান হবে। কারণ সীমিত সম্পদ এবং পরিকল্পিত পদক্ষেপ কাঙ্খিত ফলাফল প্রাপ্তিতে অনুঘটকের কাজ করে।

পরিকল্পনা বলতে সাধারণত কোন লক্ষ্য অর্জনের কর্মপদ্ধতিকে বুঝায়। এছাড়াও পরিকল্পনা বর্তমান ও ভবিষ্যত সময়ের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তুর একটি হচ্ছে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার। সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এমন এক প্রবৃদ্ধিজনিত প্রক্রিয়া জন্ম দেয় যা নিজ থেকেই বাড়তি সম্পদ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। আধুনিক যুগে অর্থনৈতিক নীতি বিশেষত উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের একটি অবিচ্ছেদ্য গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বিভিন্ন আর্থিক খাতসমূহ যেমনঃ আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ, আমদানি, রপ্তানি, ইত্যাদি ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, তা অর্জন এবং এগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য সুচিন্তিত কর্মকৌশল প্রণয়ন এবং যথাযথ নীতি নির্ধারণ ।

একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে পরিষদের সকল প্রকার কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থাকতে পেরে এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করে নিজেকে ধন্য মনে করছি। পাশাপাশি এই পরিকল্পনা প্রণয়নে উপজেলা পরিষদের যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী তথ্য ও শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আশা করছি পরবর্তীতেও উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দ আমাদের এই পরিশ্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখবেন।

পরিশেষে, স্থানীয় সরকার বিভাগ, JICA-এর কারিগরি সহযোগীতায় উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (Upazila Governance and Development Project) প্রকল্প এর মাধ্যমে উক্ত পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৯-২০২৪) প্রনয়ন করে একটি আইনানুগ, সুন্দর ও সময়োপযোগি কাজে সহযোগিতা করায় জলঢাকা উপজেলার পক্ষ হতে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় হউক জলঢাকাবাসীর ।

মো: আব্দুল ওয়াহেদ বাহাদুর
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ,
জলঢাকা, নীলফামারী।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাণী

অর্থনীতিতে একটি কথা আছে চাহিদা ও যোগানের সমতায় ভারসাম্য হয় । কিন্তু যুগপৎ চাহিদা ও যোগানের সমতা আনা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কারন উপজেলা পরিষদের সম্পদের যোগান সীমিত । বলতে গেলে চাহিদার সিকি ভাগ । এই সিকি ভাগ সম্পদের যোগান দিয়েও ষোলআনা চাহিদা পূরণ করা সম্ভব যদি উপজেলা পরিষদের বিক্ষিপ্ত সম্পদ প্রবাহকে একটি কেন্দ্র থেকে সমন্বয় করা হয়। আর এই সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজন বাস্তব ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রনয়ন । জনগনের চাহিদা ভিত্তিক পরিকল্পিত প্রকল্প একদিকে যেমন কাঙ্খিত সেবা নিশ্চিত করে অন্যদিকে সুশাসন নিশ্চিত করত: সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারও নিশ্চিত করে। ফলে সম্পদের অপচয় রোধ হয়।

টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অতীব জরুরী গুরুত্বপূর্ন বিষয়। সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে কাঙ্খিত উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য এতদসংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রনয়নের বিকল্প নেই। শিক্ষা. স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, যোগাযোগ ও নারী উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আদিতমারী উপজেলার অবস্থান অনেক পিছনে। উপজেলার সমস্যাসমূহ বিশ্লেষণ করে ০৫ টি সমস্যাকে অগ্রাধীকার ভিত্তিতে গুরুত্ব দিয়ে আগামী পাঁচ বছরের জন্য এই পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাটি প্রনয়ন করা হয়েছে। উন্নয়ন অর্জনের ধারাবাহিকতায় উপজেলাটি ধীরে ধীরে একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী দারিদ্রমুক্ত, শিক্ষিত, আনুষ্ঠানিক উপজেলা হিসেবে গড়ে উঠবে।

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পৃথিবীর দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য খুলে দিয়েছে অপার সম্ভাবনার দুয়ার। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় কৃষি বিপ্লব, শিল্প বিপ্লবের পর বর্তমান পৃথিবী নতুনতর এক বিপ্লবের মুখোমুখি হতে চলেছে যার নাম তথ্য বিপ্লব। বর্তমান শতাব্দির গ্লোবালাইজেশনের ফলে একটি দেশের উন্নয়ন এবং দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তির অন্যতম নিয়ামকের ভূমিকা পালন করছে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে এ বিষয়টি সবিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

এ পরিকল্পনা প্রণয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এ পরিকল্পনা প্রণয়ণের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগ, JICA-এর কারিগরি সহযোগীতায় উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (Upazila Governance and Development Project-UGDP) প্রকল্প এর মাধ্যমে উক্ত পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৯-২০২৪) প্রকল্প সরাসরি সহযোগীতা করেছে বিধায় পরিকল্পনা প্রণয়নের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে উক্ত বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্ভব হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ, JICA ও UGDP প্রকল্প এর এই সময়োপযোগী উদ্যোগের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকেও আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি এই পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন আন্তরিকভাবে কামনা করি।

(মো: মাহবুব হাসান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
জলঢাকা, নীলফামারী

সূচীপত্র

ভূমিকা ৮
উপজেলার পটভূমি ৯
উপজেলার ইতিহাস ৯
ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ৯
জলঢাকা উপজেলার নামকরণ ৯
ভৌগলিক পরিচিতি ৯
জলঢাকার ভাষা ও সংস্কৃতি ১০
প্রাচীন নিদর্শনাদি ও প্রত্নসম্পদ ১০
মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলি ১০
মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন ১০
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ১০
শিক্ষার হারঃ ১০
উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১০
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ১০
জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস ১০
প্রধান কৃষি ফসল ১০
বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি ১০
প্রধান ফল-ফলাদি ১১
বিদ্যুৎ ব্যবহার ১১
পানীয় জলের উৎস ১১
স্বাস্থ্যকেন্দ্র ১১
হাট বাজার ঃ ১১
নদ-নদী ঃ ১১
প্রচলিত খেলা ঃ ১১
জলঢাকা উপজেলার আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত ১২
ছক-১ঃ জলঢাকা উপজেলার বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত ১২
উপজেলার মানচিত্রঃ ১৩
প্রত্যাশা ১৪
তথ্য , পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নের উদ্দেশ্য ১৪
তথ্য , পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়ন প্রক্রিয়া ১৪
পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল ১৫
তথ্য , পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নের সীমাবদ্ধতা ১৫
বিভাগ ভিত্তিক তথ্য ১৬
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় ১৬
উপজেলার কৃষি অফিসারের কার্যালয় ১৯
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয় ২২
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় ২৪
উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় ২৬
উপজেলা মৎস্য কার্যালয় ২৯
উপজেলা যুব উন্নয়ন দপ্তর ৩১
উপজেলা প্রাণি সম্পদ দপ্তর ৩৮

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয় ৩৯

উপজেলা শিক্ষা কার্যালয় ৪১

দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৫৩

পলস্নী উন্নয়ন বোর্ড ৫৫

উপজেলা সমবায় কার্যালয় ৫৬

উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীর কার্যালয় ৫৮

পরিষ্থিতি বিশ্লেষণঃ ৬০

ছক ২ঃ উপজেলার খাতভিত্তিক পরিষ্থিতি বিশ্লেষন ৬১

বাজেটের সার-সংৰেপ ৭৩

ছক-৩ঃ উপজেলার সম্পদ চিহ্নিতকরণের একটি সারসংৰেপ ৭৩

বিভিন্ন উৎস থেকে উন্নয়ন কার্যক্রমঃ ৭৪

রূপকল্প ৮৩

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকলার খাতওয়ারী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণ ৮৪

ছক ৫ঃঃ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারন ৮৪

পরিকল্পনা ফরমেট ৮৯

ছক-৬ঃ উপজেলা পরিকল্পনা ফরম্যাট ৮৯

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন ৯৬

ছকঃঃ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক প্রতিবেদনের নমুনা ফরমেট ৯৮

পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কারিগরি দল (টিজিপি) ৯৯

ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ জনসেবা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ (উপজেলা পরিষদ আইন ২০০৯ ও সংশোধনী ২০১১) এর ধারা ৪২ এ স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, উপজেলা পরিষদকে বার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। উপজেলা পরিষদ বাজেট (প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন) বিধিমালা, ২০১০ ধারা ১৩ তে বলা হয়েছে যে,বাজেটে উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ বা খাতসমুহ বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার নিরিখে করতে হবে এবং পরিকল্পনা বইয়ে অন্তর্ভুক্ত নাই এমন নতুন প্রকল্পে বাজেট বরাদ্দ রাখা যাবে না। আইনগত কাঠামোতে আরো সুপারিশকরা হয়েছে যে, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে রেখে বার্ষিক পরিকল্পনার রূপকল্প, খাতভিত্তিক অধিকতর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফলের আলোকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অধিকতর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং অর্জন করা সম্ভব এমন টার্গেট বার্ষিক পরিকল্পনায় বর্ণিত থাকবে। এতে কর্মসূচির ইন্সিক ফলাফল ও বাস্তবায়ন কৌশল ও উল্লেখ থাকবে। প্রাথমিকভাবে উপজেলা পরিষদের দায়িত্ব হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। উপজেলার জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২০২১ প্রনয়নে উপজেলা পরিষদ মুখ্য ভুমিকা পালন করেছে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আরোহন বিষয়ক উপজেলা কমিটি, পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটির সহায়তায় খসড়া পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করেছে।প্রকল্প নির্বাচনের জন্য প্রকল্প নির্বাচন কমিটি (পিএসসি) দায়িত্ব পালন করেছে । বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২১ প্রনয়ন সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে শুরু হয়ে বিভিন্ন ধাপ ও প্রক্রিয়া অনুসরন করে ডিসেম্বর/২০২১ এ খসড়া উপজেলা পরিষদে অনুমোদিত হয়।

জলঢাকা উপজেলার বার্ষিক পরিকল্পনায় অনেকগুলো বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে যেমনঃ উপজেলার মানচিত্র, আর্থসামাজিক তথ্য ও উপাত্ত, বাজেটের সারসংক্ষেপ, পরিস্তিতি বিশ্লেষন, রূপকল্প ও বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অভীষ্ট । এছাড়াও অন্তর্ভুক্ত আছে প্রকল্প সারসংক্ষেপ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা। উপজেলার মানচিত্র, আর্থসামাজিক তথ্য ও উপাত্ত একনজরে উপজেলা সম্পর্কে ধারনা প্রদান করে এবং বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সূচকে উপজেলার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে উপজেলাসমূহ তাদের রূপকল্প, অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতের লক্ষ্য এবং পরিমাপযোগ্য সূচকসহ প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করেছে। এটি উপজেলাসমূহকে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থের দিক, দুর্বলতার দিক, সুযোগ এবং ঝুঁকি সনাক্ত করতে সহায়তা করে। বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদ, এনবিডি এবং ইউনিয়ন সমূহের সমন্বয়ের অংশ হিসেবে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার মাধ্যমে উন্নয়ন বরাদ্দকে চিহ্নিত করা হয়েছে। উপজেলাতে উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য প্রাপ্ত সকল সম্পদ বিবেচনা করার মাধ্যমে প্রত্যেক উপজেলা পরিষদ উপজেলায় বাস্তবায়িত সকল উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টাসমূহের মধ্যে সমন্বয় এবং পরিপূরকতা বজায় রাখার পাশাপাশি উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোর মধ্যে কোন দ্বৈত্বতা থাকলে তা পরিহার করতে পারবে। এভাবে উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনাতে উন্নয়ন তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহারের চেষ্টা করতে পারে যা পরবর্তীতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ফলাফল এবং প্রভাব নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ রূপকল্প, খাতওয়ারী লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফল এমনভাবে নির্ধারন করেছে যেন উপজেলা পরবর্তী পাঁচ বছরের উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সমর্থ হবে। বর্তমান পরিস্তিতি বিশ্লেষণের আলোকে রূপকল্প হচ্ছে উপজেলার জনগনের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক কাঙ্খিত ভবিষ্যত চিত্র। বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে বার্ষিক পরিকল্পনার ২০২০-২১ রূপকল্প খাতওয়ারী লক্ষ্যকে সামনে রেখে। বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে জলঢাকা উপজেলা পরিস্তিতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পাঁচটি (০৫) খাতের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। বার্ষিক পরিকল্পনার প্রতিটি লক্ষ্যের জন্য প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করা হয়েছে। উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণের ফলে সৃষ্ট পরিবর্তনই ফলাফল। সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা ফলাফল ভিত্তিক হতে হবে। একটি ফলাফল সাধারনত ফলাফল বিবরনী দ্বারা পরিমাপযোগ্য সূচকের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। রূপকল্প, পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, ফলাফল এবং পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ তার আগামী পাঁচ বছরের অগ্রাধিকারসমূহ ঠিক করেছে এবং উন্নয়ন কার্যক্রম এবং বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রনয়ণে করেছে। এই অগ্রাধিকারসমূহ উপজেলা উন্নয়ন কৌশল নির্বাচনের ভিত্তি হসেবে কাজ করবে যা পরিকল্পনা ফরম্যাট এ অন্তর্ভুক্ত হবে। এ পরিকল্পনা ফরম্যাট মধ্যমেয়াদী নীতি-নির্দেশনা যা উপজেলাকে পথ দেখায় উন্নয়নের কোন পথে সবচেয়ে কার্যকরী ও দক্ষতার সাথে রূপকল্প, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, এবং প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করতে পারে। এই পরিকল্পনা ফরম্যাট পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে বার্ষিক পরিকল্পনার কোন কোন প্রকল্প, স্কিম অথবা উদ্যোগকে অর্থায়ন করতে হবে তা নির্ধারণ করেছে। পরিশেষে বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষন ও পর্যালোচনা, বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেছে।

উপজেলার পটভূমি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদমতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিষ্ঠা এবং তাদের কার্যাবলী পরিচালিত হয়। সংবিধানে স্পষ্টতঃই উলেস্নখ আছে যে, 'আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে' এবং এই প্রতিষ্ঠান সমূহ (ক) প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য, (খ) জনশৃঙ্খলা রক্ষা; এবং (গ) জন সাধারনের কার্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাসত্মবায়ন করতে পারবে। এ আলোকেই বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ক্রমাগত বিকশিত হয়েছে এবং এরই ধারাবাহিকতায় উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা পরিষদ গঠিত হয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে পরিচালিত নির্বাচন সমূহে উপজেলা পরিষদের জনপ্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করছেন। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহ স্থানীয়ভাবে বাসত্মবায়নযোগ্য উন্নয়ন প্রকল্প ও পরিকল্পনা সমূহে সরকার কর্তৃক সম্পদের পরিমানও বৃদ্ধি করা হয়েছে।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত কল্পে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (২০০৯ ও ২০১১ সালে সংশোধিত) অনুযায়ী দেশের উপজেলা সমূহের জন্য একটি বার্ষিক এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পরিকল্পনা একটি নির্দিষ্ট সময় কালকে ভিত্তি করে প্রনীত হয় এবং দায়িত্বন্টন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য মূলত এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। পরিকল্পনা প্রনয়নে প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা অগ্রাধীকার ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট করনের মাধ্যমে তা বাস্তবায়নে "রোডম্যাপ" উল্লেখ অত্যন্ত জরুরি। পরিকল্পনা প্রনয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সমস্যা কে চিহ্নিত করে তা সমাধান কল্পে কাঙ্খিত ফলাফল অর্জনে অধিক গুরুত্ব প্রদান এবং নিম্ন পর্যায়-উচ্চ পর্যায় পদ্ধতি অবলম্বন করা হলে কাঙিখত ফলাফল অর্জন তথা প্রত্যাশিত উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিত করে জলঢাকা উপজেলা পরিষদ ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর হতে লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্থানীয় পর্যায়ে চিহ্নিত সকল উন্নয়ন খাতের অগ্রগতি নিশ্চিত কল্পে বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহন করেছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে উপজেলা পরিষদকে একটি শক্তিশালী, কার্যকর, গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে সহযোগিতা করতে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক উপজেলা গর্ভন্যান্স এন্ড ডেভেলভমেন্ট প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয়েছে।

উপজেলার ইতিহাস

ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি

❖ ***জলঢাকা উপজেলার নামকরণ***

ওয়ারেন হেস্টিংস এর ভারত শাসন আমলে আজকের এই উপজেলা পদ্ধতিকে অপরাধ দমনের লক্ষ্যে তৎকালীন থানা (পুলিশ ষ্টেশন) হিসেবে প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে অপরাধ দমনের পাশাপাশি উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড এ থানা ঘিরে পরিচালিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় এ দেশের থানাগুলিকে মানোন্নীত থানায় ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীয় করনের প্রয়োজনে এবং উন্নয়নের সুফল জনগনের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে উপজেলা পদ্ধতি চালু হয়। মুলতঃ ১৪ মার্চ ১৯৮৩ তারিখ জলঢাকাকে প্রশাসনিক মানোন্নীত থানা হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং একই বছর উপজেলা ঘোষিত হলেও জলঢাকার ইতিহাস অতি প্রাচীন। জলঢাকা আসামের কামরুপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আনুমানিক ৬ষ্ঠ অথবা ৭ম শতাব্দীতে কামরুপ রাজ্যের রাজা ভগদত্ত এ রাজ্য শাসন করতেন। কুচবিহারের জলঢাকা নামে একটি নদী ভূটান থেকে উৎপন্ন হয়ে এ উপজেলায় এসে তিস্তা নদীর মূল স্রোতধারায় বাহিত হত বলে নদীর নামে এ স্থানের নাম হয় জলঢাকা। আবার অনেকে মনে করেন স্থানটিতে তিস্তা ও করতোয়া নদীর মিলিত স্রোত প্রবাহিত ছিল। জলে ঢাকা ছিল বলে নদী তার গতিপথ পরিবর্তন করলে জেগে উঠা স্থানটির নাম হয় জলঢাকা।

❖ ***ভৌগলিক পরিচিতি***

জলঢাকা উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান উত্তর অক্ষাংশের ২৩০২৯' এবং ২৩০৪২' এর মধ্যে ৯০০৫৯' এবং ৯১০০৫' দ্রাঘিমাংশের মধ্যে। এ উপজেলার উত্তরে ডিমলা ও ডোমার উপজেলা, দক্ষিণাংশে কিশোরগঞ্জ উপজেলা, পশ্চিমে নিলফামারী জেলা উপজেলা। ওয়ারেনয হেস্টিংস এর ভারত শাসন আমলে আজকের এই উপজেলা পদ্ধতিকে অপরাধ দমনের লক্ষ্যে তৎকালীন থানা (পুলিশ ষ্টেশন) হিসেবে প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে অপরাধ দমনের পাশাপাশি উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড এ থানা ঘিরে পরিচালিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় এ দেশের থানাগুলিকে মানোন্নীত থানায় ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীয়করনের প্রয়োজনে এবং উন্নয়নের সুফল জনগনের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে উপজেলা পদ্ধতি চালু হয়। মুলতঃ ১৪ মার্চ ১৯৮৩ তারিখ জলঢাকাকে প্রশাসনিক মানোন্নীত থানা হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং একই বছর উপজেলা ঘোষিত হলেও জলঢাকার ইতিহাস অতি প্রাচীন। জলঢাকা আসামের কামরূপ রাজ্যের অর্ন্তভূক্ত ছিল। আনুমানিক ৬ষ্ঠ অথবা ৭ম শতাব্দীতে কামরূপ রাজ্যের রাজা ভগদত্ত এ রাজ্য শাসন

করতেন। কুচবিহারের জলঢাকা নামে একটি নদী ভূটান থেকে উৎপন্ন হয়ে এ উপজেলায় এসে তিস্তা নদীর মূল স্রোতধারায় বাহিত হত বলে নদীর নামে এ স্থানের নাম হয় জলঢাকা। আবার অনেকে মনে করেন স্থানটিতে তিস্তা ও করতোয়া নদীর মিলিত স্রোত প্রবাহিত ছিল। জলে ঢাকা ছিল বলে নদী তার গতিপথ পরিবর্তন করলে জেগে উঠা স্থানটির নাম হয় জলঢাকা ।

❖ *জলঢাকার ভাষা ও সংস্কৃতি*

বাঙ্গালী জনগোষ্টির গ্রামাঞ্চলে বসবাস কারীরা আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে থাকে যা ''রংপুরের আঞ্চলিক ভাষা'' নামে খ্যাত। ভাওয়াইয়া গানে এ জেলার আঞ্চলিক ভাষার হৃদয়স্পর্শী বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। বিয়ে, বৌভাত,নবান্ন ইত্যাদি পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান বাঙ্গালী সাংস্কৃতির পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ।

❖ *প্রাচীন নিদর্শনাদি ও প্রত্নসম্পদ*

রাজা ধর্মপালের গড় (ধর্মপাল ইউনিয়ন), রাজা হরিশচন্দ্রের পাট (খুটামারা ইউনিয়ন), ভীমের ধাপ (গোলনা ইউনিয়ন)।

❖ *মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলি*

১৯৭১ সালে পাকসেনারা জলঢাকা হাইস্কুলে ক্যাম্প স্থাপন করে এবং স্থানীয় রাজাকারদের সহায়তায় নিরীহ লোকদের ধরে এনে নির্মমভাবে হত্যা করে।

❖ *মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন*

গণকবর ২ (কালীগঞ্জ এবং জলঢাকা হাই স্কুলের পিছনে)।

❖ *ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান*

মসজিদ ৩১৭, মন্দির ২৫, মাজার ২, তীর্থস্থান ১।

❖ *শিক্ষার হারঃ*

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড় হার ৩৩.০%;
পুরুষ ৩৮.৯%, মহিলা ২৬.৮%।

❖ *উলেস্নখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান*

জলঢাকা ডিগ্রি মহাবিদ্যালয় (১৯৭২), রাবেয়া চৌধুরী ডিগ্রি মহিলা মহাবিদ্যালয় (১৯৯৪), জলঢাকা বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউট (১৯৯৫), জলঢাকা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৭), জলঢাকা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯৪০), শিমুলবাড়ী এস সি উচ্চ বিদ্যালয়, গোলমুন্ডা ফাজিল মাদ্রাসা (১৯১৯)।

পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী অবলুপ্ত: সাপ্তাহিক জলতরঙ্গ ও সাপ্তাহিক জলকথা।

❖ *সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান*

লাইব্রেরি ২, ক্লাব ১৯, নাট্যদল ২, নাট্যমঞ্চ ১, সিনেমা হল ৪, মহিলা সংগঠন ৬৪, খেলার মাঠ ৪৫, সংগীত একাডেমি ২।

❖ *জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস*

কৃষি ৮০.১৫%, অকৃষি শ্রমিক ২.৫৪%, ব্যবসা ৮.৩৮%, পরিবহণ ও যোগাযোগ ২.০৬%, চাকরি ৩.০৫%, নির্মাণ ০.৫২%, ধর্মীয় সেবা ০.১৫%, রেন্ট অ্যান্ড রেমিটেন্স ০.১০% এবং অন্যান্য ৩.০৫%। কৃষিভূমির মালিকানা ভূমি মালিক ৬০.০৯%, ভূমিহীন ৩৯.৯১%। শহরে ৬৭.০৪% এবং গ্রামে ৫৯.৬৭% পরিবারের কৃষিজমি য়েছে।

❖ *প্রধান কৃষি ফসল*

ধান, তামাক, গম, আলু, পাট, ভুট্টা, শাকসবজি।

❖ *বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি*

তিল, তিসি, চিনা, যব, কাউন, মিষ্টি আলু, অড়হর, কাপাস তুলা।

❖ *প্রধান ফল-ফলাদি*

আম, কাঁঠাল, জাম, কলা, পেঁপে, লিচু। মৎস্য, গবাদিপশু, হাঁস-মুরগির খামার মৎস্য ২৪৪০, গবাদিপশু ২৮, হাঁস-মুরগি ১২, নার্সারি ৩৫।

যোগাযোগ বিশেষত্ব পাকারাস্তা ৫৫৪ কিমি, আধা-পাকারাস্তা ২০ কিমি, কাঁচারস্তা ৪০০ কিমি।

❖ *বিদ্যুৎ ব্যবহার*

উপজেলার সবক'টি ইউনিয়ন পল্লিবিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ৮.০২% পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।

❖ *পানীয় জলের উৎস*

নলকূপ ৮৫.৫৫%, পুকুর ০.৪৯%, ট্যাপ ০.৩৬% এবং অন্যান্য ১৩.৬০%।

❖ *স্বাস্থ্যকেন্দ্র*

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ১, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ১০, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ৩, কুষ্ঠ চিকিৎসা কেন্দ্র ১।

❖ *হাট বাজার ঃ*

জলঢাকা বাজার, রাজারহাট বাজার, পূর্ব খুটামারা চৌপুতি বাজার, মীরগঞ্জ হাট, চৌধুরীর হাট, টেংগনমারী হাট, নওয়াবগঞ্জ হাট, কৈমারী হাট, কালীগঞ্জ হাট, দিয়াবাড়ী বাজার, খেরকাঠি হাট, বালাগ্রাম হাট, ডাকালীগঞ্জ হাট, বিন্নাবাড়ী বাজার।

❖ *নদ-নদী ঃ*

জলঢাকার উল্লেখযোগ্য নদী তিস্তা, বুড়ি তিস্তা। নদীতে জেলেরা মাছ ধরে। বর্ষা মৌসুমে নদী তার জীবন ফিরিরে পায় এ কুল থেকে ও কুল শুধু পানি আর পানি। বর্ষার পানি এ অঞ্চলের মানুষের জীবনকে করে দূর্বিসহ। বর্ষা মৌসুমে প্রবাহিত পলি মাটি এ অঞ্চলের জমিকে করে উর্বর ।

❖ *প্রচলিত খেলা ঃ*

এ উপজেলায় প্রচলিত লোকখেলার মধ্যে রয়েছে- গোলস্নাছুট, দৌড়াদৌড়ি, হা-ডু-ডু, বুড়ি ছি, বৌ ছি, কানা মাছি, চেংগু পেন্টি, কিতকিত, ছোপাছুটি, ইকরি বিকরি, নাগরদোলা, ওপেন্টি বাইস্কোপ, ইচিং বিচিং, সাত খোলা, মার্বেল, ঘুড়ি উড়ানো, লাটিম ঘুড়ানো, গাড়াগাড়ি, ঠগা খেলা, ব্যাঙ ঝাঁপ, দড়ি খেলা, গুটি খেলা, পাতা ছেড়া খেলা, চড়ুই ভাতি, চকচ্চাল খেলা, ডিগ্গেল খেলা প্রভৃতি ছাড়াও রয়েছে ঐতিহ্যবাহী লাঠি খেলা। জলক্রীড়ার মধ্যে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ। প্রচলিত আধুনিক খেলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাড মিন্টন, দাবা, লুডু প্রভৃতি।

জলঢাকা উপজেলার আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত

বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বিষয়ক এবং আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতি বছর বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদকে যাচাই করে দেখতে হবে যে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের পরে তথ্য-উপাত্তের কোন পরিবর্তন হয়েছে কি না এবং হলে তা হাল নাগাদ করতে হবে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়নে তথ্য ও উপাত্তের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো উপজেলা পরিষদ, উপজেলার বিভিন্ন বিভাগ ও ইউনিয়ন পরিষদ, আদমশুমারি ২০১১, জেলা পরিসংখ্যান ২০১১, হেল্থ বুলেটিন, ২০২০। এসডিজির বিভিন্ন সূচকে জলঢাকার অবস্থান সর্ম্পকিত তথ্য পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে। নিম্নের সারনীতে উপজেলার বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত প্রদান করা হয়েছে।

জলঢাকা উপজেলার আর্থসামাজিক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে উপজেলা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। উপজেলায় মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে উপস্থিতির হার মাত্র ৬৭ শতাংশ যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই হার ৮০ শতাংশ। স্বাস্থ্য খাতে দেখা যায় যে শিশু মৃত্যু ও মাতৃমৃত্যুর হার এখনো অনেক বেশী। একইভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর সংখ্যা অর্ধেকেরও কম। জনস্বাস্থ্য খাতে উপজেলা অনেক এগিয়ে রয়েছে যদিও এখনো শতভাগ স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ও নিরাপদ খাবার পানির ব্যবহার নিশ্চিত হয়নি। উপজেলার সড়কের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, উপজেলার ৬০০ কিলোমিটারের মত সড়ক এখনো কাঁচা রয়েছে। উপজেলা পরিষদ তাদের পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে আর্থসামাজিক সূচকে তাদের এই অবস্থান বিবেচনায় নিয়েছে।

ছক-১ঃ জলঢাকা উপজেলার বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত

একনজরে জলঢাকা উপজেলা ঃ	
▪ আয়তন	ঃ ৩২৮.৯০ বর্গ কিলোমিটার
▪ জনসংখ্যা	ঃ ৩,১৭,৪৮৫ (২০১০)জন
▪ জনসংখ্যার ঘনত্ব	ঃ ৮৩৬ জন (প্রতি বর্গ কিলোমিটার)
▪ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	ঃ ১.৪৭ %
▪ মোট পরিবার সংখ্যা	ঃ ৬৯,০১৯ টি
▪ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যা	ঃ ৪০ % (প্রায়)
▪ জলঢাকা উপজেলার শিক্ষার হার	ঃ ৫৬%
▪ নির্বাচনী এলাকা	ঃ ১৪-নীলফামারী-০৩
▪ থানা	ঃ থানা-১ (এক) টি
▪ ইউনিয়ন	ঃ ইউনিয়ন-১১ (এগার)ও পৌরসভা-১(এক) টি
▪ মৌজা	ঃ ৬৮ টি
▪ সরকারি হাসপাতাল	ঃ ১ (এক) টি (৫০ শয্যা)
▪ স্বাস্থ্য কেন্দ্র/ক্লিনিক	ঃ স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র-৪টি, কমিউনিটি ক্লিনিক -৩২ টি
▪ পোষ্ট অফিস	ঃ ১৬ টি (প্রধান ডাকঘর - ১টি এবং শাখা ডাকঘর -১৫টি)
▪ নদ-নদী	ঃ ৭(সাত) টিঃ তিস্ড়া, বুড়িতিস্ড়া, ধুম, দেওনাই, ধাইজান, আউলিয়াখানা এবং চাড়ালকাটা
▪ হাট-বাজার	ঃ ২৮(আটাশ) টি
▪ ব্যাংক	ঃ সোনালী, জনতা, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন, অগ্রনী, ব্র্যাক ও ইসলামী ব্যাংক

উপজেলার মানচিত্রঃ

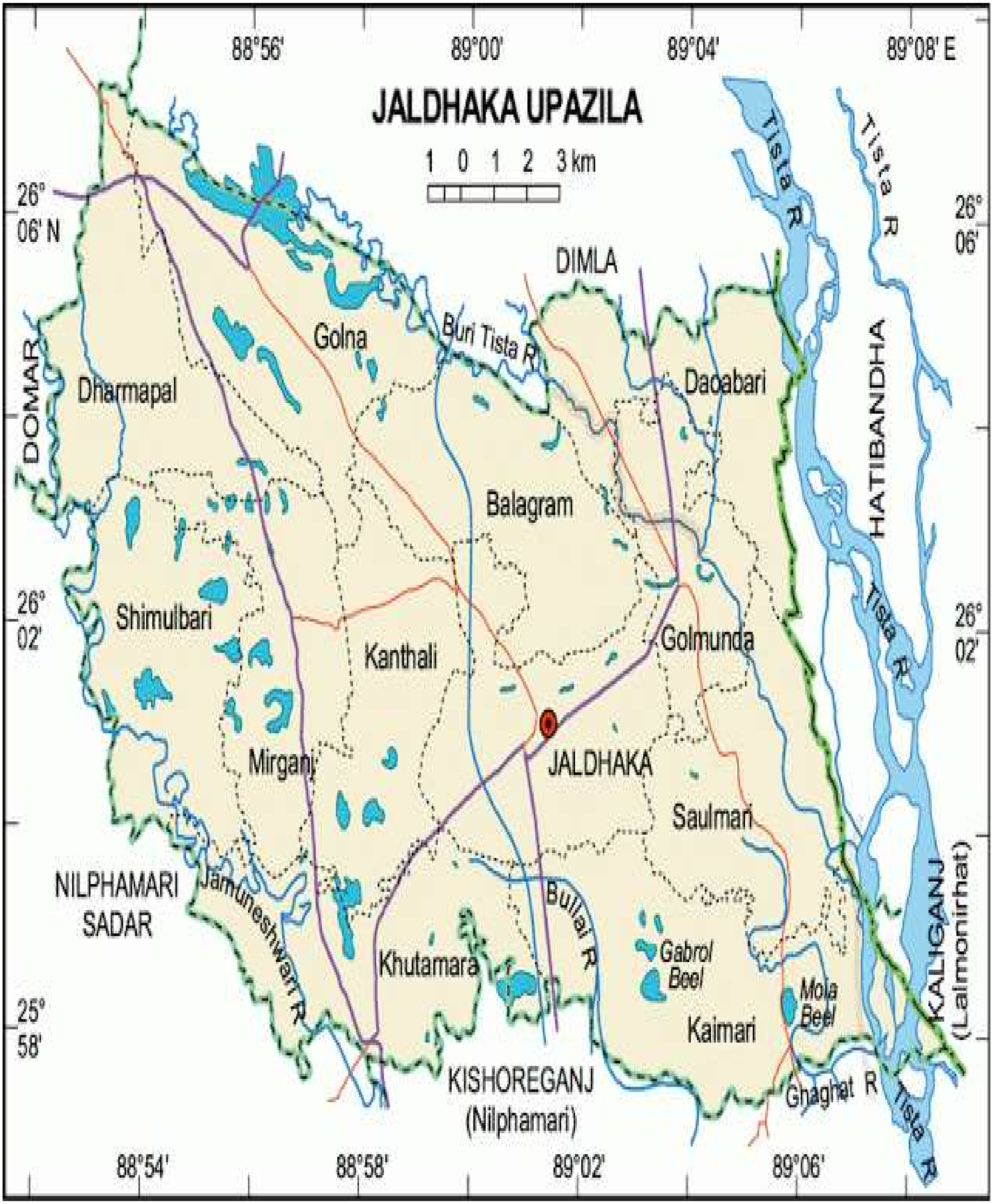

JALDHAKA UPAZILA
1 0 1 2 3 km
88°56'
89°00'
89°04'
89°08' E
26° 06' N
26° 06'
26° 02'
25° 58'
88°54'
88°58'
89°02'
89°06'
DIMLA
DOMAR
HATIBANDHA
KALIGANJ (Lalmonirhat)
NILPHAMARI SADAR
KISHOREGANJ (Nilphamari)
Tista R
Buri Tista R
Jamuneshwari R
Bullai R
Ghaghat R
Golna
Dharmapal
Daoabari
Balagram
Shimulbari
Kanthali
Golmunda
Mirganj
JALDHAKA
Saulmari
Khutamara
Gabrol Beel
Mola Beel
Kaimari

প্রত্যাশা

জলঢাকা উপজেলার সকল স্তরের জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের সকল বিভাগ ও ইউনিয়ন পরিষদকে সাথে নিয়ে এলাকার সার্বিক সমন্বিত টেকসই উন্নয়ন কল্পে, জলঢাকা উপজেলার জনগনের প্রয়োজনীয় বাস্তব ভিত্তিক ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে একটি উন্নয়নকামী শক্তিশালী উপজেলা প্রতিষ্ঠা করা।

তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নের উদ্দেশ্য

উপজেলা পরিষদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই এই সীমাবদ্ধ সম্পদের অগ্রাধিকার ভিত্তিক এবং সঠিক ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা অত্যাবশ্যক। কারণ পরিকল্পনার মাধ্যমেই সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করা সম্ভব। উপজেলা পরিষদের এলাকায় বর্তমানে বিভিন্ন স্টকহোল্ডারদের অর্থাৎ উপজেলা পরিষদের হস্তান্তরিত, অহস্তান্তারিত এবং অন্যান্য বিভাগ বা সংস্থাসমূহ তাদের বিভাগীয় উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। কিন্তু চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম এর মধ্যে সমন্বয় না থাকার কারণে কার্যক্রম এর ক্ষেত্রে দক্ষতা পরিকল্পিত হচ্ছে না। ফলে সম্পদের সুষ্ঠু ও অগ্রাধিকার ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে না। বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১, টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য এবং উপজেলা পরিষদের সকল স্টকহোল্ডারদের অর্থাৎ হস্তান্তরিত ও অহস্তান্তারিত, অন্যান্য বিভাগ এবং ইউনিয়ন পরিষদের সম্পদ, কার্যক্রম এবং উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সমন্বিত করে উপজেলা ভিত্তিক সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা বই তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়ন প্রক্রিয়া

উপজেলা পর্যায়ের সকল দপ্তরকে সম্পৃক্ত করে পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় কতগুলো ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে।

- প্রথমত: পঞ্চবার্ষিক উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রনয়নের জন্য জলঢাকা উপজেলা পরিষদ বিশেষ সভায় উপজেলা পরিষদের সকল বিভাগীয় প্রধানদের সমন্বয়ে একটি পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা হয়।

- দ্বিতীয়ত: উপজেলা পরিষদের স্থায়ী কমিটির সদস্যগণকে উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করে খাতভিত্তিক সমস্যা বিশ্লেষণ অগ্রাধিকার নিরুপনের মাধ্যমে খাতভিত্তিক ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

- অতপর পরিকল্পনা কমিটি স্থায়ী কমিটি সমূহের নিকট থেকে খাতভিত্তিক প্রস্তাবনা সংগ্রহ করে একটি সমন্বিত খসড়া পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করে।

- তৃতীয়তঃ উপজেলা পরিষদের সকল হস্তান্তরিত এবং অ-হস্তান্তরিত ও অন্যান্য বিভাগকে উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করে বিভাগ ভিত্তিক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। পরবর্তিতে পরিকল্পনা কমিটি উপরোক্ত বিভাগ ভিত্তিক তথ্য ও পরিকল্পার সমন্বয়ে উপজেলা পরিষদের খসড়া সমন্বিত পঞ্চবর্ষিকী পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে।

- চর্তুথত: উপজেলা পরিষদের বিশেষ সভায় পরিকল্পনা কমিটি সমন্বিত খসড়া পঞ্চবার্ষিক উপস্থাপন করে। উক্ত বিশেষ সভায় সমন্বিত খসড়া পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং অংশগ্রহণকারীগণ তাদের মূল্যবান মতামত ও সুপারিশ প্রদান করে। সবশেষে উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাটি চুড়ান্ত অনুমোদন করে।

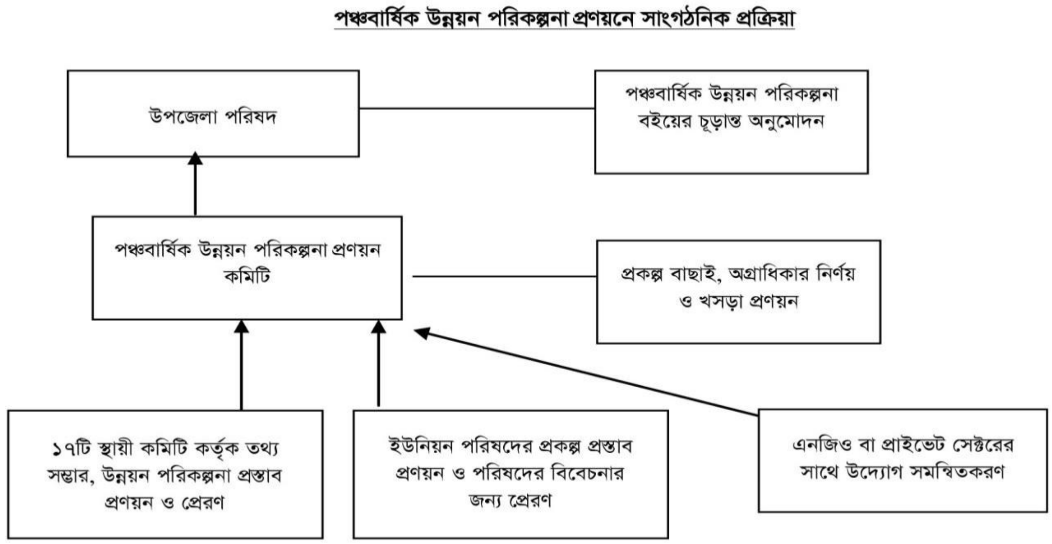

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল

ক) ২০২৫ সালের মধ্যে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।
খ) সরকারী অন্যান্য বিভাগের সাথে সম্পুরক/পরিপুরক প্রকল্প গ্রহণ।
গ) উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ, এনজিও এবং ব্যক্তির মধ্যে সম্পদ ও প্রকল্পের সমন্বয় সাধন।
ঘ) অংশ গ্রহণমূলক মনিটরিং প্রক্রিয়া অনুসরণ।
ঙ) নিম্ন থেকে উর্ধমূখী পরিকল্পনা প্রক্রিয়া অনুসরণ।

তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নের সীমাবদ্ধতা

জলঢাকা উপজেলা পরিষদ পর্যায়ে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রথম উদ্যোগ হিসেবে এই পরিকল্পনা বই এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বই-এর উল্লেখযোগ্য অংশ হল হস্তান্তরিত, অহস্তান্তরিত এবং অন্যান্য সকল বিভাগ/সংস্থাসমূহ থেকে ভিত্তি তথ্য এবং তাদের বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহকরা এবং সেই তথ্যের বিশ্লেষণ করা। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে বিভিন্ন বিভাগের তথ্যের ঘাটতি এবং বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ করার ক্ষেত্রে বিভাগসমূহের আগ্রহ কম ছিল। এমতাবস্থায়, পরিকল্পনা বই প্রণয়নেরক্ষেত্রে নির্দেশনা অনুযায়ী সকল বিভাগ/সংস্থাসমূহের প্রয়োজনীয় তথ্যও সময়মত পাওয়া যায়নি।

উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সকল স্টেকহোল্ডার অর্থাৎ হস্তান্তরিত, অ-হস্তান্তরিত এবং বিভাগসমূহকে পরিকল্পনা বিষয়ে উদ্বুদ্ধ এবং সম্পৃক্ত করা একটি সময়-সাপেক্ষ প্রক্রিয়া কিন্তু এই পরিকল্পনা বই তৈরির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সময় পাওয়া যায়নি। পরিকল্পনা বই প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত অনেক প্রতিষ্ঠান তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে এবং তাদের বর্তমান কার্যক্রমের তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে সংশয় প্রকাশ করেছে। অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিবেদন দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের কথা উলেখ করেছে। ফলে সঠিক সময়ে তাদের নিকট হতে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়নি।

বিভাগ ভিত্তিক তথ্য

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়

০১। অফিসের নাম ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিস

০২। অফিস পরিচিতি ঃ প্রতিটি উপজেলায় একটি করে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় রয়েছে। এ অফিসটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ।

০৩। সিটিজেন চার্টার

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদানের সময় সীমা	সেবা প্রদানের প্রদ্ধতি	সেবা প্রদানের স্থান
০১	কৃষি/অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত, পেরীফেরীভূক্ত হাট-বাজার একসনা বন্দোবস্ত ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়।	সহকারী কমিশনার (ভূমি) হতে প্রাপ্তির পর ৩ (তিন) দিনের মধ্যে।	উপজেলা ভূমি অফিস হতে প্রস্তাব প্রেরণের পর উপজেলা নির্বাহী অফিস হতে প্রস্তাবটি সুপারিশ সহকারে জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কার্যালয়ে অগ্রবর্তী করা হয়।	সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও ভূমি মন্ত্রণালয়।
০২	ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত বরাদ্ধে গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম (টি.আর, কাবিখা, কাবিটা ও ত্রাণ সামগ্রী)।	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা হতে প্রস্তাব প্রাপ্তির পর ২ (দুই) দিনের মধ্যে।	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার নিকট থেকে প্রস্তাব প্রাপ্তির পর সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতঃ জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কার্যালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়।	প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিস।
০৩	এল.জি.ই.ডি কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়িত প্রকল্প, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঠিকাদারের বিল/প্রকল্প কমিটির সভাপতির বিল প্রদান।	উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয় হতে প্রস্তাব প্রাপ্তির পর ২ (দুই) দিনের মধ্যে।	উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয় হতে প্রস্তাব প্রাপ্তির পর বিল অনুমোদন, প্রয়োজনে সরেজমিনে পরিদর্শন।	উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিস।
০৪	হাট-বাজার বাৎসরিক ইজারা প্রদান।	প্রতি বছরের ১লা বৈশাখের আনুমানিক ২ (দুই) মাস পূর্বে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।	হাট-বাজার নীতিমালা অনুযায়ী দরপত্র বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়।
০৫	জলমহাল ইজারা প্রদান।	প্রতি বছরের ১লা বৈশাখের আনুমানিক ২ (দুই) মাস পূর্বে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।	জলমহাল ইজারার নীতিমালা অনুযায়ী দরপত্র বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে।	সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয় ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়।

০৬	সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী বে-সরকারী কলেজ, হাই স্কুল ও মাদ্রাসার বেতন বিল প্রদান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিবিধ প্রশাসনিক কার্যাবলী।	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে বেতন বিল প্রাপ্তির ২ (দুই) দিনের মধ্যে এবং যে কোন প্রশাসনিক কাজের প্রস্তাব প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে।	প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক বিল দাখিলের পর।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়।
০৭	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য, সদস্যাদের সরকারী অংশের সম্মানী ভাতা প্রদান এবং সচিব ও গ্রাম পুলিশদের বেতন ভাতা প্রদান।	সরকারী বরাদ্ধ প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে।	সরকারী বরাদ্ধ প্রাপ্তির পর সম্মানী ভাতা বা বেতন ভাতা ব্যাংক থেকে কালেকশন করে প্রদান করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়।
০৮	ধর্ম মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জেলা পরিষদ, সংস্থা / বিভাগ কর্তৃক বিবিধ অনুদান বিতরণ।	বরাদ্ধ প্রাপ্তির পর বিষয়টি সুফলভোগীকে অবহিত করা হয়। সুফলভোগী কর্তৃক চাহিদা মোতাবেক কাগজ-পত্রাদি দাখিলের পর ৩ (তিন) দিনের মধ্যে অর্থ প্রদান করা হয়।	সুফলভোগী কর্তৃক চাহিদা মোতাবেক কাগজ-পত্রাদি দাখিলের পর উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক অর্থ প্রদান করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিস, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় / বিভাগ / সংস্থা।
০৯	জেনারেল সার্টিফিকেট মামলা।	বিধি মোতাবেক।	চ.উ.জ. অপঃ, ১৯১৩ অনুযায়ী।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়।
১০	মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও রিপোর্ট রিটার্ণ প্রেরণ।	প্রতি সপ্তাহে একদিন।	সরকারের আদেশ ও বিভিন্ন আইন মোতাবেক।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ১ম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।
১১	হজ্জ্বব্রত পালনের ফরম বিতরণ ও পরামর্শ প্রদান।	আবেদনের সাথে সাথে।	আবেদন মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিস হতে ফরম, তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিস ও জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কার্যালয়।
১২	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) সংক্রান্ত পরামর্শ, তথ্য ও করণীয় সম্পর্কে সেবা প্রদান।	চাহিদা মোতাবেক স্বল্প সময়ে প্রদান করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিসে এসে পরামর্শ চাওয়া হলে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিস ও ইউপি চেয়ারম্যান।
১৩	বিভিন্ন কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন।	কমিটির সদস্য-সচিবের সাথে আলাপের মাধ্যমে সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে।	সদস্য-সচিবের চাহিদা মাফিক।	বিভাগীয় কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার।
১৪	বি.সি.আই.সি/ভর্তুকি সারের প্রতিবেদন প্রেরণ।	আগমনী বার্তা প্রাপ্তির দিন।	সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক।	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

১৫	নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল কমিটি।	অভিযোগ প্রাপ্তির ১০ (দশ) দিনের মধ্যে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রোগ্রাম অফিসার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়কে নোটিশ প্রদান করা হয়।	নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল কমিটি কর্তৃক পক্ষদ্বয়ের শুনানী গ্রহণ শেষে নিস্পত্তি করা হয়।	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কার্যালয়ের প্রোগ্রাম অফিসার, উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

এছাড়াও উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক উপজেলায় নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদিত হয়ে থাকে।

- ❖ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম জোরদার করণ।
- ❖ ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে পত্র যোগাযোগ।
- ❖ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সময় ত্রাণ কাজে সহায়তা প্রদান।
- ❖ আইন-শৃংখলা রক্ষায় প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।
- ❖ সরকারী কার্যক্রমের সহায়ক শক্তি হিসাবে দায়িত্ব পালন।
- ❖ উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কাজের তদারকিকরণ।
- ❖ বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন।
- ❖ মন্ত্রণালয়ের সকল নীতিমালা মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন।
- ❖ ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে ভূমিকা পালন।
- ❖ ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে ইলিশ সম্পদ (জাটকা) সম্পদ রক্ষা।

উপজেলার কৃষি অফিসারের কার্যালয়

০১। ভূমিকা:

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প এ উপজেলার সকল শ্রেণীর চাষীদের বহুমাত্রিক আধুনিক কৃষি ব্যবস্থায় দক্ষ করে তোলার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনসহ কৃষক সমাজের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে। উপজেলার চাষাবাদ পদ্ধতি প্রধানতঃ বৃষ্টি নির্ভর হলেও রবি মৌসুমে বিভিন্ন সেচ যন্ত্রের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। সেলক্ষ্যে সেচ এলাকা বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতা সমূহ চিহ্নিত করে তা দূরীকণের মাধ্যমে সেচাধীন জমির পরিমান বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি, উচ্চ ফলনশীন জাতের সম্প্রসারণ ও শস্য বহুমূখীকরণ লক্ষ্য সামনে রেখে। উচ্চ ফলনশীল বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে বীজের চাহিদা মেটানো সম্ভব। নিরাপদ ফসল উৎপাদনের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক ফেরোমন ফাঁদ, আলোক ফাঁদ, পার্চিং, লোগো, সবুজ সার হিসাবে ধৈঞ্চার চাষ এবং জৈব সারের ব্যবহার ইত্যাদি বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

০২। লক্ষ্য:

কৃষকদের নিরাপদ শস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে আগ্রহী করা।

০৩। উদ্দেশ্য:

- সব শ্রেনীর চাষিদেরকে তাদের চাহিদাভিত্তিক ফলপ্রসূ ও সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করা
- বহুমূখী শস্য চাষের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি
- নিরাপদ শস্য উৎপাদন করা
- শস্য সংগ্রহ, গুদামজাতকরণ, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ
- সরকারী, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা, বেসরকারী সংগঠক ও উদ্যোক্তাদের মাঝে সমন্বয় সাধন

০৪। সিটিজেন চার্টার:

সেবাগ্রহিতা	*ক্রমিক নং*	*সেবার বিবরণ*	*মন্তব্য*
১	*২*	*৩*	*৪*
কৃষক/কৃষক দল, আইপিএম/আইসিএম ক্লাবের সদস্য, বিভিন্ন সরকারী/ বেসরকারী সংস্থা।	১	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের দায়িত্ব হলো সকল শ্রেণির কৃষকদেরকে তাদের চাহিদা ভিত্তিক ফলপ্রসূ ও কার্যকর সম্প্রসারণ সেবা প্রদান।	
	২	সর্বশেষ গবেষণালব্ধ ফলাফল ও বিজ্ঞানসম্মত কৃষি প্রযুক্তি সরবরাহ করে কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।	
	৩	উন্নত উৎপাদন কলাকৌশল গ্রহণে কৃষকদের সহযোহিতা ও উদ্বুদ্ধকরণ।	
	৪	বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও কৃষকদের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করা যাতে কৃষকগণ তাদের সমস্যাদি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণপূর্বক সমাধান পেতে পারে।	
	৫	কৃষকদের যে সমস্ত সমস্যা সমাধানে জাতীয় পর্যায়ের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন, সে সমস্ত সমস্যা ও চাহিদা কৃষি মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন বিভাগে পাঠানোর জন্য মাধ্যম হিসাবে কাজ করা।	
	৬	উচ্চমূল্য শস্য উৎপাদন ও বহুমুখীকরণসহ বাণিজ্যিক কৃষি উন্নয়নে পরামর্শ প্রদান।	
	৭	উন্নত কৃষি পদ্ধতিতে চাষাবাদে, লাগসই কৃষি প্রযুক্তি ব্যহারে এবং মডেল কৃষি খামার	

		স্থাপনে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান।	
	৮	সার, বীজ ও সেচসহ আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির প্রাপ্তিস্থান ও ব্যবহার বিষয়ক পরামর্শ প্রদান।	
	৯	দানাদার ফসল, পাট, ফল ও শাকসবজিসহ অন্যান্য ফসল উৎপাদনে পরামর্শ প্রদান।	
	১০	ভূ-উপরিস্থিত পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সেচ ও পানি নিষ্কাশনের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান।	
	১১	কৃষি বিষয়ক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান।	
	১২	বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে কৃষিতে বিরুপ প্রভাব মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান।	
	১৩	পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে এবং মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার ও গ্রহণে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান।	
	১৪	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান।	
	১৫	কৃষি পরামর্শ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে ব্লক পর্যায়ে কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে কৃষকদের প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান।	
	১৬	কৃষি ব্যবসা ও বিপণনের প্রসার ঘটানো ও ফসল কর্তনোত্তর ক্ষতি কমানো এবং যেসব শ্রমজীবি মানুষ কৃষি ব্যবস্থাকে পেশা হিসেবে নিতে চান তাদেরকে কারিগরি শিক্ষা প্রদান।	
	১৭	দুর্যোগকালীন করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ।	

- ***সেবা প্রদানের নূন্যতম সময়সীমা: সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫ টা। (জরুরী অবস্থায় সার্বক্ষণিক)***
- ***সেবা প্রদানের আইনগত ফি/ ব্যয়: নাই।***

০৫। সেবার ও কাজের ক্ষেত্র:

- সকল শ্রেণীর কৃষকের জন্য কৃষি বিষয়ক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ সহায়তা দেয়া ।
- প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, মাঠ দিবস, কৃষক সমাবেশ ও কৃষক র‌্যালীর মাধ্যমে ফসলের উন্নত জাত ও উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরন ।
- আইপিএম প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতিতে ফসলের রোগবালাই ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কৃষকদের পরামর্শ প্রদান ।
- কৃষি বিষয়ক কর্মসূচী প্রণয়ন প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রীকরণ ও চাহিদা ভিত্তিক কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদান ।
- কৃষি বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং গবেষণালব্ধ তথ্য ও প্রযুক্তি সমূহ কৃষকদের মাঝে সম্প্রসারণ করা ।
- সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ।
- কৃষকদের বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান ।
- বিভিন্ন ধরনের সম্প্রসারণ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ সেবা কৃষকদের মাঝে পৌঁছে দেয়া ।
- কৃষি সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ের মাধ্যমে সম্প্রসারণ সেবা কার্যক্রম পরিচালনা ।
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশ বান্ধব কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগে কৃষকদের সহায়তা করন ।
- বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কৃষি পণ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান ।
- তথ্য ও যোগাযোগ পদ্ধতি ব্যবহার করে ই-কৃষি সেবা কার্যক্রম পরিচালনা ।
- কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ।
- মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা ।
- উচ্চ মূল্য ফসল চাষাবাদে কৃষকদের কারিগরী সহায়তাসহ বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান ।
- প্রাকৃতিক দূর্যোগে মাঠ ও উদ্যান ফসলের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য কারিগরী ও পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণে কৃষকদের সহায়তা করা ।
- বসতভিটা ও শহরাঞ্চলের ইমারতের ছাদে উদ্যান ফসল চাষে কারিগরী সহায়তা প্রদান
- উদ্যান ফসলের নার্সারী স্থাপনে কারিগরী সহায়তা প্রদান ।
- ফসলের বালাই সতর্কীকরণ ও আবহাওয়ার পূর্বাভাষ কৃষকদের নিকট পৌঁছে দেয়া ও প্রতিকূল আবহাওয়ায় ফসল রক্ষার্থে করণীয় বিষয়ে কৃষকদের পরামর্শ প্রদান ।

- চাষী পর্যায়ে উন্নত মানের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বীজ বিনিময়ে সহায়তা প্রদান।
- সার ও বালাইনাশকের মান নিয়ন্ত্রণ, সরবরাহ ও বাজার মনিটরিং করা ।
- প্লান্ট কোয়ারেন্টাইন সেবা প্রদান।

০৬। কৃষি ক্ষেত্রে সক্ষমতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ও আশংকা (SOWT):

একটি বস্তুনিষ্ঠ, কার্যকর ও ফলপ্রসূ পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সক্ষমতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা এবং আশংকাসমূহ সঠিকভাবে বিবেচনা করা।

সক্ষমতা (Strength)	**দুর্বলতা (Weakness)**
১. অভিজ্ঞ মাঠকর্মী বিদ্যমান। ২. কৃষি উপকরণের পর্যাপ্ত সরবরাহ। ৩. প্রধান প্রধান শস্য উৎপাদনের জন্য লাগসই প্রযুক্তি বিদ্যমান। ৪. নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে আগ্রহী ও সৃজনশীল কৃষক। ৫. ফসলের উন্নত জাত। ৬. সেচের পানির প্রাপ্যতা। ৭. বিদ্যমান আর্থিক সহায়তা/প্রণোদনা। ৮. কৃষকদের চিরাচরিত ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। ৯. কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড ও কৃষক ব্যাংক একাউন্ট।	১. উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বাজার মূল্যের অস্থিতিশীলতা। ২. উপকরণ (পানি, বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি) ব্যবহারের সীমিত দক্ষতা। ৩. কৃষিজাত পণ্যের সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের অপর্যাপ্ততা। ৪. কার্যসম্পাদন ও তদারকির জন্য যানবাহনের অপর্যাপ্ততা। ৫. ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মকর্তাদের আবাসিক ব্যবস্থা নেই। ৬. প্রশিক্ষণের জন্য আধুনিক সরঞ্জামের অভাব; যেমন: প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি।
সম্ভাবনা (Opportunity)	**আশংকা (Threat)**
১. কৃষিতে আত্ম-কর্মসংস্থানের পর্যাপ্ত সুযোগ। ২. লাগসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণের পর্যাপ্ত সুযোগ বিদ্যমান। ৩. ফলন পার্থক্য হ্রাসের পর্যাপ্ত সুযোগ বিদ্যমান। ৪. পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে।	১. পরিবেশগত সংকটাপন্নতা (জলবায়ু পরিবর্তন, জলাবদ্ধতা, রোগবালাই ও পোকামাকড়)। ২. ক্রমহ্রাসমান চাষযোগ্য জমি ও অকৃষি কাজে কৃষি জমি ব্যবহারের মাত্রা বৃদ্ধি। ৩. ক্রমাবনতিশীল মাটির স্বাস্থ্য। ৪. বিলুপ্তিমান কৃষি জীববৈচিত্র।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয়

০১। অফিসের নাম ঃ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।

০২। অফিস পরিচিতি ঃ প্রতিটি উপজেলায় একটি করে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস রয়েছে। এই অফিসটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত আঞ্চলিক উপ-পরিচালক ও জেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

০৩। অফিস কার্যক্রম

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হল - শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করা, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর উপবৃত্তি বিতরণ, শিক্ষক/কর্মচারী নিয়োগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্ব করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গর্ভর্ণিংবডি/ম্যানেজিং কমিটি গঠনে দায়িত্ব পালন করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও মনিটর করা, উপবৃত্তি প্রদানে শিক্ষার্থী নির্বাচন করা, পাবলিক পরীক্ষা সমন্বয় করা, বৃত্তির বিল প্রদান করা, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সংরক্ষণ ও বিতরণ করা, নির্ধারিত ফরমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উপবৃত্তির জন্য শিক্ষার্থী তথ্য সরবরাহ করলে যাচাই- বাছাইয়ের পর কোটা অনুসারে বরাদ্দ দেওয়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কাজ তদারকি করা, স্নাতক মাদরাসা গুলোতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির প্রতিনিধি হিসাবে গভর্ণিংবডিতে দায়িত্ব পালন করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাময়িক, বার্ষিক ও নির্বাচনী পরীক্ষা অনুষ্ঠান সমন্বয় করা, জঙ্গী বিরোধী সভা, মাদক বিরোধী সভা, বাল্য বিবাহ বিরোধী সভা, ইভটিজিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত সভা, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি নবায়নের জন্য পরিদর্শন করা এবং মাধ্যমিক শিক্ষার সার্বিক গুনগত মানোন্নয়নে কাজ করা।

০৪। সিটিজেনচার্টার

১। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করা।
২। শিক্ষক/কর্মচারী নিয়োগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্ব করা।
৩। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডি /ম্যানেজিং কমিটি গঠনে দায়িত্ব পালন করা।
৪। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর উপবৃত্তি বিতরণ।
৫। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও মনিটর করা।
৬। উপবৃত্তি প্রদানে শিক্ষার্থী নির্বাচন করা।
৭। পাবলিক পরীক্ষা সমন্বয় করা।
৮। বৃত্তির বিলে প্রতিস্বাক্ষর করা।
৯। বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও বিতরণ করা।
১০। নির্ধারিত ফরমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উপবৃত্তির জন্য শিক্ষার্থী তথ্য সরবরাহ করলে যাচাই বাছাইয়ের পর কোটা অনুসারে বরাদ্দ দেওয়া।
১১। প্রতিষ্ঠান থেকে যে কোন তথ্য পাওয়ার পর যাচাই বাছাই করে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করা।
১২। যে কোন অভিযোগ পাওয়ার সর্বোচ্চ ৭ দিনের মধ্যে তদন্ত সাপেক্ষে নিষ্পত্তি করা।
১৩। শিক্ষক/কর্মচারী নিয়োগের পূর্বে জনবল কাঠামো অনুসারে প্রাপ্যতার সনদ প্রদান।
১৪। শিক্ষামন্ত্রণালয়/সরকারের নির্দেশনা অনুসারে যে কোন দায়িত্ব পালন করা।
১৫। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের কাজে তদারকি করা।
১৬। শিক্ষা মন্ত্রণালয় /অধিদপ্তর/শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশনা মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা।
১৭। স্নাতক মাদরাসা গুলোতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির প্রতিনিধি হিসাবে গভর্ণিংবডিতে দায়িত্ব পালন করা।
১৮। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালনে দায়িত্ব পালন করা।
১৯। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাময়িক, বার্ষিক ও নির্বাচনী পরীক্ষা অনুষ্ঠান সমন্বয় করা।
২০। জঙ্গী বিরোধী সভা।
২১। মাধক বিরোধী সভা।
২২। বাল্য বিবাহ বিরোধী সভা।
২৩। ইভটিজিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত সভা।

০৫। ভিশন: তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর মানসম্মত গুনগত শিক্ষা।

০৬। মিশন :

- তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষাদান নিশ্চিতকল্পে শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রশিক্ষন প্রদান
- শিক্ষার্থী বান্ধব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ নিশ্চিতকরন।
- হাইজানিক টয়লেট ও পানীয় জলের ব্যবস্থা।
- ম্যানেজমেন্টকে সক্রিয়করণ।
- অবকাঠামো সম্প্রসারন ও সংস্কার

০৭। সক্ষমতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ও ঝুঁকি (SWOT) ঃ

সক্ষমতা(Strength)	দুর্বলতা (Weakness)
১। অফিসের ঘাটতি জনবল পুরন ২। একটিহাই রেজুলেশন কম্পিউটার পুরণ ৩। অধিকাংশ শিক্ষক বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষন প্রাপ্ত। ৪। সকল বিদ্যালয় স্কাউট, গালস গাইড, রোভার ও বিএনসিসি আওতাভুক্ত। ৫। ৪০% শিক্ষার্থী উপবৃত্তির আওতাভুক্ত। ৬। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত। ৭। বিদ্যালয় গুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষা উপকরণ আছে। ৮। শিক্ষক-শিক্ষিকাগন নিয়মিত বিদ্যালয়ে যান। ৯। পিটি এ কার্যক্রম। ১০। মাদক, সন্ত্রাস, বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং বিরোধী কার্যক্রম সক্রিয়।	১। অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য বসার বেঞ্চ অপ্রতুল। ২। কিছু বিদ্যালয়ে শৌচাগার ব্যবহার উপযোগী নয়। ৩। সহকারি শিক্ষকের অনেক পদ শূন্য। ৪। অধিকাংশ শ্রেণি কক্ষ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মাল্টিমিডিয়া ক্লাস উপযোগী নয়। ৫। ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয় সমূহে সীমানা প্রাচীর নেই। ৬। সকল বিদ্যালয়ে পানীয় জলের সুষ্ঠুব্যবস্থা নাই। ৭। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মাঝে সেবা দানের মনোভাবের অভাব ৮। দুর্বল জনসম্পৃক্ততা। ৯। অভিভাবকদের অসচেতনতা।
সম্ভাবনা (Opportunity)	হুমকি (Threat)
১। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। ২। বিভিন্ন এনজিও দের সম্পুরক শিক্ষা কার্যক্রম রয়েছে এবং নিচ্ছে। ৩। তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষাদান কার্যক্রম গতিশীলকরা । ৪। দুর্বল শিক্ষার্থীদের উন্নয়নে অতিরিক্ত ক্লাস পরিচালনা ও গরীব শিক্ষার্থদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা ।	১। রাজনৈতিক চাপ। ২। ছাত্র শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পাওয়া। ৩। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়

০১। অফিসের নামঃ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়,
০২। অফিস পরিচিতিঃ স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের অধীনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উপজেলা পর্যায়ের একটি অফিস। তার অধীনে একটি ৩১ শয্যার হাসপাতাল রয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগীয় সকল কার্যক্রম এর মাধ্যামে পরিচালিত হয়।

০৩। অফিসের কার্যক্রমঃ–

১) মন্ত্রনালয় ও অধিদপ্তরের নীতিমালা অনুযায়ী জনস্বার্থে বিভাগীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা ।
২) উপজেলায় স্বাস্থ্য সেবা মুলক কাজের মনিটারিং ও বাস্তবায়ন করা ।
৩) শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার কমানোর লক্ষে ইপিআই কাজ জোরদার করা ।
৪) উপজেলায় শিশু ও মাতৃ প্রজনন স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে পঃ পঃ বিভাগকে সহায়তা করা।
৫) পোলিও, হাম ও যক্ষাসহ মোট ০৯টি রোগের টিকা দেওয়া হয়।
৬) উপজেলায় মাঠ কর্মীদের কে স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে ডায়রিয়া রোগের উচ্ছেদ করা হয়।
৭) স্বাস্থ্য বিভাগের সফলতার কারণে এ দেশের গড় আয়ু বৃদ্ধি পায়।
৮) ম্যালেরিয়ার মত ঘাতক রোগ স্বাস্থ্য কর্মীদের দ্বারা নির্মুল করা হয়।
৯) স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাজের সফলতার কারণে এ দেশ থেকে গুটিবসন্ত রোগ নির্মুল করা হয়।
১০) স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বহিঃ বিভাগ, আন্তঃ বিভাগ,ও জরুরী বিভাগের রোগীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা ।
১১) আর্সেনিকের মত ঘাতক রোগের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা ।
১২) যক্ষা ও কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।
১৩) খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল রোধে

০৪। সিটিজেন চার্টার

- বিনামূল্যে মহিলাদের টিটি টিকা প্রদান করা হয়।
- বিনামূল্যে গর্ভবতী মহিলাদের চেক আপ করা হয়।
- স্বাভাবিক প্রসব করানো হয়।
- প্রসব পরবর্তী চেক আপ করা হয়।
- শিশুদের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করা হয়।
- ০১ বছরের নীচের শিশুদের কে বিনামূল্যে - ০৬টি প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হয় ।

- সাধারণ রোগীর সেবা ঃ সাধারণ রোগীদের কে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় এবং বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করা হয়।
- প্রয়োজনে উচ্চতর চিকিৎসা কেন্দ্রে রেফার করা হয়।

বাড়ি বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রদত্ত সেবা সমূহ ঃ

❖ স্বাস্থ্য সহকারীগণ বাড়ি বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে উঠান বৈঠক কওে জনসাধারনকে ইপিআই ,ডায়রিযা, নিউমোনিয়া ও বিভিন্ন রোগ সম্বন্ধে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে থাকেন ।

সিএসবিএ প্রদত্ত সেবা সমূহ ঃ

✓ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দক্ষ কমিউনিটি স্কিলড বার্থ এটেনডেন্টগণ (সিএসবিএ) কর্তৃক বাড়িতে গর্ভবতী মায়েদের নিরাপদ স্বাভাবিক প্রসব করানো হয়।
✓ গর্ভবতীর পরিচর্যা করা হয়।
✓ প্রসব পরবর্তী পরিচর্যা করা হয়।

কমিউনিটিক্লিনিকে সেবা সমূহ

- ❖ কমিউনিটি ক্লিনিকে আগত রোগীদের সিএইচসিপি কর্তৃক প্রতি দিন বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ দেওয়া হয় ।

০৬। ভিশনঃ জনগনের স্বাস্থ্য সেবা ১০০% নিশ্চিত করা

০৭। মিশন ঃ

১। শিশু স্বাস্থ্য সেবা ইপিআই এর ক্ষেত্রে ৯০% উন্নীত হয়েছে এবং তা আরো বৃদ্ধি করা ।
২। ডায়রিয়া রোগ নির্মূল করা ।
৩। যক্ষা রোগ নির্মূল করা ।

০৮। সক্ষমতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ও আশংকা (SOWT):

সক্ষমতা (Strength)	দুর্বলতা (Weakness)
১। স্বাস্থ্য সেবা জনগনের দোড় গোড়ায় পৌছে দেওয়ার জন্য মাঠপর্যায়ে দক্ষ জনশক্তি রয়েছে ২। মাঠ পর্যায়ে অধিকাংশ কর্মী অভিজ্ঞ ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত ৩। কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাভাবিক ডেলীভারী করার ট্রেনিং প্রাপ্ত কর্মী রয়েছে ৪। বিনা মূল্যে ঔষধ ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় ৫। রিপোর্টিং এবং সাপ- াই সিষ্টেম ডিজিটালাইজ করা হয়	১। অফিস ষ্টাফদের বসার জন্য অতিরিক্ত কক্ষের ও আসবাবপত্রের প্রয়োজন ২। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্রের নতুন ভবন নির্মান ৩। কমিউনিটি ক্লিনিকে বিদ্যুতের অভাব
সম্ভাবনা (Opportunity)	**ঝুঁকি (Threat)**
১। স্বাস্থ্য সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে মাঠপর্যায়ে জনশক্তি কার্যক্রম চলমান ২। উর্ধ্বতন কর্মকর্তা গন নিয়মিত মাঠ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন	১। দূর্বল অবকাঠামো ২। কর্মচারীদের পদোন্নতি ও সিলেকশন গ্রেড না পাওয়া

উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়

০১। অফিসের নামঃ উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস
০২। অফিস পরিচিতিঃ
প্রতিটি উপজেলায় একটি করে পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় রয়েছে। এটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের অধীন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতাধীন ও জেলা উপপরিচালক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

০৩। অফিস কার্যক্রমঃ
উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের কার্যক্রম

- মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের নীতিমালা মোতাবেক বিভাগীয় কার্যাবলী বাস্তবায়ন করা।
- উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা।
- উপজেলা মাতৃ-শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা।
- নিয়মিত ও বিশেষ স্থায়ী পদ্ধতির কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।
- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র সমূহের পরিবার পরিকল্পনা, মা - শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য কার্যক্রম ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মীদের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা।
- ইউনিয়ন কর্মীদের দ্বারাই ইউনিট/গ্রাম পর্যায়ে সক্ষম দম্পতি ও শিশু (০-৫বছর) সেবা, পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত সেবা প্রদানের জন্য স্যাটেলাইট ক্লিনিক সংগঠনের ব্যবস্থা করা।
- পরিবার কল্যাণ সহকারীদের বাড়ী পরিদর্শনের মাধ্যমে অস্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি বিতরণসহ উদ্বুদ্ধকরন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিদর্শনকরা।
- পরিবার পরিকল্পনা এবং মা-শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য কার্যক্রমে নিয়োজিত বেসরকারী সংস্থা সমূহের জন্ম নিয়ন্ত্রন কাজে সহযোগিতা, তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন করা।
- সরকারের নিয়মিত সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী (ইপিআই) কার্যক্রমসহ বিশেষ বিশেষ দিনে (এসআইডি) টিকাদান বাস্তবায়নে সহযোগীতা করা।
- স্যাটেলাইট ক্লিনিকসহ সেবা কেন্দ্রে ডিডিএস কিট (ঔষধপত্র) এবং জন্ম নিয়ন্ত্রন সামগ্রীসহ বিভিন্ন উপকরণ সঠিকভাবে বিতরণ করা।

০৫। আওতাধীন অফিস :

ক। মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রঃ
মা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে অত্র উপজেলায় কোন মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নেই।
খ। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ঃ

প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে। এই কেন্দ্রে একজন উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার, একজন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা, একজন আয়া ও একজন নিরাপত্তা প্রহরী জনগনের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে নিয়োজিত। এছাড়া পরিবার পরিকল্পনা সেবা জনগনের দোড়গোড়ায় পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে সম্পূর্ন উপজেলা ২৭ টি ইউনিটে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি ইউনিটে একজন করে পরিবার কল্যাণ সহকারী কাজ করছেন এবং তাঁদের সার্বক্ষণিক সুপারভিশনের জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে একজন করে পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক রয়েছেন।

০৬। সিটিজেন চার্টারঃ
উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, উপজেলা সদর ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে জনসাধারণকে প্রদত্ত সেবাসমূহ:

❖ ***পরিবার পরিকল্পনা সেবাসমূহ ঃ***

- পুরুষ স্থায়ী পদ্ধতি (পদ্ধতি গ্রহীতাকে নগদ দুই হাজার তিনশত টাকা ও একটি লুঙ্গি দেওয়া হয়)।
- মহিলা স্থায়ী পদ্ধতি (পদ্ধতি গ্রহীতাকে নগদ দুই হাজার তিনশত টাকা ও একটি শাড়ী দেওয়া হয়)।

- দীর্ঘ মেয়াদী পদ্ধতি (তিন বছর মেয়াদ) ইমপ্লান্ট (পদ্ধতি গ্রহীতাকে পদ্ধতি গ্রহণকালে নগদ একশত তিয়াত্তর টাকা ও পরবর্তীতে সর্বোচ্চ তিনটি ফলোআপের ক্ষেত্রে প্রতিবার একাশি টাকা প্রদান করা হয়।
- দীর্ঘ মেয়াদী পদ্ধতি (সাত বছর মেয়াদ) আইইউডি (পদ্ধতি গ্রহীতাকে পদ্ধতি গ্রহণকালে নগদ একশত তিয়াত্তর টাকা ও পরবর্তীতে সর্বোচ্চ তিনটি ফলোআপের ক্ষেত্রে প্রতিবার বিরানব্বই টাকা প্রদান করা হয়।
- বিনামূল্যে স্বল্পমেয়াদী পদ্ধতি ইনজেকশন প্রদান করা হয়।
- স্বল্পমেয়াদী পদ্ধতি কনডম প্রদান করা হয় (প্রতি ডজন ১.২০ টাকা হিসাবে)।
- বিনামূল্যে স্বল্পমেয়াদী পদ্ধতি খাবার বড়ি প্রদান করা হয়।

❖ *মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা ঃ*
- বিনামূল্যে গর্ভবতী মহিলাদের চেকআপ করা হয়।
- স্বাভাবিক প্রসব করানো হয়।
- প্রসব পরবর্তী চেকআপ করা হয়।
- শিশুদের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করা হয়।

❖ *সাধারণ রোগীর সেবা ঃ* সাধারণ রোগীদেরকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় এবং সরবরাহ থাকা সাপেক্ষে বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করা হয়।

❖ ***প্রয়োজনে উচ্চতর চিকিৎসা কেন্দ্রে রেফার করা হয়।***

❖ *বাড়ি বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রদত্ত সেবাসমূহ ঃ*
- ✓ পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ বাড়ি বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে সক্ষম দম্পতিগণকে খাবার বড়ি, কনডম ও ইনজেকশন বিতরণ করে থাকেন।
- ✓ শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ বিষয়ক কাউন্সেলিং করা হয়।
- ✓ গর্ভবতীর পরিচর্যা করা হয়।

সিএসবিএ প্রদত্ত সেবাসমূহ ঃ
- ✓ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ কমিউনিটি স্কিলডবার্থ এটেনডেন্টগণ (সিএসবিএ) কর্তৃক বাড়িতে গর্ভবতী মায়েদের নিরাপদ স্বাভাবিক প্রসব করানো হয়।
- ✓ গর্ভবতীর পরিচর্যা করা হয়।
- ✓ প্রসব পরবর্তী পরিচর্যা করা হয়।

০৭। ভিশনঃ দুটি সন্তানের বেশী নয়, একটি হলে ভাল হয়।

০৮। মিশনঃ
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ১৯৭৫ এর ৭.৭% থেকে ২০১০ সালে ৬১.৭% এ উন্নতি হয়েছে এবং তা আরো বৃদ্ধি করা।
- মোট প্রজনন হার বা মহিলা প্রতি গড় সন্তান জন্মদানের হার ১৯৭১ সালে ৬.৩ থেকে ২০১০ সালে ২.৫ এ হ্রাস পেয়েছে। এ অগ্রগতি ধরে রাখা।
- এক বছরের কমবয়সী শিশুমৃত্যুর হার (হাজারে) ১৯৭৫ সালে ১৫০ থেকে ২০০৭ সালে ৫২ তে হ্রাস পেয়েছে। অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা।
- অপূর্ণ চাহিদার হার ১৯৯৩-৯৩ সালের ১৯ শতাংশ থেকে ২০০৭ সালে ১৭.৬ এ হ্রাস পেয়েছে এবং আরো হ্রাস করা।
- মাতৃ মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে) ২০০১ সালে ৩.২ থেকে ২০১০ সালে ১.৯৪ এ হ্রাস পেয়েছে এবং আরো হ্রাস করে ২০২১ সালে ১.৪৩ এ নিয়ে আসা।

০৯। সক্ষমতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ও ঝুঁকি (SWOT) ঃ

সক্ষমতা (Strength)	দুর্বলতা (Weakness)
১। পরিবার পরিকল্পনা সেবা জনগনের দোড়গড়ায় পৌছে দেওয়ার জন্য মাঠ পর্যায়ে দক্ষ জনশক্তি রয়েছে। ২। মাঠ পর্যায়ে অধিকাংশ কর্মী অভিজ্ঞ এবং ট্রেনিং প্রাপ্ত। ৩। বাড়ীতে এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্বাভাবিক ডেলিভারী করার ট্রেনিং প্রাপ্ত কর্মী কয়েছে। ৪। রিপোর্টিং এবং সাপ্লাই সিষ্টেম ডিজিটালাইজ করা হয়েছে। ৫। বিনামূল্যে পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। ৬। স্থায়ী ও দীর্ঘ মেয়াদী সেবা গ্রহীতদের যাতায়াত ও ফলোয়াপ ভাতা দেওয়া হয়।	১। মা ও শিশু বিশেষজ্ঞ মেডিক্যাল অফিসার পদটি দীর্ঘদিন যাবত খালি্ ২। সহকারী পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা না থাকায় মাঠ পর্যায় মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন ব্যাহ হচ্ছে। ৩। অনেক ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র মেরামতের অভাবে ঝুকিপূর্ন হয়ে দাড়িয়েছে। ৪। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র সংলগ্ন আবাসিক ভবনগুলো জরাজীর্ন হয়ে পড়ায় কেন্দ্রে অবস্থান করে ২৪ ঘন্টা স্বাস্থ্য সেবা ব্যাহত হচ্ছে। ৫। মাঠ পর্যায় অনেক পদ শূন্য ৬। সেবাদান কেন্দ্রে পানীয় জলের অভাব ৭। অনেকের মাঝে সেবাদানের মনোভাবের অভাব
সম্ভাবনা (Opportunity)	ঝুঁকি (Threat)
১। সঠিক পরিবার পরিকল্পনা নেওয়ার ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে জনশক্তি নিয়োগ কার্যক্রম চলমান। ২। সবার কাছে পরিবার পরিকল্পনা সেবা পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকারী ও অসরকারী সংস্থা মিলে কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা হচ্ছে। ৩। উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ নিয়মিত মাঠ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।	১। দূর্বল অবকাঠামো। ২। নিয়মিত মাঠ পর্যায়ে সেবাদানে অনীহা। ৩। কর্মচারীদের পদোন্নতি ও সিলেকশন গ্রেড না পাওয়া। ৪। বিভাগীয় কার্যক্রম ছাড়াও অন্যান্য বিভাগের কাজে মাঠ পর্যায়ে কর্মীদের সময় দান।

উপজেলা মৎস্য কার্যালয়

০১। অফিসের নাম : উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, ।
০২। অফিস পরিচিতি:
প্রতিটি উপজেলায় একটি করে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় রয়েছে। এই অফিসটি মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মৎস্য অধিদপ্তরের অধীনে পরিচালিত ও জেলার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।
০৩। অফিসের কার্যক্রম

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়ের উল্লেখযোগ্য কর্মসূচীগুলো হল : পোনা মাছ অবমুক্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন, মৎস্য সপ্তাহ কর্মসূচী বাস্তবায়ন, মৎস্য আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন, ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন, মৎস্য চাষীদের পরামর্শ ও সেবা প্রদান, মৎস্য খামার, আড়ৎ, বরফকল ও খাদ্য কারখানা রেজিস্ট্রেশন, জলমহাল ব্যবস্থাপনা। এ ছাড়াও আধুনিক চাষ উপকরণ সংগ্রহে ও রেণু পোনা সংগ্রহে মৎস্য চাষীদের সহায়তা প্রদান করা হয়। বিভিন্ন বাজার ও আড়ৎ পরিদর্শন, খামার পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান। এ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও সমন্বয় করা, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন ছাড়াও জনকল্যাণে সামাজিক সমস্যা সমাধানে সহায়তা প্রদানসহ সরকারের নির্বাহী আদেশে অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

০৪। সিটিজেন চার্টার

- মৎস্য ও চিংড়ি চাষী এবং উদ্দোক্তাদের উন্নত প্রযুক্তি ভিত্তিক মাছ ও চিংড়ি চাষের পরামর্শ প্রদান।
- মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজ ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা এবং মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন।
- মৎস্য ও চিংড়ি চাষ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের কারিগরী উপযোগিতা যাচাই ও প্রকল্প প্রস্তাব প্রনয়নে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে উদ্দোক্তা ও মৎস্য চাষীকে ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান।
- উন্নত জাতের পোনা মাছ ও চিংড়ি চাষের বিভিন্ন উপাদান উপকরণ সংগ্রহ ও সরবরাহে সহযোগীতা প্রদান।
- উপজেলাধীন মৎস্য সম্পদের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা।
- মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
- মৎস্য মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করার লক্ষ্যে মাছ ও চিংড়ি চাষে অনুমোদন বিহীন দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধে চাষীদের উদ্বুদ্ধ করন ও সংক্রমনের উৎস সনাক্তকরন এবং হ্যাসাপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
- আহরনোত্তর মাছ ও চিংড়ি অবতরন কেন্দ্র/ডিপো পরিদর্শন এবং সেগুলোর পরিষ্কার পরিছন্নতা রক্ষায় উদ্বুদ্ধ করন।
- জনগণকে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে মাছ চাষে উদ্বুদ্ধ করার নিমিত্তে নতুন প্রযুক্তি হাতে কলমে প্রদর্শনের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিলের সাহায্যে প্রদর্শনী মৎস্য খামার স্থাপন।
- মৎস্য ও চিংড়ি চাষ এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিভিন্ন সম্প্রসারণ সামগ্রী চাষী/মৎস্যজীবীদের মধ্যে বিতরন।
- জাটকা নিধন রোধে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনায় সহায়তা করা।

সেবা প্রদান কারী কর্মকর্তা / কর্মচারীর পদবী	*যথাসময়ে সেবা পাওয়া না গেলে যার সাহায্য চাইবেন*	*চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি না হলে বা সময়মত সহায়তা না পাওয়া গেলে যার কাছে অভিযোগ করবেন*
ক্ষেত্র সহকারী	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জলঢাকা লালমনিরহাট	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লালমনিরহাট।

ক্রমিক নং	*সেবাসমূহ*	*সেবা গ্রহনকারী ক্লায়েন্ট*	*সেবা প্রদানের সময়সীমা*
১	মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে জনগণকে পুষ্টি যোগাতে সহায়তা প্রদান।	মৎস্য চাষী/ উদ্দোক্তা	অফিস সময়ে
২	প্রশিক্ষন ও মত বিনিময় সভা আয়োজনের মাধ্যমে সম্প্রসারণ সেবা প্রদান।	মৎস্য চাষী/ উদ্দোক্তা	অফিস সময়ে
৩	অফিসে আগত মৎস্যচাষীদের মৎস্যচাষ বিষয়ক সেবা প্রদান	মৎস্য চাষী/ উদ্দোক্তা	অফিস সময়ে

৪	ব্যাক্তি/ প্রতিষ্ঠানকে মৎস্য ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা করা।	মৎস্য চাষী/ উদ্দোক্তা	অফিস সময়ে
৫	ম্যৎস্যচাষের আধুনিক উপকরণ সংগ্রহে সহায়তা করা।	মৎস্য চাষী/ উদ্দোক্তা	অফিস সময়ে
৬	জনগনকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাছ চাষে উদ্বুদ্ধকরন ও কারিগরী সেবা প্রদান।	মৎস্য চাষী/ উদ্দোক্তা	অফিস সময়ে
৭	দেশীয় প্রজাতির মৎস্য সংরক্ষণে সহায়তাসেবা প্রদান।	মৎস্য চাষী/ উদ্দোক্তা	অফিস সময়ে
৮	মাছ ও চিংড়ি অবতরনকেন্দ্র/ ডিপো পরিদর্শন এবং সেগুলোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	মৎস্যচাষী/ উদ্দোক্তা	অফিস সময়ে
৯	জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় যেকোন সেবা	মৎস্য চাষী/ উদ্দোক্তা	অফিস সময়ে

০৫। ভিশন:
উপজেলার মৎস্য চাহিদা পূরন ও উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশীয় বাজারে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে নিরাপদ মাছ রপ্তানি করা।
০৬। মিশন:

ক) উন্নত প্রযুক্তিতে মাছ চাষের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
খ) বিপুল সংখ্যক মৎস্য চাষীদের মাঝে আধুনিক ও নিরাপদ মৎস্য চাষ প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেওয়া;
গ) উপজেলার সকল আড়ত, মৎস্য খাদ্য উৎপাদক ও বিক্রেতা, হ্যাচারি ও খামার লাইসেন্সের আওতায় আনা;
ঘ) সরকারী ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা এবং বেসরকারী সংগঠন/ উদ্দোক্তাদের মাঝে সমন্বয় সাধন।

০৭। সক্ষমতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ও ঝুঁকি (SWOT):

শক্তি (Strength)	দূর্বলতা(Weakness)
১. অভিজ্ঞ জনবল রয়েছে। ২. একটি সচল মোটর সাইকেল রয়েছে। ৩. পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মৎস্যচাষী রয়েছে। ৪. বিভিন্ন ভালো কোম্পানির পরীক্ষিত মৎস্য খাদ্য সরবরাহ যথেষ্ট।	১. অপ্রতুল জনবল। ২. অফিস কাজে কম্পিউটারের অপ্রতুলতা। ৩. ইউনিয়ন পর্যায়ে কোন অফিস নেই। ৪. সহকারী মৎস্য কর্মকর্তার পদ শূন্য। ৫. অফিস সহাকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর পদ শূন্য। ৬. প্রয়োজনীয় অফিস কক্ষের অভাব। ৭. প্রশিক্ষণ কক্ষের অভাব।
সম্ভাবনা(Opportunity)	**ঝুঁকি (Threat)**
১। প্রচুর পুকুর ও নিচু জমি রয়েছে ২। প্রচুর মৎস্য খামার রয়েছে ৩। অনেক খাল রয়েছে যেখানে মাছের মজুদ বাড়ানো সম্ভব ৪। সাধারন জনগন উন্নত প্রযুক্তি গ্রহনে আগ্রহী ৫। বেশ কয়েকটি বড় বাজার রয়েছে ৬। মাছ রপ্তানি বৃদ্ধি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ	১। মাছের রোগ বিস্তার ৩। জলবায়ু পরিবর্তন (তাপমাত্রার অস্বাভাবিক হ্রাস্ব-বৃদ্ধি) ৪। পানি পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ না থাকা ৫। প্রাকৃতিক দূর্যোগ (খরা, বন্যা ইত্যাদি) ৬। অফিস কাজে কম্পিউটার ও এক্সোসরিজ অপ্রতুল ৭। যানবাহনের অভাব ৮। পানির স্বল্পতা ৯। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ

উপজেলা যুব উন্নয়ন দপ্তর

০১। অফিসের নাম ঃ উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস,
০২। অফিস পরিচিতি ঃ

কর্মক্ষম যুব সমাজ একটা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি। মানব সভ্যতা বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এটি সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, প্রস্তর যুগ হতে আধুনিক সমাজ বির্নিমানে অবদান রয়েছে যুবক ও যুবমহিলাদের অবিস্মরণীয় উদ্ভাবন, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্বে আর নিরলস পরিশ্রম। এই গাঙ্গেয় উপত্যকায় আধুনিক বাংলাদেশের সমাজ বিনির্মাণের পথ-পরিক্রমায়" '৫২এর ভাষা আন্দোলন', '৬৬ এর ৬ দফা আন্দোলন' , '৬৯এর গণ আন্দোলন', সর্বোপরি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে যুব সমাজের ভুমিকাই ছিল মুখ্য। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪,১৭ ও ২০ অনুচ্ছেদগুলোতে যুব শ্রেণীসহ সমগ্র জনগনের কল্যাণ ও উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে যুব উন্নয়নের কাজ শুরু হয় এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও যুব উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্ম-পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়। অতঃপর দেশের যুব সমাজকে যুব শক্তিতে পরিনত করার ব্রত নিয়ে ১৯৭৮ সালে যুব উন্নয়ন মন্ত্রনালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়, পরবর্তীতে যার নামকরণ করা হয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর-যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীণ। অত্র ডামুড্যা উপজেলা কার্যালয় ১৯৯৭-১৯৯৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরু থেকে বিভিন্ন যুব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে।

০৩। অফিসের কার্যক্রম ঃ

বেকার যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধি মুলক প্রশিক্ষণ, আত্নকর্মী বৃদ্ধি, যুব ঋণ প্রদান, যুব সংগঠনকে তালিকা ভূক্তিকরণ, এবং অনুদান প্রধান, বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন, যুবদের সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমুলক বিভিন্ন কার্যক্রম।

০৪। অফিসের জনবল কাঠোমো ঃ

০৫। সিটিজেন চার্টার

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সেবা :

নং	*সেবার বিবরণ*	*প্রাপ্য সুবিধাদি*	*সেবা গ্রহন কারী*	*সেবা প্রাপ্তির শর্ত*	*সেবা প্রদানকারী*	*সেবা প্রদানের সময়সীমা*
০১	প্রশিক্ষণ ঃ প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক, প্রাতিষ্ঠানিকঃ- গবাদিপশু হাঁসমুরগী পালন , প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স (মেয়াদ-০২ মাস ১৫দিন)	প্রশিক্ষনের সুবিধা (আবাসিক) আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ	বেকার যুবক ও যুব মহিলা	১৮-৩৫ বছরের বেকার যুবক ও যুব মহিলা হতে হবে।শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮ম শ্রেণী পাশ । ১০০ টাকা ভর্তি ফি জমা দিতে হবে। নির্ধারিত তারিখে ভর্তি হতে হবে।	উপ-পচিালকের কার্যালয়/যুব প্রশিক্ষনকেন্দ্র/ উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	৭-১০ দিন

০২	মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ কোর্স মেয়াদ ০১ মাস	প্রশিক্ষনের সুবিধা (অনাবাসিক) আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ	ঐ	১৮-৩৫ বছরের বেকার যুবক ও যুব মহিলা হতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮ম শ্রেণী পাশ। ৫০ টাকা ভর্তি ফি জমা দিতেহবে। নির্ধারিত তারিখে ভর্তি হতে হবে।	উপ-পচিালকের কার্যালয়	৭-১০ দিন
০৩	পোশাক তৈরী ও দর্জি বিজ্ঞান (মেয়াদ ০৩ মাস ও ০৬ মাস)	ঐ	ঐ	১৮-৩৫ বছরের বেকার যুবক ও যুব মহিলা হতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮ম শ্রেণী পাশ ও এইচ,এস,সি পাশ। ৫০ টাকা ভর্তি ফি জমা দিতে হবে। নির্ধারিত তারিখে ভর্তি হতে হবে	উপ-পচিালকের কার্যালয়	৭-১০ দিন
০৪	কম্পিউটার বেসিক প্রশিক্ষণ কোর্স (মেয়াদ-০৬মাস)	প্রশিক্ষনের সুবিধা (অনাবাসিক) আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ	ঐ	১৮-৩৫ বছরের বেকার যুবক ও যুব মহিলা হতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ,এস,সি পাশ। ১০০০/- টাকা ভর্তি ফি জমা দিতে হবে। নির্ধারিত তারিখে ভর্তি হতে হবে	উপ-পরিচালকের কার্যালয়	০৭-১০দিন
০৫	কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রশিক্ষণ কোর্স(মেয়াদ-০৬মাস)	প্রশিক্ষনের সুবিধা (অনাবাসিক) আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ	ঐ	১৮-৩৫ বছরের বেকার যুবক ও যুব মহিলা হতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ,এস,সি পাশ। ২০০০/- টাকা ভর্তি ফি জমা দিতেহবে। নির্ধারিত তারিখে ভর্তি হতে হবে	উপ-পরিচালকের কার্যালয়	০৭-১০দিন
০৬	ইলেক্ট্রিক এন্ড হাউজওয়ারিং প্রশিক্ষণ কোর্স (মেয়াদ-০৬মাস)	প্রশিক্ষনের সুবিধা (অনাবাসিক) আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ	ঐ	১৮-৩৫ বছরের বেকার যুবক ও যুব মহিলা হতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ,এস,সি পাশ। ৩০০/- টাকা ভর্তি ফি জমা দিতেহবে।নির্ধারিত তারিখে ভর্তি হতে হবে।	উপ-পরিচালকের কার্যালয়	০৭-১০দিন
০৭	রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং প্রশিক্ষণকোর্স (মেয়াদ ০২ মাস ১৫দিন)	প্রশিক্ষনের সুবিধা (অনবাসিক) আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ	ঐ	১৮-৩৫ বছরের বেকার যুবক ও যুব মহিলা হতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা এস,এস,সি পাশ। ৩০০/- টাকা ভর্তি ফি জমা দিতেহবে। নির্ধারিত তারিখে ভর্তি হতে হবে।	উপ-পরিচালকের কার্যালয়	০৭-১০দিন
ক)	অপ্র্যাতিষ্ঠানিক, (মেয়াদ-১৫ দিন) পশুসম্পদ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	প্রশিক্ষণের সুবিধা আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ	ঐ	১৮-৩৫ বছরের বেকার যুবক ও যুব মহিলা হতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ৫ম শ্রেণী পাশ। স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ পরিচালিত।	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়,	০৭-১০দিন
	২) ব্রয়লার ও ককরেল পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

	৩) বাড়ন্ত মুরগী পালন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৪) ছাগল পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৫) গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৬) পারিবারিক গাভি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৭) পশু পাখির খাদ্য প্রস্তুত ও বাজারজাতকরন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৮) পশু পাখির রোগ ও ইহার প্রতিরোধ প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৯) কবুতর পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	১০) কাঁচা চামড়া সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	মৎস্যচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	১) মৎস্যচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	২) সমন্বিত মৎস্যচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৩) মৌসুমী মৎস্যচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৪) মৎস্য পোণা চাষ (ধানী পোনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৫) মৎস্য হ্যাচারি বিষয়কপ্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৬) প্লাবন ভুমিতে মৎস্যচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৭) গলদা ও বাগদা চিংড়িচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৮) শুটকি তৈরী ও সংরক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
গ)	কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	প্রশিক্ষণের সুবিধা, আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ	বেকার যুবক ও যুব মহিলা	১৮-৩৫ বছরের বেকার যুবক ও যুব মহিলা হতে হবে।শিক্ষাগত যোগ্যতা ৫ম শ্রেণী পাশ । ১০০ টাকা ভর্তি ফি জমা দিতে হবে। নির্ধারিত তারিখে ভর্তি হতে হবে। স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ পরিচালিত হবে।	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	৭-১০ দিন
	১) বসত বাড়িতে সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

	২) নার্সারী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৩) ফুল চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৪) ফলের চাষ লেবু,কলা, পেপে ইত্যাদি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৫) কম্পোষ্ট সার তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৬) গাছের কলম তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৭) ঔষধি গাছের চাষাবাদ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
ঘ)	বস্ত্র বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	১) ব্লক প্রিন্টিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	২) বাটিক প্রিন্টিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৩) পোষাক তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৪) স্ক্রীন প্রিন্টিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৫) স্প্রে প্রিন্টিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৬) মনিপুরি তাঁত বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
ঙ)	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	১) কাগজের ব্যাগ ও ঠোঙ্গা তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	২) বাশ বেতের সামগ্রী তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৩) কাচঁ, মোম বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৪) নকসি কাথা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৫) পাট জাত পন্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৬) চামড়া জাত পন্য তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	৭) চাইনিজ ও কনফেক্সনারী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

০৬। ভিশন ঃ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভিশনঃ

- অনুৎপাদনশীল যুবসমাজকে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল এবং উৎপাদনমুখী শক্তিতে রুপান্তর করা;
- দক্ষতাবৃদ্দিমুলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যুবদের কর্মসংস্থান কিংবা স্ব-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত করা;
- জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে বেকার যুবদের সম্পৃক্ত করা।

০৭। মিশন ঃ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মিশনঃ

- দেশের ৬৪টি জেলা ও ৪৯৫ টি উপজেলা কার্যালয় (১০টি ইউনিট কার্যালয় সহ) এবং ১১১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা ;
- দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে যুব কার্যক্রমকে জোরদার করা;
- যুবদের ক্ষমতায়নের নিমিত্ত উদ্বদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তার মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থান এবং আত্নকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করা সহ তাদেরকে দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি স্তরে সম্পৃক্ত করা;
- বেসরকারী সেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনের মাধ্যমে গোষ্ঠি উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য যুবদের বিভিন্ন গ্রুপে সংগঠিত করা ;
- স্থানীয় পর্যায়ে যুব সংগঠনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং অংশগ্রহন মূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা;
- যুবদের গণশিক্ষা কার্যক্রম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিবেশ উন্নয়ন, সম্পদ সংরক্ষন ইত্যাদি আর্থ-সামাজিক কার্যকলাপে সম্পৃক্তকরণ এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপ রহিতকরন, মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার রোধ, এইচআইবি (এইডস্) এবং এসটিডি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- যুবদের সিদ্ধান্তগ্রহন মুলক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহনে সুযোগ দান।

০৮। সক্ষমতা, দুর্বলতা,সম্ভাবনা ও ঝুঁকি **(SWOT)**

সক্ষমতা (Strength)	দুর্বলতা (Weakness)
১. অফিসে জনবলের ঘাটতি ২. একটি কম্পিউটার সচল ৩. কর্মকর্তার মোটর সাইকেল ০১ টি সচল ৪. কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ৫। বেকার যুবদের প্রশিক্ষন কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পূরণ করা হয় ৬। বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং যুব উন্নয়নের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করা হয় ৭। ঋণ আদায়ের হার ৯৬% ৮। ইম্প্যাক্ট প্রকল্পের আওতায় বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন সন্তোষজনক	১. প্রিন্টার অচল ২. মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ক্রেডিট সুপারভাইজার দের মোটর সাইকেল নাই ৩. অফিসে ষ্টাফদের বসার জন্য অতিরিক্ত কক্ষের ও আসবাবপত্রের অভাব ৪. উপজেলার বেকার যুব ও যুবমহিলাদের সঠিক তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা নাই ৫. উপজেলা পর্যায়ে যুগোপযোগী প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা নাই ৬. যুব সংগঠনের সংপৃক্ততা অত্যন্ত দুর্বল ৭. প্রশিক্ষণার্থী যুবদের জন্য কোন প্রকার প্রশিক্ষণ ভাতার ব্যবস্থা নাই ৮. যুব সংগঠনের অনুকুলে অনুদান প্রত্যন্ত অপ্রতুল ৯. ইম্প্যাক্ট প্রকল্পের আওতায় বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন কারিদের সাবসিডির পরিমাণ অত্যন্ত কম
সম্ভাবনা(Opportunity)	ঝুঁকি (Threat)
১। উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপজেলা যুব উন্নয়ন একাডেমী সম্ভাবনা আছে। ২. উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ নিয়মিত যুব কার্যক্রম পরিদর্শন করেন ৩. প্রশিক্ষণ এবং ঋণ কার্যক্রমে কিছু কিছু এন জি ও এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়েছে।	১. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দীর্ঘদিন পদোন্নতি না হওয়া ২. যুব কার্যক্রমে সরকারী আর্থিক বরাদ্দ অপ্রতুল ৩. সরকারী সেবা কার্যক্রম জনগনের দোরগড়ায় পৌঁচানোর জন্য জনবলের সংকট রয়েছে ।

উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়

০১। অফিসেরনাম ঃ উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়,

০২। অফিস পরিচিতি ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয় ।

০৩। অফিসের কার্যক্রম ঃ

ক। পাঁকা সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
খ। ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
গ। ক্ষুদ্র পানি সম্পদ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ।
ঘ। অন পেভমেন্ট ও অফ-পেভমেন্ট রক্ষণাবেক্ষণ (এলসিএস)।
ঙ। এমএমটি দ্বারা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ।
চ। উপজেলা পরিষদ ভবন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
ছ। উপজেলা পরিষদের আওতায় আবাসিক ভবন সমূহ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
জ। ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
ঝ। বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবননির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
ঞ। মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবননির্মাণ।
ট। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ।
ঠ। হাট-বাজার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ।
ড। RoadInventory ও ম্যাপ প্রস্তুত করণ।
ঢ। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহকে কারিগরী সহায়তা প্রদান।
ণ। উপজেলা পরিষদের আওতায় প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়ন ও কারিগরী সহায়তাপ্রদান।
ত। বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প।
থ। বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) প্রকল্প।
দ। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নপ্রকল্প
ধ। কোষ্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাষ্টাকচার প্রকল্প।

০৪। অফিসের জনবল কাঠামো :

অফিস প্রধানের পদবী ঃ উপজেলা প্রকৌশলী
আওতাধীন অফিস ঃ প্রতি টি ইউনিয়নে উপসহকারী প্রকৌশলীর দপ্তর

০৫। সিটিজেনচার্টার ঃ

১। পাঁকা সড়কনির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
২। ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
৩। ক্ষুদ্র পানিসম্পদ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ।
৪। অন পেভমেন্ট ও অফ-পেভমেন্টরক্ষণাবেক্ষণ (এলসিএস)।
৫। এমএমটি দ্বারা উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ।
৬। উপজেলা পরিষদ ভবননির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
৭। উপজেলা পরিষদের আওতায় আবাসিক ভবনসমূহ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
৮। ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবননির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
৯। বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবননির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
১০। মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবননির্মাণ।
১১। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসিকভবননির্মাণ।
১২। হাটবাজারউন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ।
১৩। Road Inventory ও ম্যাপপ্রস্তুত করণ।
১৪। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহকে কারিগরী সহায়তা প্রদান।
১৫। উপজেলা পরিষদের আওতায় প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়ন ও কারিগরী সহায়তা প্রদান।

০৬। ভিশনঃ টেকশই উন্নয়নের লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করা।

০৭। সক্ষমতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ও ঝুঁকি (SWOT)

শক্তি (Strength)	দুর্বলতা(Weakness)
১। দক্ষ, প্রশিক্ষিত, উদ্দ্যমী ও ত্যাগী কর্মী বাহিনী । ২। অফিসের কম্পিউটার ও পর্যাপ্ত পরিমাণ কারিগরী যন্ত্রপাতি সচল আছে।	১। উন্নয়ন কাজ সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন করতে গেলে বিভিন্ন প্রকার বাধার সৃষ্টি হয়। ২। উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নে যথাসময়ে অর্থ পাওয়া যায় না। ৩। কাজের উপযুক্ত সময়ে পরিষদ কর্তৃক সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। ৪। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যাতায়াতের জন্য গাড়ী, মোটরসাইকেল অপ্রতুলতা। ৫। প্রাকৃতিক কারণ বর্ষা ও জলাবদ্ধতা। ৬। প্রযাপ্ত জনবলের অভাব।
সম্ভাবনা (Opportunity)	**ঝুঁকি (Threat)**
১। তথ্য প্রযুক্তির সহজ লভ্যতা। ২। সরকারী বরাদ্দ উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাওয়া।	১। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ।

উপজেলা প্রাণি সম্পদ দপ্তর

০১। অফিসেরনাম ঃ ***উপজেলা প্রাণি সম্পদ অফিস,***

০২। অফিস পরিচিতি ঃ প্রতিটি উপজেলায় একটি করে উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয় রয়েছে। এই অফিসটি মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মৎস্য অধিদপ্তরের অধীনে পরিচালিত ও জেলার জেলা প্রাণি কর্মকর্তা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

০৩। উপজেলা প্রানিস্পদ দপ্তর কর্তৃক প্রদানকৃত সেবাকার্যক্রমসমূহঃ

- নিয়মিত গবাদি প্রাণি ও হাস-মুরগির বিভিন্ন প্রকার সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ-ব্যধিনির্নয় ও চিকিৎসাপ্রদান।
- গবাদি পশুপাখিকে নিয়মিত টিকা প্রদান।
- অধিক দুধ, মাংস উৎপাদনের লক্ষ্যে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উন্নত জাতের সংকর জাতের বাছুর উৎপাদন।
- কৃষক ও খামারী প্রর্যায়ে আধনিক পদ্ধতিতে গবাদি প্রাণিপালন বিষয়ক প্রশিক্ষন প্রদান।
- নিয়মিত খামার পরিদর্শণ ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ।
- দুর্যোগ কালীন সময়ে বিশেষ সেবা প্রদান কার্যক্রম গ্রহন।
- প্রতি মাসের তৃতীয় রবিবার নিবিড় প্রানিসেবা পরামর্শ দিবস পালন।
- নিয়মিত দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা।

০৫। সক্ষমতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ও ঝুঁকি (SWOT)

<u>সক্ষমতা(Strength)</u>	<u>দুর্বলতা(Weakness)</u>
১) রেজিষ্টার্ড ভেটেরিনারি সার্জন, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ভি,এফ,এ, কম্পাউন্ডার ও এফ,এ,(এ,আই) বিদ্যমান। ২) নিয়মিত গবাদি প্রাণি ও হাস-মুরগির রোগ ব্যধি নির্নয় ও চিকিৎসা প্রদান। ৩) গাভীকে উন্নত জাতের ষাড়ের বীজ দ্বারা কৃত্রিম প্রজনেন কার্যক্রম বিদ্যমান। ৪) গ্রামীন দরিদ্র মহিলা কৃষক ও খামারি পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান। ৫) নিয়মিত অফিস কার্যক্রম পরিচালনা।	১) ঝকিপূর্ন পুরাতন অফিসভবন ও কৃত্রিমপ্রজনন শেড। ২) সীমানাপ্রাচীর আংশিক অসমাপ্ত থাকায় নিরাপত্তা ঝুকি। ৩) সরকারি ঔষধ সরবরাহের ঘাটতি। ৪) খামরিদের আধুনিক পদ্ধতিতে গবাদিপ্রাণি পালন ব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানেরঅভাব। (৬) দক্ষ ও প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব।
<u>সম্ভাবনা (Opportunity)</u>	<u>ঝুঁকি(Threat)</u>
(১) অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধনে উদ্যোগ গ্রহণ। (২) সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে খামারিদের প্রশিক্ষন প্রদান। (৩) কর্মকর্তাদের বিভাগীয় বিশেষায়িত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহন। দক্ষতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মচারিদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণ। (৪) জনবল নিয়োগের উদ্দ্যোগ গ্রহন। (৫) অফিস কর্তৃক উন্নতজাতের ঘাসের বীজ ও কাটিং সরবরাহকরণ। (৬) প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ঠ ঔষধ সরবরাহকরনের ব্যবস্থা গ্রহণ।	(১) উৎপাদিত পণ্যের তুলনায় উৎপদন খরচ বেশি হওয়ায় খামারিরা ক্ষতিগ্রস্ত। (২) দ্রব্যের অষ্থিতশীল বাজারমূল্য। (৩) আধুনিক প্রযুক্তির সহজলভ্য হওয়ারউন্নত সেবা প্রদান ব্যাহত। (৪) অধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার না করায় খামার অলাভজনক। (৫) বিদেশ থেকে প্রানিজাতপন্য (দুধ, মাংস) আমদানি। (৬) দুর্যোককালীন ও বিশেষ মৌসুমে পশুখাদ্যের ঘাটতি। (৭) প্রয়োজনের তুলনায় বরাদ্দ কম।

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়

০১। অফিসের নাম ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়

০২। অফিসের কার্যক্রম ঃ
আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সেবামূলক কার্যক্রমের মধ্যে ভিজিডি, মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান কার্যক্রম, ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম ও বৃত্তিমূলক কার্যক্রম (আপাততঃবন্ধ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে নিবন্ধন প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সমূহকে অনুদান প্রদানে সহায়তা করে। নির্বাচন কমিটি কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব ছাড়া ও জনকল্যাণে সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ের উপরসচেতনতা সৃষ্টি করা হয় ও সমস্যা সমাধানের সহায়তা দানসহ সরকারের নির্বাহী আদেশে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা হয়। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী উপজেলার কোথাও বাল্য বিবাহ সংঘটিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গেলে বাল্য ব্বিাহ বন্ধে তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ।

০৩। সিটিজেন চার্টার

(ক) ভিজিডি কার্যক্রম ঃ ভিজিডি কর্মসূচীর আওতাধীন দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তাসহ প্রশিক্ষণ প্রদান ও আয়বর্ধক কর্মসূচীতে তাদের জড়িতকরন, এই কার্যক্রমের অধীনে ভিজিডি কার্ডধারী মহিলাদেরকে (ক) দুই বছর ধরে খাদ্য ও আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয় (খ) আয়বর্ধক সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষন দেয়া হয় (গ) ভিজিড চক্র শেষে প্রশক্ষণ প্রাপ্ত মহিলাদের ঋণ সুবিধা দেওয়াহয়।

(খ) মাতৃত্বকালীন ভাতা কর্মসূচী ঃ
দরিদ্র মা দের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা কর্মসূচীর অধিক গ্রামের দরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের ৩৫০/- টাকা হারে দুইবছর মেয়াদে মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করা হয় এছাড়া সন্তান প্রসবের পর মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা করা হয়।

(গ) ঋণ কার্যক্রম ঃ ঋণ কার্যক্রমের আওতায় দুঃস্থ অসহায় ও প্রশিক্ষিত নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচীর আওতায় ১০০০ (এক হাজার থেকে) ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা পর্যন্ত সহজ শর্তে প্রদান করা হয়। ঋণ গ্রহীতাদের মূল টাকার সঙ্গে শুধুমাত্র ৫% থেকে ৮% হারে সার্ভিস চার্জ প্রদান করতে হবে।

(ঘ) নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম ঃ মহিলা ও শিশুদের আইনগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে কমিটি স্থানীয় ভাবে নারী ও শিশু নির্যাতনমূলক অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তা প্রদান করে।

(ঙ) স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি নিবন্ধন ঃ উন্নয়ন কর্মসূচীতে এবং মহিলা জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠন সমূহের নিবন্ধন সুপারিশ করা হয়।

(চ) বৃত্তিমূলক প্রশক্ষণ কার্যক্রম ঃ বিভিন্ন ধরনের আয়বর্ধক বৃত্তিমূলক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলদের আত্মকমংস্থানের ব্যবস্থা করা। সেলাই প্রশিক্ষণ দেওয়া।

(ছ) সচেতনতাবৃদ্ধি ও জেন্ডার সমাত মূলক কার্যক্রম ঃ নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার সমতা আনয়নে বিভিন্ন জন্মনিবন্ধনে উদ্বুদ্ধ করন, এইসআইভি (এইডস) প্রতিরোধ সচেতনতা বৃদ্ধিসহ নারীর অধিকার রক্ষায় CEDAW সনদ বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন দিবস পালন করা।

০৪। ভিশন ঃ নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়ন করে সর্বস্তরের নারী পুরুষের সমানাধিকার ও অংশগ্রহণে সুযোগ সৃষ্টিকরা। নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার বাস্তবায়নে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া।

০৫। মিশন ঃ বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ জনগনকে সচেতন করা। নারী ও পুরুষের বৈষম্যতা দূরীকরণ। নারী ও পুরুষের সম অধিকার নিশ্চিতকরণ, নারীদের কারিগরি প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা।

০৬। সক্ষমতা, দুর্বলতা,সম্ভবনা ও ঝুঁকি (SWOT) :

সক্ষমতা (Strength)	দুর্বলতা (Weakness)
১) স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠন বৃদ্ধি করা ২) খাদ্য নিরাপত্তাহীন দরিদ্র মহিলাদের ভিজিডি কর্মসূচীর মাধ্যমে তাহাদেরকে সহায়তা করা। ৩) দরিদ্র মাতার জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা কর্মসূচীর মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করা। ৪) কারিগরি প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।	১) মাঠ পর্যায়ে জনবল নেই। ২) কারিগরি প্রশিক্ষনের অভাব ৩) ইউনিয়ন পর্যায়ে সাংগঠনিক কাঠামো প্রয়োজন ৪) কার্যসম্পাদন ও তদরকীর জন্য যানবাহনের প্রয়োজন। অফিসের জন্য ল্যাপটপ প্রয়োজন।
সম্ভাবনা (Opportunity)	**ঝুঁকি(Threat)**
১) স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতিকে সক্রিয় করন ২) মহিলা উন্নয়নের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ দরকার ৩) কর্মজীবি নারীদের শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার করা। ৪) কর্মজীবি মহিলাদের জন্য মহিলা হোস্টেল করা	১) নারী উন্নয়নে ধর্মীয় অপব্যাখ্যা ২) বাল্য বিবাহবৃদ্ধি ৩) নারী ও শিশু নির্যাতন বৃদ্ধি ৪) যৌন হয়রানী ও ইভটিজিং শিকার।

উপজেলা শিক্ষা কার্যালয়

০১। *অফিসের নাম ঃ* উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়

০২। *অফিস পরিচিতিঃ*
বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয় আছে। এই কার্যালয়টি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন পরিচালিত ও জেলার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

০৩। *অফিসেরকার্যক্রমঃ*
উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়ের প্রধানতম কাজ হচ্ছে উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষার গুনগতমানে রউন্নয়নকরা। উপজেলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যাবতীয় কার্যবিধি এই কার্যালয়ের অধীন পরিচালিত হয়। অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে-

ক. সকল শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ অন্যান্য বিষয়ের তদারকি করা।
খ. প্রাথমিক শিক্ষারমান উন্নয়নের জন্য সকল বিদ্যালয় মনিটরিং করা।
গ. প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ও বছরের তিনটি পরীক্ষা নেয়া।
ঘ. দরিদ্র ছাত্র/ছাত্রীদের উপবৃত্তিপ্রদান উক্ত অফিসের কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম। তাছাড়া অন্যান্য কাজ গুলো হচ্ছে- সকলছাত্র/ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা, শিশু জরিপ, শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ, ঝরেপড়া রোধকরা, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের মধ্যে ডিভাইস প্রদান, আন্তঃপ্রাথমিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবলটুর্ণামেন্ট আয়োজন ও পরিচালনা করা ইত্যাদি।

০৪। অফিস প্রধানের পদবী ঃ উপজেলা শিক্ষা অফিসার

আওতাধীন অফিস ঃ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ

০৫। *সিটিজেন চার্টার*

প্রদেয় সেবার বিবরণ	*সেবার নির্ধারিত মূল্য/বিনামূল্য*	*সেবা প্রদানের নির্ধারিত সময়*	*দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী*
১। তথ্য প্রদান/সরবরাহ	বিনামূল্য	তাৎক্ষণিক/সর্বোচ্চ ০২ কার্যদিবস	উপজেলা শিক্ষা অফিসার
২। বই বিতরণ	বিনামূল্য	২০-৩১ ডিসেম্বর/ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়	সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার
৩। এস,এম,সি ও পিটিএ পূন গঠন	বিনামূল্য	কমিটির মেয়াদ(০৩ বছর) শেষ হওয়ার পূর্বের ০৬ মাসের মধ্যে	সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও প্রধান শিক্ষক
৪। নিয়মিত বেতন-ভাতা প্রদান	বিনামূল্য	প্রতি মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে	উপজেলা শিক্ষা অফিসার সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার উচ্চমান সহকারী -কাম হিসাব রক্ষক অফিস সহকারী
৫। উপ-বৃত্তি প্রদান	বিনামূল্য	বরাদ্দ প্রাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে	উপজেলা শিক্ষা অফিসার সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার ব্যাংক কর্মকর্তা, প্রধান শিক্ষক উচ্চমান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক অফিস সহকারী
৬। টাইম স্কেল প্রদান	বিনামূল্য	০১ মাসের মধ্যে ডিপিসির সুপারিশসহ সংশ্লিষ্ট	উপজেলা শিক্ষা অফিসার সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার

		কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	প্রধান শিক্ষক উচ্চমান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক অফিস সহকারী
৭। পদোন্নতি প্রদান	বিনামূল্য	পদ শুন্য হওয়ার ০৩ মাসের মধ্যে	উপজেলা শিক্ষা অফিসার উচ্চমান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক অফিস সহকারী
৮। দক্ষতা সীমার আবেদন নিষ্পত্তি	বিনামূল্য	আবেদনের ০৭ দিনের মধ্যে অগ্রায়ণ	উপজেলা শিক্ষা অফিসার সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার উচ্চমান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক অফিস সহকারী
৯। শিক্ষকদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন পূরণ	বিনামূল্য	০১-০৭ জানুয়ারি মধ্যে অগ্রায়ণ	উপজেলা শিক্ষা অফিসার সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার
১০। চিকিৎসা/মার্তৃত্ব ছুটির আবেদন নিষ্পত্তি	বিনামূল্য	আবেদনের ০৩ দিনের মধ্যে	উপজেলা শিক্ষা অফিসার সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার উচ্চমান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক অফিস সহকারী
১১। পি. আর. এল- এর আবেদন নিষ্পত্তি	বিনামূল্য	আবেদনের ০৭ দিনের মধ্যে অগ্রায়ণ	উপজেলা শিক্ষা অফিসার সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার উচ্চমান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক অফিস সহকারী
১২। পেনশন প্রদান	বিনামূল্য	আবেদনের ০৭ দিনের মধ্যে অগ্রায়ণ	উপজেলা শিক্ষা অফিসার উচ্চমান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক অফিস সহকারী
১৩। জি.পি. এফ থেকে লোনের আবেদন নিষ্পত্তি	বিনামূল্য	আবেদনের ০৩ দিনের মধ্যে অগ্রায়ণ	উপজেলা শিক্ষা অফিসার সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার উচ্চমান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক অফিস সহকারী
১৪। বিদেশ ভ্রমনের অনুমতি প্রদান	বিনামূল্য	আবেদনের ০২ দিনের মধ্যে অগ্রায়ণ	উপজেলা শিক্ষা অফিসার উচ্চমান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক অফিস সহকারী
১৫। সি.ইন.এড প্রশিক্ষণের জন্য ডেপুটেশন প্রদান	বিনামূল্য	যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশিত সময়ে	উপজেলা শিক্ষা অফিসার উচ্চমান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক
১৬। বি.এড ও এম. এড প্রশিক্ষণের আবেদন নিষ্পত্তি	বিনামূল্য	আবেদনের ০৩ দিনের মধ্যে অগ্রায়ণ	উপজেলা শিক্ষা অফিসার উচ্চমান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক
১৭। বদলীর আবেদন নিষ্পত্তি	বিনামূল্য	আবেদনের ০৭ দিনের মধ্যে অগ্রায়ণ	উপজেলা শিক্ষা অফিসার সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার উচ্চমান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক
১৮। প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার নম্বর ফর্দ, সনদ প্রদান ও সংশোধন	বিনামূল্য	০১-৩১ জানুয়ারি	উপজেলা শিক্ষা অফিসার সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার উচ্চমান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক
১৯। মান সম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে পরিদর্শন/ একাডেমিক সুপারভিশন	বিনামূল্য	প্রতিটি বিদ্যালয় ০২ মাসে কমপক্ষে ০১বার পরিদর্শণ/একাডেমিক	উপজেলা শিক্ষা অফিসার সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার

		সুপারভিশন	
২০। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে অভিভাবক/ মা সমাবেশ	বিনামূল্য	প্রতি ০৩ মাসে ০১টি সভা/সমাবেশ	সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার প্রধান শিক্ষক
২১। বকেয়া বিলের আবেদন নিষ্পত্তি	বিনামূল্য	১০ দিন	উপজেলা শিক্ষা অফিসার উচ্চমান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক অফিস সহকারী
২২। উপবৃত্তির তালিকা প্রণয়ন	বিনামূল্য	ফেব্রুয়ারি-মার্চ	সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি
২৩। ছাত্র অনুপাতে শিক্ষক সমন্বয়	বিনামূল্য	জানুয়ারি- মার্চ	উপজেলা শিক্ষা কমিটি
২৪। লেখাপড়ার গুণগত মানোন্নয়ন/ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মাসিক সমন্বয় সভা	বিনামূল্য	প্রতি মাসের ১২ তারিখ/নির্ধারিত তারিখে	উপজেলা শিক্ষা অফিসার সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার
২৫। সাব ক্লাস্টার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষতার উন্নয়ন	বিনামূল্য	প্রতি ০৩ মাসে একবার	সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক
২৬। বিদ্যালয়ের ভৌত উন্নয়ন(ক্ষুদ্র মেরামত/বড় ধরণের মেরামত/পূণ: নির্মাণ)	বিনামূল্য	সরকার কর্তৃক বরাদ্দ পাওয়ার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে	উপজেলা শিক্ষা অফিসার সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি

০৬। ভিশন ঃ

- স্বাস্থ্যকর পরিবেশে গুণগত মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা।

০৭। মিশন ঃ

- শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি ও এসএমসিকে সক্রিয়করণ;
- উপকরণাদিসহ নিয়মিত শ্রেণিপাঠ ও পরিবীক্ষণ নিশ্চিতকরণ;
- ব্যবহার উপযোগী টয়লেট, নলকূপসহ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ
- ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ এবং
- শতভাগ কমিটির সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।

০৭। সক্ষমতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ও ঝুঁকি (SWOT)ঃ

সক্ষমতা (Strength)ঃ	***দুর্বলতা (Weakness)ঃ***
১.০১টি কম্পিউটার সচল। ২.অধিকাংশ শিক্ষক (৮৭%) সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। ৩. সকল বিদ্যালয় SLIP কার্যক্রমের আওতাভূক্ত। ৪.যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত। ৫.বিদ্যালয় গুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষাপোকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। ৬. শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ নিয়মিত বিদ্যালয়ে যান।	১. বই সংরক্ষণের জন্য কোন গুদাম নেই। ২. অফিসে ষ্টাফদের বসার জন্য অতিরিক্ত কক্ষের ও আসবাব পত্রের অভাব। ৩. উচ্চমান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক এর ০১টি, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর এর ০১টি এবং এ.ইউ.ই.ও এর ০৩টি মোট ০৫টি পদ শূণ্য। ৪. শ্রেণিকক্ষ স্বল্পতা। ৫. অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বসার বেঞ্চ অপ্রতুল। ৬. প্রশিক্ষণবিহীন এবং নিষ্ক্রিয় S.M.C। ৭. অধিকাংশ বিদ্যালয়ের শৌচাগার ব্যবহার উপযোগী

	নয়। ৮. প্রধান ও সহকারী শিক্ষকের অনেক পদ শূন্য। ৯. অধিকাংশ শ্রেণিকক্ষ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের উপযোগী নয়। ১০. ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয় সমুহে সীমানা প্রাচীর নেই। ১১. সকল বিদ্যালয়ে পানিয় জলের সুষ্ঠু ব্যবস্থা নাই। ১২. দূর্বল জনসম্পৃক্ততা।
সম্ভাবনা (Opportunity)ঃ ১. কিছু কিছু বিদ্যালয় বিহীন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য উদ্যোগ আছে। ২. উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ নিয়মিত এখানকার শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। ৩. বিভিন্ন এনজিওদের সম্পূরক শিক্ষা কার্যক্রম রয়েছে এবং নিচ্ছে।	***ঝুঁকি (Threat)ঃ*** ১. রাজনৈতিক চাপ। ২. ০১টি আন রেজিঃ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। ৩. দারিদ্র জন গোষ্ঠির আধিক্য।

উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়

০১। অফিসের নাম ঃ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়।

০২। অফিস পরিচিতি ঃ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রাণাধীন সমাজসেবা অধিদফতরের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের একটি দপ্তর হচ্ছে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, যা জেলা সমাজসেবা কার্যালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় উপজেলা পরিষদের অন্যতম একটি হস্তান্তরিত বিভাগ। এ কার্যালয়ের মাধ্যমে উপজেলাধীন সকল ইউনিয়ন ও পৌরসভায় সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। প্রতি ইউনিয়ন/পৌরসভার দায়িত্বে একজন ইউনিয়ন সমাজকর্মী/পৌর সমাজকর্মী/কারিগরী প্রশিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। ইউনিয়ন পর্যায়ে বর্তমানে কোন কার্যালয় সেট আপ না থাকলেও নবনির্মিত ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনে সমাজসেবা বিভাগের জন্য একটি কক্ষ বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে অফিস সেট আপের বিষয়টি ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাধীন রয়েছে।

০৩। অফিসের কার্যক্রমঃ

সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক বর্তমানে দেশব্যাপী প্রায় ৪৮ (আটচল্লিশ) টি কর্মসূচী পরিচালিত হচ্ছে। তার মধ্যে লালমনিরহাট জেলা সমাজসেবা কার্যালয়াধীন উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, জলঢাকা কর্তৃক নিম্নোক্ত কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে ঃ

(ক) বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম।

(খ) বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রম।

(গ) অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম।

(ঘ) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম।

(ঙ) মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রম।

(চ) দলিত, হরিজন ও বেদে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি এবং ৫০ উর্দ্ধ দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর অসচ্ছল ও অক্ষম ব্যক্তিদের বিশেষ ভাতা কার্যক্রম এবং হিজড়া শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি এবং ৫০ হিজড়া জনগোষ্ঠীর অসচ্ছল ও অক্ষম ব্যক্তিদের বিশেষ ভাতা কার্যক্রম।

(ছ) পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (আর.এস.এস) কার্যক্রম (সুদ মুক্ত ক্ষুদ্রঋণ)।

(জ) পল্লী মাতৃকেন্দ্র (আর.এম.সি) কার্যক্রম (সুদ মুক্ত ক্ষুদ্রঋণ)।

(ঝ) এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুণর্বাসন কার্যক্রম (সুদ মুক্ত ক্ষুদ্রঋণ)।

(ঞ) হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় উপজেলা রোগীকল্যাণ সমিতির মাধ্যমে গরীব, দুঃস্থ ও অসহায় রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান।

(ট) স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা সমূহ নিবন্ধন, নিয়ন্ত্রণ ও বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের মাধ্যমে অনুদান প্রদান।

(ঠ) উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের মাধ্যমে অসহায়, গরীব ও দুঃস্থদের সাহায্য প্রদান।

(ঢ়) শিশু আইন/২০১৩ এর আলোকে প্রবেশন ও আফটার কেয়ার সার্ভিস প্রদান।

(ণ) সরকারি শিশু পরিবারের মাধ্যমে এতিম শিশুদের লালন-পালন।

(ত) সমাজসেবা অধিদফতরের নিবন্ধন প্রাপ্ত বে-সরকারি এতিমখানায় বসবাসরত নিবাসীদের ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রদান।

(থ) ক্যান্সার, কিডনি ও লিভার সিরোসিস রোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান কার্যক্রম।

(দ) প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচির আওতায় প্রতিবন্ধীদের ডাক্তার কর্তৃক চুড়ান্ত সনাক্তকরণ, ডাটাবেইজ প্রনয়ণ ও পরিচয় পত্র প্রদান।

০৪। সিটিজেন চার্টার

সমাজসেবা অধিদফতর থেকে প্রদেয় সেবাসমূহের বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	*কার্যক্রম*	*সেবা*	*সেবা গ্রহীতা*	*সেবা প্রাপ্তির সময়সীমা*	*সেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ*
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম	* পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগণকে সংগঠিত করে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় আনয়নঃ- * সচেতনতা বৃদ্ধি, উদ্বুদ্ধকরণ এবং দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষন প্রদান; * ৫,০০০/- থেকে ৩০,০০০/- পর্যন্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান; * লক্ষ্যভূক্ত ব্যক্তিদের নিজস্ব পুঁজি গঠনের জন্য সঞ্চয় বৃদ্ধি।	নির্বাচিত গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা যিনিঃ-আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদফতরের তালিকাভূক্ত পল্লী সমাজসেবা কার্যাক্রমে কর্মদলের সদস্য/সদস্যা;	নির্ধারিত ফরমে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরন করে আবেদনের পরঃ- ১ম বার ঋণ (বিনিয়োগ) গ্রহনের জন্য আবেদনের পর ১ মাসের মধ্যে; ২য়/৩য় পর্যায়ের ঋণ(পুনঃবিনিয়োগ) গ্রহণের জন্য আবেদনের পর ২০ দিনের মধ্যে।	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়।
২।	পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম	* পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র নারীদের সংগঠিত করে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় আনায়নঃ- * পরিকল্পিত পরিবার তৈরীতে সহায়তা প্রদান; * জাতীয় জনসংখ্যা কার্যক্রম বাস্তবায়ন; সচেতনতা বৃদ্ধি, উদ্বুদ্ধকরণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন; * ৫,০০০ থেকে ৩০,০০০ পর্যন্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান; * লক্ষ্যভূক্ত নারীদের সংগঠিত করে সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে পুঁজি গঠন;	নির্বাচিত গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা যিনি আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদপ্তরের তালিকাভূক্ত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্য।	নির্ধারিত ফরমে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরন করে আবেদনের পরঃ- * ১ম বার ঋণ (বিনিয়োগ) গ্রহনের জন্য আবেদনের পর ১ মাসের মধ্যে; * ২য়/৩য় পর্য্যায়ের ঋণ (পুনঃবিনিয়োগ) গ্রহনের জন্য আবেদনের পর ২০ দিনের মধ্যে।	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়।

৩।	এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনবার্সন কার্যক্রম	৫,০০০ থেকে ২০,০০০ হাজার টাকা ক্ষুদ্র ঋণ।	এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যাদের বাৎসরিক আয় ৬০০০০ টাকার নীচে।	১ম বার ঋণ (বিনিয়োগ) গ্রহণের জন্য আবেদনের পর ১মাসের মধ্যে ২য়/৩য় পর্যায়ের ঋণ (পুনঃবিনিয়োগ) গ্রহণের জন্য আবেদনের পর ২০ দিনের মধ্যে।	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়।
	সামাজিক নিরাপত্তা সেবা				
৪।	বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম	সরকার কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তার জন্য নির্ধারিত হারে বয়স্ক ভাতা প্রদান। বয়স্ক ব্যক্তিদের জনপ্রতি মাসিক ৪০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।	দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও উপজেলার ৬৫ বৎসর বা তদুর্ধ বয়সী হতদরিদ্র পুরুষ এবং ৬২ বছর বা তদুর্দ্ধ মহিলা যার বার্ষিক গড় আয় অনূর্ধ ১০০০০ টাকা।	বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ৩ মাসের মধ্যে নতুন ভাতাভোগী নির্বাচনসহ ভাতা বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহন।	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়।
৫।	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম	সরকার কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তার জন্য নির্ধারিত হারে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান। নির্বাচিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জনপ্রতি মাসিক ৫০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।	৬ বছরের উর্দ্ধে সকল ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যিনি বয়স্কভাতা কিংবা সরকার কর্তৃক অন্যকোন ভাতা পান না; যিনি চাকুরীজীবি কিংবা পেনশন ভোগী নন; প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যাদের বার্ষিক মাথাপিছু পারিবারিক আয় ৩৬০০০ টাকার কম।	বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ৩ মাসের মধ্যে নতুন ভাতাভোগী নির্বাচনসহ ভাতা বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহন।	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়।
৬।	বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা কার্যক্রম	সরকার কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তার জন্য নির্ধারিত হারে বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান। নির্বাচিত বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের জনপ্রতি মাসিক ৪০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।	বয়ঃবৃদ্ধা অসহায় ও দুঃস্থ, বিধবা বা স্বামী পরিত্যাক্তা মহিলা যিনি বয়স্কভাতা কিংবা সরকার কর্তৃক অন্যকোন ভাতা পান না; যিনি চাকুরীজীবি কিংবা পেনশন ভোগী নন; মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয়- ১২০০০ টাকার কম।	বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ৩ মাসের মধ্যে নতুন ভাতাভোগী নির্বাচনসহ ভাতা বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়।
৭।	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ৪টি স্তরে বিভক্ত করে নিম্নরূপ হারে উপবৃত্তি প্রদানঃ প্রাথমিক স্তর (১ম- ৫ম শ্রেণী)	সরকার কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ৫ বছর	বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ৩ মাসের মধ্যে নতুন উপবৃত্তি গ্রহণকারী নির্বাচনসহ উপবৃত্তি বিতরণ	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়।

		ঃ- জনপ্রতি মাসিক ৩০০ টাকা হারে মাধ্যমিক স্তরে (৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণী) ঃ- জনপ্রতি মাসিক ৪৫০ টাকা হারে উচ্চ মাধ্যসিক স্তর (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী) ঃ- জনপ্রতি মাসিক ৬০০ টাকা হারে উচ্চতর স্তর (স্নাতক স্নাতকোত্তর) ঃ- জনপ্রতি মাসিক ১,০০০ টাকা হারে	বয়সের উদ্ধে প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী যাদের বার্ষিক মাথাপিছু পারিবারিক আয় ৩৬০০০ টাকার নীচে।	এবং নিয়মিত ভাবে শিক্ষাকালীন সময়ে;	
৮।	মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা	সরকার কর্তৃক নিধারিত হারে ভাতা প্রদান। প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধাকে মাসিক ৫,০০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে যাঁদের নামে মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্র /মুক্তিযোদ্ধা সাময়িক সনদপত্র ইস্যু করা হয়েছে; মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক স্বাক্ষরিত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল হতে সনদধারী ব্যক্তিগণ; যাঁদের নাম মুক্তিবার্তা চুড়ান্ত তালিকায় (মুক্তিবার্তা লালবই) অন্তর্ভূক্ত আছে; যাঁদের নামে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে, এবং মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে চুড়ান্তভাবে প্রকাশিত ডাটাবেইজে যাঁদের নাম অন্তর্ভূক্ত আছে।	বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ৬ মাসের মধ্যে নতুন ভাতাভোগী নির্বাচনসহ ভাতা বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহন।	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় ও উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়।
৯।	সরকারী শিশু পরিবারের এতিম শিশু	অনূর্ধ ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত এতিম শিশুদের প্রতিপালন পারিবারিক পরিবেশে স্নেহে	৬ থেকে ৯ বছর বয়সী এতিম অর্থাৎ পিতৃহীন বা পিতৃ-মাতৃহীন দরিদ্র	* শিশু পরিবারে ভর্তির জন্য আবেদন পত্র প্রাপ্তির পর আসন খালি থাকা সাপেক্ষে একমাসের মধ্যে ভর্তি	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের মাধ্যমে

	প্রতিপালন ও পূনর্বাসন	ভালবাসা ও আদর যত্নের সাথে এতিম শিশুদের লালন পালন শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষন প্রদান নিবাসীদের শারীরিক,বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবিক উৎকর্ষ সাধন। পুনর্বাসন ও স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।	শিশুকে ভর্তি করার পর ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সেবা প্রদান করা হয়।	প্রক্রিয়া চূড়ান্তকরণ। * শিশুর বয়স ১৮ বছর হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন ধরণের সেবা প্রদান।	উপজেলাধীন প্রকৃত এতিমদের আবেদনসমূহ জেলা সদর ও কিছু কিছু উপজেলায় অবস্থিত ৪৩টি বালক, ৪১টি বালিকা, ১টি মিশ্রসহ সর্বমোট ৮৫টি সরকারী শিশু পরিবারে প্রেরণ করা হয়।
১০।	প্রবেশন ও আফটার কেয়ার কর্মসূচী বাস্তবায়ন	মাননীয় আদালতের নির্দেশে প্রথম ও লঘু অপরাধে দন্ড প্রাপ্ত ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান স্থগিত রেখে প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে পারিবারিক/ সামাজিক পরিবেশে রেখে সংশোধন ও আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা করা।	সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত প্রবেশনার / ব্যক্তি আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু/কিশোর।	* বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময় সীমা/প্রদত্ত আদেশ।	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় ও উপজেলা শিশু কল্যাণ বোর্ডের মাধ্যমে।
১১।	হাসপাতাল সমাজ সেবা কার্যক্রম	হাসপাতালে ভর্তি ও চিকিৎসা প্রাপ্তিতে সহায়তা ও দিক নির্দেশনা প্রদান; দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের ঔষধ, রক্ত, পথ্য, চশমা, ক্রাচ, কৃত্রিম অঙ্গ প্রদানসহ বিভিন্ন চিকিৎসা সামগ্রী সরবরাহ; দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ও চিকিৎসা ব্যয়ে সহায়তা প্রদান।	হাসপাতালে ভর্তিকৃত সমস্যাগ্রস্থ অসহায়, দুঃস্থ ও দরিদ্র রোগী।	* অসহায় ও দরিদ্র রোগী চিহ্নিত হওয়া বা রোগীর আবেদন করার পর তাৎক্ষনিক ভাবে সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের সুপারিশক্রমে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট রোগী কল্যাণ সমিতির মাধ্যমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপে-ক্স,চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর এ ভর্তিকৃত গরীব, দুঃস্থ, অসহায় রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান।

১২।	স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ সংস্থাসমূহ নিবন্ধন ও তত্ত্বাবধান	স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণমূলক সংগঠনের নামকরণের ছাড় পত্র প্রদান। ১৯৬১ সালের স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ সংস্থা সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রন) অধ্যাদেশের ২(চ) ধারায় বর্ণিত সেবামূলক কার্যক্রমে আগ্রহী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/সংগঠন/ বে-সরকারী/এতিমখানা/ ক্লাব নিবন্ধন।	স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রমে আগ্রহী সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, সংস্থা, সমিতি ইত্যাদি।	নিবন্ধন- প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রসহ আবেদন পত্র প্রাপ্তির ২০ কর্মদিবস; নামের ছারপত্র- প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রসহ আবেদন পত্র প্রাপ্তির পর ৭ কর্মদিবস।	নামের ছাড়পত্র, নিবন্ধন, কার্যকরী কমিটি অনুমোদন ইত্যাদি সেবার জন্য প্রাথমিক ভাবে সংশ্লিষ্ট উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার মাধ্যমে জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়।
১৩।	বে-সরকারী এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদান	১৮ বছর বয়স পর্যন্ত এতিম শিশুদের প্রতিপালন ও স্লেহে ভালবাসা ও আদর যত্নের সাথে লালন পালন; আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষন প্রদান; শারিরীক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবিক উৎকর্ষতা সাধন;	বে-সরকারী এতিমখানার ৬ থেকে ৯ বছর বয়সী এতিম অর্থাৎ পিতৃহীন বা পিতৃ-মাতৃহীন দরিদ্র শিশুর শতকরা ৫০ ভাগ শিশু।	বে-সরকারী এতিমখানা কর্তৃক ক্যাপিটেশন গ্রান্ট এর আবেদন প্রাপ্তির ৭ মাস পর।	সংশ্লিষ্ট উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় এর মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক বরাদ্দ প্রদান করা হয়।
১৪।	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের মাধ্যমে নিবন্ধন প্রাপ্ত সমাজকল্যাণ সংস্থা সমূহের অনুদান প্রদানের সহায়তা	সমাজসেবা অধিদফতর হতে ঘোষিত জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান সমূহে অনুদান: বার্ষিক ৫০,০০০ হতে সর্বোচ্চ ২,০০,০০০ টাকা অনুদান। শহর সমাজ সেবা প্রকল্প সমন্বয় পরিষদের সর্বোচ্চ ১,০০,০০০ টাকা অনুদান। রোগী কল্যান সমিতি সমুহের জন্য ৫০,০০০ হতে সর্বোচ্চ ২,০০,০০০ টাকা অনুদান। নিবন্ধন প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সমুহের আয়বর্ধক কর্মসূচীর জন্য অনুদান নিবন্ধন প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সমুহের জন্য ৫০০০ হতে ২০,০০০ টাকা সাধারণ	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদ থেকে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে অনুদান প্রদান করা হয়। বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। দরিদ্র/ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি।	সমাজকল্যাণ পরিষদে প্রতি বছর আগষ্ট মাসে জাতীয় দৈনিক পত্রিকার বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আবেদন করতে হয়।	সমাজ কল্যাণ পরিষদ, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের অধীন একটি সংস্থা। মাঠ পর্যায়ে পরিষদের কার্যক্রম সমাজসেবা অধিদফতরের আওতাধীন উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়।

		অনুদান এবং আয়বর্ধক কর্মসূচীর জন্য সর্বোচ্চ ১,০০,০০০ টাকা অনুদান। প্রতিষ্ঠান/সংগঠন/সংস্থা/দুঃস্থ ব্যক্তিদের বিশেষ বিবেচনায় সর্বোচ্চ ২৫,০০০ টাকা অনুদান			

০৬। ভিশন ঃ সমাজের অনগ্রসর, বঞ্চিত, দরিদ্র ও সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধন, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান এবং ক্ষমতায়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

৭। মিশন ঃ

- ২০২০ সালের মধ্যে দেশের শতকরা ৫০ ভাগ অসহায় ও সমস্যাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান;
- সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে ২০২০ সালের মধ্যে দেশের শতকরা ৫০ ভাগ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও জীবনমাত্রার মান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন;
- এতিম, অবহেলিত, দুঃস্থ ও বিপন্ন শিশুদের অধিকার সুরক্ষা, প্রতিপালন, কল্যাণ, উন্নয়ন ও পুনর্বাসন;
- সামাজিক অপরাধ প্রবণ ব্যক্তিদের সংশোধন, উন্নয়ন ও পুনর্বাসন;
- অসহায়, দুস্থ রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা, প্রতিপালন, কল্যাণ, উন্নয়ন ও পুনর্বাসন;
- স্বেচ্ছাসবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহকে নিবন্ধন প্রদান, তাদের কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান ও তত্ত্বাবধান।
- সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের কল্যাণ, উন্নয়ন ও পুনর্বাসন;
- সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে সহায়তা প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণ,
- পেশাজীবি সমাজকর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান;
- এডিসদগ্ধ মহিলাদের সহায়তা ও উন্নয়ন।

৮। সক্ষমতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ও ঝুঁকি (SWOT) ঃ

সক্ষমতা (Strength)	দুর্বলতা (Weakness)
১. সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক সামাজিক নিরপত্তা কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন ভাতা খাতে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ২. দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীর আওতায় সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ খাতে বরাদ্দ প্রদান। ৩. সমাজকল্যাণমূলক চলমান বিভিন্ন কর্মসূচী। ৪. দুইটি কম্পিউটার, ১টি প্রিন্টার, স্ক্যানার, ইন্টারনেট মডেম রয়েছে। ৫. প্রতিবন্ধীদের ডাটাবেইজ তৈরী হচ্ছে। ৬. সকল ভাতাভোগীদের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ভাতার অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থা। ৭. সকল তালিকা কম্পিউটারে সংরক্ষণ।	১. ক্রমবর্ধমান কর্মসূচীর বিপরীতে পর্যাপ্ত পদ ও জনবল নেই। ২. অফিসের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কক্ষ নেই। ৩. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য সরকারী যানবাহনের ব্যবস্থা নেই। ৪. ফটোকপি মেশিন, ফ্যাক্সসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক যন্ত্রপাতি নেই। ৫. অফিসে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসবাবপত্র নেই। ৬. কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়নে কর্মসূচী ভিত্তিক আনুষঙ্গিক ব্যয়ের বরাদ্দ নেই।

সম্ভাবনা (Opportunity)	ঝুঁকি (Threat)
১. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী, সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণসহ সমাজের দু:স্থ ও অনগ্রসর ব্যক্তিদের কল্যাণে বহুমূখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। ২. প্রতিবন্ধীতা শনাক্তকরণ জরিপের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের সঠিক সংখ্যা নিরুপন ও তথ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী বান্ধব কর্মসূচী গ্রহণের সুযোগ।	১. বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক চাপ। ২. সমাজকল্যাণ খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্ধ না থাকা। ৩. ভাতা বাস্তবায়ন কমিটি গুলোতে জনপ্রতিনিধিদের অতিমাত্রায় সম্পৃক্ততা। ৪. তথ্য প্রযুক্তির জ্ঞান সম্পন্ন কর্মচারীর অভাব।

দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা দপ্তর

০১। অফিসের নাম ঃ উপজেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা দপ্তর ।

০২। অফিস পরিচিতি ঃ প্রতি উপজেলায় একটি করে উপজেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা দপ্তর রয়েছে। এই অফিসটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের অধীনে, জেলা ত্রান ও পুণর্বাসন কর্মকর্তা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। এই অফিসের মাধ্যমে বছরের বিভিন্ন সময়ে বন্যা কবলিত ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী এবং নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করে থাকে। এছাড়াও এই অফিসটি বর্তমান সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে বাস্তবায়নে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

০৩। অফিসের কার্যক্রম ঃ

(ক) মানবিক সহায়তা কর্মসূচি।
(খ) গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা) কর্মসূচি।
(গ) গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (টি,আর) কর্মসুচি।
(ঘ) গ্রামীণ রাস্তা ছোট ছোট সেতু/কালভার্ট নির্মাণ।
(ঙ) অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচি।
(চ) ঝুঁকিহ্রাস কর্মসুচি।
(ছ) ভিজিএফ।
(জ) গ্রামীণ মাটির রাস্তায় এইচ বিবি করণ।
(ঝ) বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।

০৫। সিটিজেন চার্টার

- মানবিক সহায়তা, গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা), গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (টি,আর), গ্রামীন রাস্তায় ছোট ছোট সেতু/কালভার্ট নির্মাণ। অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচির বরাদ্দপত্র, মন্ত্রণালয় থেকে অধিদপ্তরে, অধিদপ্তর হতে জেলায়, জেলা হতে উপজেলা, উপজেলা হতে ইউ,পি চেয়ারম্যান, সদস্য, সদস্যা ও গণ্যমান্য ব্যক্তি মাধ্যমে বাস্তবায়ন।

০৬। ভিশন ঃ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসুচিতে ঝুঁকি হ্রাস সম্পৃক্ত করা, দুর্যোগের নেতিবাচক প্রভাব থেকে দারিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের বিপদাপন্নতা হ্রাস করা, জ্ঞান, গবেষনা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্রের প্রতিটি অংশের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

০৭। মিশন ঃ

(ক) দুর্যোগ ক্ষমতার সাথে মোকাবেলা করা।
(খ) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস করা।
(গ) দুঃস্থ দারিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত লোকদের ত্রাণ সহায়তা করা।
(ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সর্বদা সার্বক্ষনিক সহায়তা করা।

০৮। সক্ষমতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ও আশংকা ঃ

সক্ষমতা (Strength)	দুর্বলতা (Weakness)
(ক) ত্রাণ সামগ্রী পর্যাপ্ত সরবরাহ। (খ) মাঠ পর্যায়ে কাজের সফলতা। (গ) মাঠ পর্যায়ে অভিজ্ঞ ভলান্টিয়ার বিদ্যমান। (ঘ) দুর্যোগ সক্ষমতার সাথে মোকাবেলা করা । (ঙ) নতুন রাস্তা তৈরী এবং পুরাতন রাস্তা মেরামত করে যানচালাচলে সুবিধা করা। (ঘ) এলাকায় মানুষের কষ্ট লাগবের জন্য সেতু/কালভার্ট নির্মান করা। (ঙ) দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা ।	(ক) জনবল কাঠামোর স্বল্পতা । (খ) চাহিদা তুলনায় কম বরাদ্দ পাওয়া। (গ) কার্য সম্পাদন ও তদারকি জন্য যানবাহন অপর্যাপ্ত এবং ত্রান সামগ্রী রাখার জন্য নিজস্ব গুদাম নেই । (ঘ) প্রশিক্ষনের জন্য আধুনিক সরঞ্জামের অভাব যেমন ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও সরঞ্জামাদি।

সম্ভাবনা (Opportunity)	ঝুঁকি (Threat)
(ক) দুর্যোগ থেকে মানুষকে রক্ষা করা । (খ) দরিদ্র মানুষকে দরিদ্রতার থেকে মুক্ত করা। (গ) মানুষকে কর্মসংস্থান মাধ্যমে জীবন যাত্রার মান উন্নত করা।	(ক) পরিবেশগত সংকটাপন্নতার কারনে উন্নয়নের ব্যঘাত । (খ) জলবায়ু পরিবর্তনে জলাবদ্ধতা বণ্যা, ভুমিকম্প, ঘুর্ণিঝড় সৃষ্টি হওয়ার আশংকা।

পলস্নী উন্নয়ন বোর্ড

০১। অফিসের নাম : বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড।

০২। অফিস পরিচিতি: বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি উপজেলা একটি করে উপজেলা পল্লী ভবন রয়েছে। এই অফিস বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এর আওতাধীন উপ-পরিচালকের কার্যালয় (জেলা দপ্তর) এর অধীন পরিচালিত।

০৩। অফিসের কার্যক্রম : সমিতি বা দল গঠনের মাধ্যমে পুঁজি গঠন,পেশাগত প্রশিক্ষন ও ঋণ প্রদান করা ।

০৪। অফিস প্রধানের পদবী : উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার,
আওতাধীন অফিস : উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি, উপজেলা কেন্দ্রীয় বিত্তহীন সমবায় সমিতি, একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্প, সম্বনিত দারিদ্র বিমোচন, পল্লী প্রগতি প্রকল্প, অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্বা প্রকল্প, গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প।

০৫। সিটিজেন চার্টারঃ- গ্রামীণ দারিদ্র জন গোষ্ঠীকে দলভুক্ত করে তাদের নিজস্ব পুজি গঠন।

০৬। ভিশনঃ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতার উন্নয়ন, সচেতনতা বৃদ্ধি, নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি,ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান।

০৭। মিশনঃ দারিদ্র দুরীকরণ ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি।

০৮। সক্ষমতা,দুর্বলতা, সম্ভাবনা ও ঝুকি (SWOT) ঃ

সক্ষমতা (Strength) ঃ উপজেলার বিস্তীর্ন এলাকায় গ্রামীন জনগোষ্টীর কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও নেতৃত্বের বিকাশ।	দুর্বলতা (Weakness) ঃ একাধিক ব্যক্তি,কর্মকর্তা ও সংস্থার হস্তক্ষেপ
সম্ভাবনা (Opportunity) ঃ সঠিক সুযোগ পেলে দারিদ্রের হার ১০% নিয়ে আসা ।	ঝুঁকি(Threat) ঃ রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে ঋণ বিতরন ও ঋণ আদায়ে কঠোর আইন না থাকা ।

উপজেলা সমবায় কার্যালয়

০১। অফিসের নাম : উপজেলা সমবায় কার্যালয়

০২। অফিস পরিচিতি : বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে সমবায় অফিস রয়েছে। এইটি স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় অধিদপ্তরের অধীন জেলা সমবায় অফিসার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

০৩। অফিসের কার্যক্রম

সমবায় অফিসের উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী গুলি হল সমবায় সমিতির নিবন্ধন, অডিট, সমবায় সমিতির নির্বাচন কমিটি গঠন, পরিদর্শন,পরিবিক্ষণ,মনিটরিং তদারকী.পর্যালোচন, তদন্ত, অন্তবর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন, অবসায়ন ও সমবায় সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান। সমবায় সমিতির বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে সহায়তা করা হয়ে থাকে। তাছাড়া অন্যান্য দাপ্তরিক ও সরকারি কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়।

০৫। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতিত (সিটিজেন চার্টার)

ক. সমবায় সমিতি নিবন্ধনকৃত এবং গণতান্ত্রিক শৃঙ্খলায় পরিচালিত একটি অর্থনৈতিক সংগঠন যার সামাজিক সম্পৃক্ততা রয়েছে।

খ. নিবন্ধন বা অনুমোদন ব্যতিত কোন সংগঠন কিংবা সমিতি বা সংঘের নামে সমবায় বা কো-অপারেটিভ শব্দ ব্যবহার করা যায় না এবং কেউ যদি এই আইনটি লংঘন করেণ তবে দায়ী ব্যক্তি অনধিক সাত বৎসরের কারাদন্ডে বা অনধিক দশ লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন।

গ. একটি প্রাথমিক সমবায় সমিতি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে নূনতম ২০(কুড়ি) জন ব্যক্তি সদস্যের প্রয়োজন।

ঘ. কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি অর্থাৎ এমন একটি সমবায় সমিতি, যার সদস্য হবে একইরূপ অন্ততঃ ১০(দশ) টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি।

ঙ. জাতীয় সমবায় সমিতি অর্থাৎ এমন একটি সমবায় সমিতি, যার সদস্য হবে একই উদ্দেশ্য সম্বলিত ১০(দশ) টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি।

চ. সমবায় সমিতি নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত ফরমে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নির্ধারিত ফি, সমিতি প্রস্তাবিত উপ আইনের তিনটি কপি এবং নির্ধারিত অন্যান্য কাগজপত্রসহ সংশ্লিষ্ট নিবন্ধকের নিকট আবেদপত্র দাখিল করতে হবে। সংশ্লিষ্ট নিবন্ধক ৬০ দিনের মধ্যে নিবন্ধন কার্য সম্পাদন করবেন অথবা ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্টদের নিকট প্রয়োজনীয় তথ্য দাখিলের পরামর্শ দিতে পারেন।

ছ. নিবন্ধন সনদঃ পেশকৃত নিবন্ধনের কোন আবেদন মঞ্জুর হলে নিবন্ধক আবেদনকারীর বরাবরে নির্ধারিত ফরমে একটি নিবন্ধন সনদ ইসু করবেন এবং এ সনদ উক্ত সমিতির নিবন্ধনের ব্যাপারে চুড়ান্ত প্রামাণ্য দলিল হিসেবে গণ্য হবে।

জ. প্রত্যেক সমবায় সমিতি একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা যার স্থায়ী ধারাবাহিকতা আছে।

ঝ. সমবায় আইন,বিধি, উপবিধি প্রতিপালন শর্তে সমবায় সমিতি চুড়ান্ত কতৃত্ব তার সাধারণ সভার উপর বর্তাবে।

ঞ. প্রত্যেক সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আইন,বিধি,উপবিধি মোতাবেক গঠিত একটি ব্যবস্থাপনা কমিটির উপর ন্যস্ত থাকবে এবং সভায় সম্পাদনযোগ্য কার্য উক্ত কমিটি সম্পাদন করবে।

ট. সমবায় আইন অনুযায়ী প্রত্যেক সমবায় সমিতিকে কমপক্ষে ৭(সাত)টি রেজিষ্টার হালনাগাদ সংরক্ষণ করতে হবে।

ট. সাধারণ সভার অনুমতি ব্যতিত কোন সমবায় সমিতির স্থাবর সম্পতি এবং যন্ত্রপাতি বা যানবাহনের ন্যায় সম্পত্তি যা সমিতির মূলধনের অংশ তা বিক্রয়, বিনিময় যা ৫(পাঁচ) বৎসরের অতিরিক্ত সময়ের জন্য ইজারা প্রদানের মাধ্যমে গ্রহন করতে হবে। এর ব্যতয় ঘটলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

ঠ. সমিতির হিসাব ও কার্যক্রম নিবন্ধক কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা বাৎসরিক অডিট কার্য সম্পাদন করতে হবে।

ড. সমিতির কার্যক্রমে সংক্ষুব্দ হলে ব্যবস্থপনা কমিটির এক তৃতীয়াংশ সদস্য অথবা সাধারণ সদস্যের ১০% নিবন্ধকের নিকট তদন্তের আবেদন করতে পারেন।

ঢ.সমিতির কার্যক্রম,অবসায়ন অথবা নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে কোন সংক্ষুব্দ ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নিবন্ধক এর নিকট বিধিমোতাবেক সালিশ দাবী করতে পারেন। সালিশের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ৩০দিনের মধ্যে আপিল করতে পারেন।

ণ. সমবায় আইন ভঙ্গকারী কোন ব্যক্তি দশ লক্ষ টাকা জরিমানা বা সাত বৎসরের কারাদন্ডে দন্ডিত হতে পারে।

ত.সমবায় সংক্রান্ত যে কোন তথ্য বা পরামর্শের প্রয়োজন হলে যে কোন সমবায় কার্যালয়ে পরামর্শ করতে পারেন।

০৬। ভিশন : সক্রিয় সমবায়ীদের সহযোগীতায় দক্ষ নেতৃত্বের মাধ্যমে সমবায় সমিতির আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন।

০৭। মিশন :

- সকল সমবায় সমিতিকে “ক” শ্রেণীতে উন্নীত করণ।
- দক্ষ নেতৃত্ব গড়ে তোলা।
- নারী নেতৃত্বের বিকাশ

- পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি

৮। সক্ষমতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ও আশংকা (SOWT):

সক্ষমতা (Strength) ঃ	দুর্বলতা (Weakness) ঃ
১। অফিসে জনবলের ঘাটতি আছে। ২। কম্পিউটার সচল। ৩। অফিস কর্মীদের প্রশিক্ষণ আছে। ৪। সমবায়ীদের উত্তোরত্তর দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।	১। দক্ষ সমবায়ী নেতৃত্বের অভাব। ২। সাধারণ জনসাধারনের সমবায় সম্পর্কে স্যামক জ্ঞান নেই। ৩। সমিতিতে নেতৃত্ব শূন্যতা সৃষ্টি হওয়া। ৪। নারী নেতৃত্বের অভাব। ৫। সমবায়ী নেতৃত্বের প্রশিক্ষণের অভাব।
সম্ভাবনা (Opportunity) ঃ	**ঝুঁকি(Threat) ঃ**
১। কিছু কিছু সমবায় সমিতিতে দক্ষ নেতৃত্ব গড়ে উঠেছে। ২। সমবায় সম্পর্কে সাধারণ জনসাধারনের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে । ৩। আন্তঃ সমবায় সম্পর্ক জোরদার হচ্ছে।	১। দক্ষ সমবায়ী নেতৃত্বের বিদেশ গমনের প্রবনতা ২। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইনগত জটিলতা। ৩। বিকল্প দক্ষ নেতৃত্ব সৃষ্টি না হওয়া। ৪। নারী নেতৃত্বের বিকাশ না ঘটা।

উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীর কার্যালয়

০১। অফিসের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

০২। অফিস পরিচিতি : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরটি স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন উপজেলা পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান, যাহা বাংলাদেশের প্রতি উপজেলায় বিদ্যমান।

০৩। অফিসের কার্যক্রম : উক্ত প্রতিষ্ঠান পল্লী পানি সরবারাহ, পৌর পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নসহ পরিদর্শন, মনিটরিং ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে।

০৫। সিটিজেন চার্টার: নিরাপদ পানি সরবরাহ, এবং স্যানিটেশন কার্যক্রমের যাবতীয় কাজ পরিচালনা।

০৬। ভিশন: সুস্বাস্থ্যের জন্য সু-পেয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পদ্ধতি।

০৭। মিশন: সকল পরিবারের জন্য সু-পেয় পানি সরবরাহ করন ও স্যানিটেশন পদ্ধতিতে জীবন যাপন করনের জন্য পরিবারের সকলকে উদ্ধুদ্ধ করন।

০৮। সক্ষমতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ও ঝুঁকি (SWOT)

সক্ষমতা (Strength)	দুর্বলতা (Weakness)
১। অফিসের জনবলের ঘাটতি আছে। ২। ফিল্ড লেভেলে কাজ করার জন্য ১টি মোটর সাইকেল ও ২টি বাইসাইকেল বিদ্যমান। ৩। মাঠকর্মীগণ প্রশিক্ষিত ও ট্রেনিং প্রাপ্ত।	১। পানির গুনাগুন পরিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মেডিসিনের অভাব। ২। স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পরিবারের প্রধানকে ও স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে স্বাস্থ্য শিক্ষা না দেয়ার কারণে স্যানিটেশন অগ্রগতি ব্যহৃত হচ্ছে। ৩। যানবাহনের জ্বালানী ও মেরামতের অভাব। ৪। কম্পিউটারের আছে।
সম্ভাবনা (Opportunity)	**ঝুঁকি (Threat)**
১। প্রতি ৫০ জনের জন্য ১টি নিরাপদ পানির উৎস স্থাপন। ২। প্রতি পরিবারের জন্য স্যানিটারী পায়খানা নিশ্চিত করন। ৩। বিভিন্ন এনজিও নিয়োজিত থাকার কারনে স্বাস্থ্য শিক্ষায় অনেকটা ভাল।	১। রাজনৈতিক চাপ। ২। এনজিওদের সময়মত সহযোগীতার অভাব।

উপজেলার বন কার্যালয়

০১। অফিসের নামঃ   সহকারী বন সংরক্ষকের কার্যালয়
০২। অফিস পরিচিতিঃ প্রতিটি উপজেলায় একটি করে বন বিভাগের নার্সারী কেন্দ্র রয়েছে। এই অফিসটি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত।

০৩। অফিসের কার্যাক্রমঃ উপজেলা বন বিভাগের ভূমিকা হচ্ছে , উপকূলীয় পর্যায়ে ব্যাপক হারে বৃক্ষ রোপন এবং জনসাধারনের মধ্যে সরকারি রাজস্ব মূল্যে/ বিনা মুল্যে চারা বিতরণ কর্মসূচী। সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে দরিদ্র বিমোচন প্রকল্পের আওতায় অংশিদারিত্ব মূলক বাগান সৃজন এবং পরবর্তীতে উপকারভোগিদের মাঝে লভ্যাংশ বিতরণ। সামাজিক বনায়নের উপর উপকারভোগী / জনসাধারণকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
০৫। সিটিজেন চার্টার

সেবা গ্রহীতা	ক্রমিক নং	সেবার বিবরণ	মন্তব্য
উপকার ভোগী, স্থানীয় জনসাধারণ, গ্রাম্য নেতা ও বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমুহ	০১	দরিদ্র জনগোষ্ঠী উন্নয়নের সরকারের দারিদ্র বিমোচন প্রকল্পের আওতায় ব্যাপক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহন	
	০২	জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপক বনায়ন সৃজন	
	০৩	দারিদ্র বিমোচন ও পরিবেশ উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বিনা মূল্যে চারা বিতরণ ও বৃক্ষরোপন কার্যক্রম গ্রহন ।	
	০৪	জনসাধারণের চারার চাহিদা পুরণার্থে নার্সারীতে চারা উত্তোলন	
	০৫	পরিকল্পিত বাগান সৃজন উপকারভোগী ও গ্রাম লিডারদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান	
	০৬	পরিবেশ উন্নয়নের জন্য সচেতনতা সৃষ্টি করা	
	০৭	বৃক্ষ মেলার আয়োজন করা	

- সেবা প্রদানের সময়সীমা সকাল ০৯টা থেকে ০৫ টা।
- সেবা প্রদানের আইনগত ফি/ব্যয় নাই।
- সেবা প্রদানের সাথে নিম্নবর্নিত কর্মকর্তাগন সংশ্লিষ্ট রয়েছেন।

১. উপজেলা বন কর্মকর্তা
২. বন প্রহরী
৩. বোট ম্যান
৪. বাগান মালী

০৬। ভিশন : দরিদ্র জনসাধারণ ও প্রবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যেচাঁদপুর সদর উপজেলায় ব্যাপক হারে বৃক্ষ রোপণ কর্মসুচী গ্রহন।
০৭। মিশন : পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে ভূমির শতকরা ২৫ পরিমান বনসৃষ্টি।

পরিস্থিতি বিশ্লেষণঃ

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ হচ্ছে উপজেলার 'বাস্তব অবস্থার একটি চিত্রায়ন'। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সন্নিবেষন এমনভাবে করতে হবে যাতে সম্ভাব্য সকল সম্পদ ব্যবহার করে কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে তা সহায়তা করে। পরিস্থিতি বলতে উপজেলায় বসবাসরত মানুষের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করে এমন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণগুলোর সম্মিলিত বিশ্লেষণকে বোঝায়। তথ্য ও উপাত্ত বিশদভাবে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উপজেলার মুখ্য উন্নয়ন সম্ভাবনা, সুযোগ, সীমাবদ্ধতা, চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি প্রধান উন্নয়ন অগ্রাধিকারগুলির শনাক্তকরণও জরুরী। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলোও গুরুত্বপূর্ণ (যেমন, আগের পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা বা বার্ষিক পরিকল্পনা থেকে লব্ধ শিক্ষা)। কোন্ লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে এবং কোন্ লক্ষ্য অর্জন করা যায়নি এবং কেন- সেটা জানতে হবে। কোন্ উন্নয়ন উদ্যোগ কাজ করেছে এবং কোন্ উদ্যেগ কাজ করেনি? কোন্ পন্থা গতিশীল করা প্রয়োজন বা কোন পন্থা বাতিল করা প্রয়োজন? মোদ্দা কথা হলো, বর্তমান করা পরিকল্পনার জন্য অতীতের উন্নয়ন কার্যক্রম থেকে উপজেলা শিক্ষা গ্রহণ করবে।

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলির পরিবর্তে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে কেননা পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা হচ্ছে উন্নয়নের জন্য একটি মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা। উপজেলাকে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে এবং/অথবা উন্নয়নের জন্য খাত চিহ্নিত করতে হয়। অপরদিকে, বার্ষিক পরিকল্পনায় উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুনির্দিষ্ট প্রকল্প/পদক্ষেপ চিহ্নিত করবে।

উপজেলার খাত ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে প্রতিটি খাতের জনকেন্দ্রিক সমস্যা চিহ্নিত করে তার অবস্থান, পরিমান, কারণ, সমস্যা সমাধানে চলমান কার্যাবলীকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং চলমান কার্যাবালি শেষে ৫ বছর পর আর কতটুকু সমস্যা থাকবে তা চিহ্নিত করে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণে সুপারিশ করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদ তার সক্ষমতা অনুযায়ী সুপারিশ থেকে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরন বিষয়ক উপজেলা কমিটি ও টিজিপি পরিস্থিতি বিশ্লেষণে উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতা করেছে।

জলঢাকা উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণে আর্থ-সামাজিক সূচকে তাদের অবস্থানের কারণ অনুসন্ধান করেছে। এক্ষেত্রে দেখা গেছে স্বাস্থ্য খাতে উপজেলার সরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহের অবকাঠামো ও উপকরণের অপ্রতুলতার কারণে আগত রোগীদের মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান সম্ভবপর হচ্ছে না। ইউনিয়ণ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসমূহে প্রতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর সুবিধা অপ্রতুল। জনস্বাস্থ্য খাতে উপজেলার ৫০০০-এর মত দরিদ্র পরিবার নিরাপদ স্যানিটেশন ও খাবার পানি ব্যবহারের আওতায় নেই। শিক্ষা খাতে বিশেষতঃ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কম। অপ্রতুল অবকাঠামো, শিক্ষা গ্রহণে উন্নত পরিবেশ ও উপকরণের সংকট তার অন্যতম কারণ। একই সাথে দরিদ্র ছাত্রীদের শিক্ষা উপকরণ, বাল্যবিয়ে ও বিদ্যালয়ে ছাত্রীবান্ধব স্যানিটেশনের অনুপস্থিতির কারনে বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের উপস্থিতির হার আশানুরূপ নয়। জাতীয় সরকার, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে যোগাযোগ খাতে বড় সড়ক উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ প্রদান করে এবং উপজেলা পরিষদের সীমিত অর্থে বৃহৎ পাকা সড়ক নির্মান কষ্টকর বিধায় উপজেলা পরিষদ ছোট ছোট সংযোগকারি সড়ক, গাইড ওয়াল, কার্লভাট ও ড্রেন নির্মান করা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য খাতের তথ্য পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করেছে।

ছক ২ঃ উপজেলার খাতভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষন

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ তাদের কৌশল নির্ধারণ করবে এবং প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব এবং সম্পদের প্রাপ্যতা বিবেচনায় বার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থায়নের জন্য প্রকল্পের তালিক নির্ধারণ করবে। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের সময় এনবিডিসমূহের বার্ষিক পরিকল্পনা বিবেচনায় রাখতে হবে।

খাত	সমস্যাসমূহের বিবরণ				পরিকল্পিত কার্যাবলী	১ বছর পর পরিস্থিতির বিবরন	সুযোগ ও ঝুকি
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমান/ বিস্তৃতি	কারণ			
স্বাস্থ্য	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ আগত রোগীগণ মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	১৬,১১২ জন রোগী	১। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। ২। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পর্যাপ্ত সংখ্যক আসবাবপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, সিসি ক্যামেরা, পরিচ্ছন্নতা কর্মী নাই। ৩। মাঠ পর্যায় থেকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কোন সুব্যবস্থা নেই। ৫। ডাইনিং রুম না থাকায় রোগী ও তার স্বজনেরা ওয়ার্ডেই খাবার খায় ও পরিবেশ নষ্ট করে। ৬। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেও বাইরে কোন টয়লেট নাই। ৭। হাসপাতালে আগত রোগী ও তাদের স্বজনদের সময় কাটানোর কোন ব্যবস্থা নেই।	কার্যক্রম নেই	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ আগত ১৭ হাজার রোগী স্বাস্থ্য সেবা হতে বঞ্চিত হবে	১। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একটি জেনারেটর প্রদান করা যেতে পারে। ২। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসবাবপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, বেড, নেবুলাইজার মেশিন, গ্লুকোমিটার, বিপি মেশিন, ৩টি রুমের যন্ত্রপাতি প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ৩। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একটি এ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা যেতে পারে এবং বিদ্যমান এ্যাম্বুলেন্সটি রিপেয়ার করা যেতে পারে। ৪। হাসপাতালের বাহিরে একটি টয়লেট স্থাপন করা যেতে পারে। ৫। হাসপাতালে ডাইনিং রুমের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ৬। জমি প্রাপ্তি সাপেক্ষে ইপিআই শেড নির্মান করা যেতে পারে।
প্রাথমিক শিক্ষা	১২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে জরাজীর্ণ অবকাঠামো	১২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আনুমানিক ২৫০০০ জন শিক্ষার্থী ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে	সদ্য জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়গুলি কাঁচা ঘর পরিচালিত হচ্ছে, যা ঝুঁকিপূর্ণ।	১২ বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য এডিপি হতে সহায়াত কামন করছি।	৪২০ জন শিক্ষার্থী ঝুঁকি মুক্ত হবে।	শিক্ষার্থীদের মান সম্মত পাঠ গ্রহণে সহায়থা করবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা	নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি (বিজ্ঞান, ইংরেজী ও গনিত) বিষয়ে ধারনা কম	অত্র উপজেলার ৪৩ টি বিদ্যালয়, ১৯ টি মাদ্রাসা ও ৮ টি কলেজ	২৪০ জন শিক্ষক ও ৭১ জন কর্মচারী	১। ইংরেজী, গনিত বিজ্ঞান এবং আইসিটির বিষয়ে শিক্ষকগণ পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ পান না বিধায় তাদের দক্ষতার অভাব রয়েছে। ২। কর্মচারীরা নথি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কোন প্রশিক্ষণ পান না।	কার্যক্রম নেই।	২৪০ জন শিক্ষক আধুনিক শিকা পদ্ধতি ও ৭১ জন কর্মচারীর নথি ব্যবস্থাপনা ও আইসিটির উপর ধারনা কম।	১। উপজেলা পরিষদ ২৪০ জন শিক্ষকের ইংরেজী, গনিত বিজ্ঞান এবং আইসিটির বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২। ৭১ জন কর্মচারীর নথি ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
প্রাথমিক শিক্ষা	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে মানসম্মত, আধুনিক ও আনন্দায়ক পরিবেশেষে শিক্ষা গ্রহণ ব্যহত হচ্ছে।	অত্র উপজেলার ১২৭টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৬৫৪২ জন শিক্ষার্থী	১। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে জরাজীর্ন অবস্থা ও পর্যাপ্ত পরিমানে শ্রেনীকক্ষ, আসবাবপত্র, স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট, খেলাধুলার সরঞ্জামাদি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণের অভাব। ২। পর্যাপ্ত পরিমানে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক ও ডিজিটাল কনটেন্টর মাধ্যমে পাঠদান উপযোগী শ্রেণীকক্ষের সংকট। ৩। উপজেলার ২৪ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। ৪। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনার বিষয়ে পর্যাপ্ত ধারণা নেই।	১। পিইডিপি-৪ এর আওতায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ২১ টি বিদ্যালয়ে ভবন নির্মাণ কাজ চলছে এবং ১১ বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ সম্প্রসারন অনুমোদিত হয়েছে। ২। পিইডিপি-৪ এর আওতায় বিদ্যালয় ভবন মেরামতের জন্য ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিদ্যালয় প্রতি ২ লক্ষ টাকা করে ৬০ টি বিদ্যালয় মেরামতের চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে। ৩। স্লিপ-এর মাধ্যমে পাঠদান উন্নয়নে ১৬৬ টি বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে ৫০-৭০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।	৩৬৫৪২ জন শিক্ষার্থী	১। ১৬৬ বিদ্যালয়ে ডিজিটাল কনন্টেট-এ পাঠদান উপযোগী শ্রেণীকক্ষ সজ্জিতকরণ ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম তৈরী করা যেতে পারে। ২। ৮৩১ জন শিক্ষককে ডিজিটাল কনন্টেট-এর বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। ৩। ১৫০ টি বিদ্যালয়ে খেলাধুরার সামগ্রী (দোলনা, স্লিপার, ব্যালেন্সার ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে। ৪। ১১০ টি বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র (বেঞ্চ, আলমারী, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে। ৫। ১৬৬ টি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ (ব্যাগ, জ্যামিতি বক্স, রং পেন্সিল, পানির পট, স্কেল, ছাতা, বিদ্যালয়ের ইউনিফর্ম ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে। ৬। ১০ টি বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপন করা যেতে পারে। ৭। ৯০ টি বিদ্যালয়ে ভবন মেরামত করা যেতে পারে। ৮। ৩০ টি দুর্বল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের

					৪। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১০ টি বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সামগ্রী প্রদানের চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে। ৫। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিদ্যুৎ নেই এমন ১৮ টি বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপনের চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে। ৬। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে রাজস্ব খাতের মাধ্যমে ১.৫ লক্ষ টাকা করে ১৯ টি বিদ্যালয় মেরামত করা হয়েছে। ৭। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পিইডিপি-৪ এর আওতায় ৪০,০০০ টাকা করে ৯৯ টি বিদ্যালয় মেরামত করা হয়েছে। ৮। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১০,০০০ টাকা করে ৩৮ টি বিদ্যালয়ের ৭২ টি ওয়াশ ব্লক রুটিন মেইনটেনেন্স করা হয়।		ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।
স্বাস্থ্য	উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকে আগত	৩ টি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ৩৫	২,০৩,৪১৭ জন রোগী	১। ৩ টি উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ৩৫ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা নেই।	কার্যক্রম নেই	৩ টি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ৩৫ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে	১। ৩ টি উপ-স্বাস্থ্য ও ৫ ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সোলার প্যানেল স্থাপন করা যেতে পারে। ২। ৩টি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৩৫ টি কমিউনিট

	রোগীগণ মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছে।	কমিউনিটি ক্লিনিক		২। ৩টি উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ৩৫ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে পর্যাপ্ত সংখ্যক আসবাবপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, সিসি ক্যামেরা নাই। ৩। মাঠ পর্যায় থেকে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকে আসার জন্য পরিবহন নেই। ৪। কমিউনিটি ক্লিনিকের বাউন্ডারী না থাকায় নিরাপত্তার অভাব রয়েছে।		আগত ৬৭ হাজার রোগী স্বাস্থ্য সেবা হতে বঞ্চিত হবে।	ক্লিনিকে আসবাবপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, বেড, নেবুলাইজার মেশিন, গ্লুকোমিটার, বিপি মেশিন, যন্ত্রপাতি প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ৩। ৩৫টি কমিউনিটি ক্লিনিকের বাউন্ডারীওয়াল নির্মান করা যেতে পারে। ৪। মাঠ পর্যায় থেকে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকে আসার জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
পরিবার পরিকল্পনা	উপজেলার গর্ভবর্তী মায়েরা ও নবজাতকসমূহ মৃত্যু ঝুঁকির মধ্যে আছে।	জলঢাকা উপজেলাধীন ১১ টি ইউনিয়নের ৯৯ ওয়ার্ডে।	জলঢাকা উপজেলার ৫২৭২৩ জন সক্ষম দম্পতি (রির্পোট এমআইএস , ১৯ অনুযায়) এর মধ্যে মোট ২১৪৫ জন গর্ভবর্তী।	১। বাড়ীতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অপ্রশিক্ষিত ধাত্রী/নার্সদ্বারা বাচ্চা প্রসব করা। ২। উপজেলার গর্ভবর্তী মায়েদের গর্ভকালীন স্বাস্থ্যশিক্ষা ও প্রতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারীর সুফলের ব্যাপারে অবগত নন। ৩। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্রসমূহে যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির অভাবে নরমাল ডেলিভারী চালু নেই। ৪। পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রশিক্ষিত ধাত্রী/দাই নার্সের অভাব।	১। উপজেলা পরিবার পারিকল্পনা দপ্তর ইউনিয়ন পর্যায়ে ৫টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিব্যার পরিকল্পনা কেন্দ্র ও ৮০ জন স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে গর্ভবতীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। ২।	আনুমানিক ১০,৭৭০ জন গর্ভবতী মা।	১। গর্ভবতী মা ও তার পরিবারকে প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারীল সুবিধা ও গর্ভবতীর জটিলতা সর্ম্পকে অবহিত করতে ইউনিয়ন পর্যায়ে আগামী পাঁচ বছরে ৮০ টি অবহিতকরন ক্যাম্পইন/ উঠান বৈঠক/ পরিবার সমাবেশ পরিচালনা করা যেতে পারে। ২। ১১ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রসমূহ ও উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের অপারেশন থিয়েটার রুমের মানসম্মত প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতি প্রদান করা যেতে পারে। ৩। ৭২ জন সিএসবি/দাই নার্সকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহে প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী প্রদান বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।
পরিবার পরিকল্পনা	উপজেলর দরিদ্র ও প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসরত পরিবারসমূহ স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।	জলঢাকা উপজেলা ১১ ইউনিয়ন	প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসরত ২১,১৮৯ টি পরিবার দরিদ্র পরিবার	১। উপজেলায় তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক কোন প্রোগ্রাম চালু না থাকায় স্বাস্থ্যশিক্ষার ব্যাপারে সঠিক ও যথেষ্ট পরিমানে জ্ঞান নেই। ২। শিক্ষার অভাবে ও ধর্মীয় কুসংস্কারের কারনে জনগনের মাঝে স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক সঠিক জ্ঞান নেই।	উক্ত উপজেলায় বিভিন্ন ওয়ার্ডে মাসে ৫৮ টি স্যাটেলাইট সম্পাদিত হয় কিন্তু প্রশিক্ষক ও অর্থাভাবে স্বাস্থ্যশিক্ষা কর্মসূচী চালু করা যায় নাই।	প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসরত ২১,১৮৯ টি দরিদ্র পরিবার।	১। ৫৮ টি স্যাটেলাইট স্বাস্থ্য প্রোগ্রাম চালু করতে ৫০ জন দক্ষ প্রশিক্ষক তৈরী করা যেতে পারে। ২। প্রতিটি স্যাটেলাইটে মাসে একবার একজন দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা দরিদ্র পরিবারের নারী/ গৃহিণীদের ২০/৩০ জনের ব্যাচ ভিত্তিক স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রোগ্রাম/ ক্যাম্পেইন চালু করা যেতে পারে। ৩। প্রতিটি স্যাটেলাইট পরিচালনার জন্য

							মৌলিক যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি, ওষুধ ও নাস্তা প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
জনস্বাস্থ্য	উপজেলার দরিদ্র পরিবারসমূহ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীরা পানিবাহিত রোগের ঝুঁকির মধ্যে আছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	অত্র উপজেলায় প্রায় ৫৩১২ টি পরিবার ল্যাট্রিনবিহীন ও ২৯৫৪ টি পরিবার নলকূপবিহীন।	১। আর্থিক সংকটের কারনে দরিদ্র পরিবারসমূহ স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন করতে পারছে না। ২। দরিদ্র পরিবারসমূহ আর্থিক সংকটের কারনে নলকূপ স্থাপন করতে পারছে না। ৩। পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ে সচেতনার অভাবে দরিদ্র পরিবারসমূহ ল্যাট্রিন ব্যবহার করে না।	১। জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্পের আওতায় প্রতি বছর অনির্দিষ্ট সংখ্যক ল্যাট্রিন প্রদান করা হচ্ছে। ২। পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প ও অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীন পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় প্রতিবছর অনির্দিষ্ট সংখ্যক নলকূপ প্রদান করা হয়। ৩। এচঝ/ঘঘএচঝ-১ প্রকল্পের আওতায় ২২ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওয়াশ ব্লকের নির্মান কাজ চলমান আছে এবং ১৬ টি বিদ্যালয়ে নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নির্মাণের পরিকল্পনা আছে।	৫৩১২ টি পরিবার ল্যাট্রিনবিহীন থাকবে। নলকূপবিহীন ২৯৬৪ টি পরিবার বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার হতে বঞ্চিত হবে। ৪২ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১৯ টি মাদ্রাসায় ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহার উপযোগী ওয়াশ ব্লক থাকবে না।	১। উপজেলায় ৫৩১২ টি ল্যাট্রিনবিহীন দরিদ্র পরিবারগুলোর মাঝে ল্যাট্রিন স্থাপন করে দেয়া/ল্যাট্রিন স্থাপন করতে সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে। ২। নলকূপবিহীন ২৯৫৪ পরিবারের মাঝে নলকূপ স্থাপন করা যেতে পারে। ৩। ৪২ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১৯ টি মাদ্রাসায় ওয়াশ ব্লক নির্মান করা যেতে পারে।
মাধ্যমিক শিক্ষা	উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার আশানুরূপ নয়।	সমগ্র উপজেলার ৪৩ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৯ টি মাদ্রাসা	২০০০০ ছাত্র-ছাত্রী	১। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশের অভাব রয়েছে। ২। বিদ্যালয়সমূহে জরাজীর্ণ দুর্বল অবকাঠামো, শ্রেণীকক্ষ সংকট। ৩। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য	মাধ্যমিক শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে ৬ টি বিদ্যালয়ে ৪ তলা ভবন নির্মাণের কাজ চলমান আছে।	৩৭ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১৯ টি মাদ্রাসার দুর্বল অবকাঠামো, শ্রেণীকক্ষ সংকট, স্যানিটেশন	১। ৩৭ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, ১৯ টি মাদ্রাসার ও ৫ টি কলেজে অবকাঠামো উন্নয়ন ও শ্রেণীকক্ষ নির্মান করা যেতে পারে। ২। ৪০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১০ টি মাদ্রাসা ও ৫ টি কলেজে বেঞ্চ, আলমারি, চেয়ার টেবিল, কম্পিউটার, পানির ফিল্টার ইত্যাদি

				স্বাস্থ্যসম্মত পৃথক স্যানিটেশনের ব্যবস্থা নাই। ৪। বিদ্যালয়সমূহে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির অভাব। ৫। দরিদ্র ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণের অভাব। ৬। মাধ্যমিক পর্যায়ের মেয়ে শিক্ষার্থীদের বাল্য বিবাহ।		সমস্যা, আসবাবপত্র, মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সংকট থাকবে।	প্রদান করা যেতে পারে। ৩। ২০ টি বিদ্যালয় ও ১৫ টি মাদ্রাসাতে ওয়াশ ব্লক নির্মান করা যেতে পারে। ৪। ২০০০ শিক্ষার্থীর মাঝে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা যেতে পারে। ৫। মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন বিরোধী ৪০ টি ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা যেতে পারে।
কৃষি	উপজেলার কৃষকরা কৃষি উৎপাদন হতে আর্থিকভাবে কম লাভবান হচ্ছেন	জলঢাকা উপজেলার ১১ টি ইউনিয়ন	৪৭,০০০৭ টি কৃষি পরিবার	১। আধনিক কৃষি প্রযুক্তি, মাটির স্বাস্থ্য, সুষম সারের ব্যবহার বিষয়ে কৃষকদের জ্ঞান ও ধারনা কম থাকা। ২। আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি (পাওয়ার টিলার, ট্রান্সপ্ল্যান্টার, রিপার, ফুট পাম্প, ফিতা পাইপ ইত্যাদি) ক্রয়ে কৃষকের মূলধনের অভাব। ৩। পাকা সেচ নালা না থাকার দরুন সেচের ৩০% পানি অপচয় হচ্ছে এবং বিদ্যুৎ ও ডিজেল খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে।	১। আধুনিক কলাকৌশল এর মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন প্রকল্প-এর মাধ্যমে প্রকল্পভূক্ত এলাকায় ১২৫ টি দলো মোট ১৮৭৫ জন কৃষক আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্লক (ঈড়সঢ়ধপঃ) আকারে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২। কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন প্রকল্প-এর মাধ্যমে প্রকল্পভূক্ত এলাকায় ৮ টি দলে মোট ৩২ জন কৃষক	৩৪,৯৪৭ জন কৃষক পরিবার প্রশিক্ষণ পাবে না	১। ৪০০ টি কৃষক পরিবারকে জৈব সার উৎপাদনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২। উপজেলার বিভিন্ন কৃষক দলের মাঝে আধুনিক কৃষি উপকরণ(পাওয়ার টিলার, ট্রান্সপ্ল্যান্টার, রিপার, ফুট পাম্প, ফিতা পাইপ ইত্যাদি) প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ৩। ১০০০ মিটার সেচ নালা পাকা করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

					আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্লক (ঈড়সঢ়ধপঃ) আকারে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ৩। সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প-এর মাধ্যমে প্রকল্পভূক্ত এলাকায় ৮ টি দলে মোট ৫০৫ জন কৃষকে বহুবিধ শস্য প্রবর্তন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ৪। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারন ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা নিরুপন বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদান করা হবে। ৫। খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি (২য় পর্যায়) প্রকল্প বরাদ্দমাফিক অগ্রাধিকার তালিকাভূক্ত		

					কৃষকদের ৫০% উন্নয়ন সহায়তায় আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি (পাওয়ার টিলার, ট্রান্সপ্ল্যান্টার, রিপার, ফুট পাম্প, ফিতা পাইপ ইত্যাদি) বিতরন করা হবে। ৬। রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১০০ মিটার সেচ নালা পাকা করা হবে।		
প্রাণিসম্পদ	উপজেলার গবাদী পশুপাখি পালনকারি পরিবারগণ আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন	উপজেলা সকল ইউনিয়ন তবে------------ ইউনিয়নে গবাদী পশুর রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে।	৬০ হাজার পরিবারের ২ লক্ষ ২০ হাজার গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া, ৭০ হাজার পরিবারের ৪ লক্ষাধিক দেশী মুরগী, কবুতর ও হাঁস।	১। গবাদি পশুপাখিকে পর্যাপ্ত পরিমানে সঠিক সময়ে কৃমিনাশক ও টিকা প্রদান না করার কারণে প্রতি বছর প্রচুর সংক্যক গবাদি পশুপাখি বিভিন্ন রোগজনিত কারনে বিশেষতঃ গরু ও মহিষের ক্ষুরা রোগ ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর রোগ ও দেশী মুরগী রানীক্ষেত রোগে মারা যায়। ২। গবাদি পশুর কৃমিনাশক প্রয়োগ, ভ্যাক্সিনেশন ও পালন পদ্ধতি বিষয়ে পশুপাখি পালনকারিদের ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাব।	উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর হতে ২ লক্ষ ২০ হাজার গবাদিপশুর জন্য বার্ষিক ৭ লক্ষ ডোজ টিকার চাহিদার বিপরীতে প্রতি বছর মাত্র ৬০ হাজার ডোজ করে টিকা প্রদান করা হচ্ছে। ৪ লক্ষাধিক দেশি হাঁস, মুরগী, কবুতরের রানীক্ষেত রোগের জন্য বছরে ২৪ লক্ষ ডোজ চাহিদার বিপরীতে প্রতি বছর ৩ লক্ষ ডোজ প্রদান করা হচ্ছে।	২ লক্ষ ২০ হাজার গবাদিপশুর জন্য ৫ বছরে ৩২ লক্ষ ডোজ টিকার প্রয়োজন হবে। ৪ লক্ষাধিক দেশি মুরগী, হাঁস ও কবুতরের রাণীক্ষেত রোগের জন্য ৫ বছরে ১ কোটি ৫ লক্ষ ডোজ টিকার প্রয়োজন।	১। উপজেলা পরিষদ ৯০ হাজার ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর রোগের প্রতিষোধক ও প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান করা যেতে পারে। ২। ২ লক্ষ ২০ হাজার গরু, ছাগল ও ভেড়ার কৃমিনাশক, ১ লক্ষ ৩০ হাজার গরু ও মহিষের ক্ষরা রোগের প্রতিষেধক ও প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান করা যেতে পারে। ৩। ৪ লক্ষাধিক দেশী মুরগী, হাঁস ও কবুতরের টিকা প্রদানের জন্য ৯৯ জন (প্রতি ওয়ার্ডে ১ জন) টিকা কর্মীর প্রশিক্ষণ ও প্রতিষেধক সরবরাহের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
মৎস্য	গ্রীষ্মকালে মৎস্য চাষিরা মাছ উৎপাদন করতে পারছে না	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	৩৫৬০ জন মৎস্য চাষী	১। পুকুরগুলো যথেষ্ট পরিমানে গভীর না হওয়াতে গ্রীষ্মকালে উপজেলার অধিকাংশ পুকুর শুকিয়ে যায় এবং পানির অভাবে	১। ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ ও প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)”-এর	৩০৫০ জন মৎস্য চাষি প্রশিক্ষণ পাবে না	১। ২০০ জন মৎস্য চাষীর স্বল্প মেয়াদী মাছ চাষের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২। ৩৫৬০ জন মৎস্য চাষীর মাঝে দল ভিত্তিক বিভিন্ন উপকরণ (এরেটর, পিলেট মেশিন,

				মাছ চাষ ব্যহত হয়। ২। ভূগর্ভস্থ পানির যথেষ্ট ব্যবহারের ফলে ভূগর্ভস্থ পানির গভীরতা কমে যাচ্ছে।	মাধ্যমে বাৎসরিক বরাদ্দ অনুযায়ী আনুমানিক ১০২ জন মৎস্য চাষীকে মাছ চাষের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২। জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প"-এর মাধ্যমে ৯ টি জলাশয় (৫.৮২ হেক্টর) সংস্কার করা হচ্ছে।		জাল, পাম্প ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে।
মহিলা বিষয়ক	উপজেলার হতদরিদ্র, বিধাব, প্রতিবন্ধী, তালাকপ্রাপ্তা, স্বামী পরিত্যাক্তা নারীদের কর্মসংস্থানের অভাব রয়েে ছ।	উপজেলা সকল ইউনিয়ন	আনুমানিক ৮৫০০ জন নারী	১। প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও শিক্ষার অভাব। ২। দারিদ্র্যতার কারণে নারীরা বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হতে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন না। ৩। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ে জলাবদ্ধতা, অবকাঠামো সম্যসা, আসবাবপত্র সংকটের কারণে সীমিত সংখ্যক নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হলেও অন্যান্য ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাচ্ছে না। ৩। মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে থাকার কারণে দরিদ্র মহিলাদরে জন্য সরকার কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন কার্যাক্রম ব্যহত হচ্ছে।	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত 'মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" ও উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রকল্প" এর মাধ্যমে প্রতি বছর ২৪০ জন মহিলাকে দর্জি বিজ্ঞান ও ব্লক বাটিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।	৭৩০০ জন নারী কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে বঞ্চিত হবেন।	১। ৩০০ জন নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২। প্রশিক্ষণার্থীদের সুবিধার্থে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, সরঞ্জামাদি ও আসবাবপত্র প্রদান করা যেতে পারে। ৩। জলাবদ্ধতা দূরীকরণে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের পাশে ড্রেন নির্মান করা যেতে পারে।
যোগাযোগ	জনগণ উপজেলার বিভিন্ন পরিষেবাগুলোে	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	১। ৭.৫৭ কি.মি (১২ টি) উপজেলা	১। উপজেলা ৭.৫৭ কি.মি (১২ টি) উপজেলা সড়ক ৮৫.৩২ কি.মি (২৫ টি) ইউনিয়ন ও ৪৬৫.২৭ কি.মি (১৬২ টি) গ্রামীণ	১। জনগুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (IRIDP-3)-এর মাধ্যমে	৪০৭ কি.মি গ্রামীণ সড়ক কাঁচা থেকে যাবে।	১। ১০ কি.মি সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন (এইচবিবি/আরসিসি) করা যেতে পারে। ২। ২৫০০ মিটার গাইডওয়াল ও ২৫০০ মিটার ড্রেন নির্মান করা যেতে পারে।

	ত গমনের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।		সড়ক ৮৫.৩২ কি.মি (২৫ টি) ইউনিয়ন ও ৪৬৫.২৭ কি.মি (১৬২ টি) গ্রামীণ সড়ক কাঁচা। ২। ১২৫.৪৯ কি.মি পাকা সড়ক মেরামত প্রয়োজন	সড়ক ও সংযোগকারী সড়ক কাঁচা হওয়াতে উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাগুলো (স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, গ্রোথ সেন্টার ইত্যাদি) যাতায়াতের ক্ষেত্রে জনগণ দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। ২। উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়কসমূহের পার্শ্বে পানি নিষ্কাশনের ড্রেন ও কার্লভার্ট না থাকায় সড়কে জলাবদ্ধতা তৈরী হচ্ছে এবং গাইডওয়াল না থাকায় সড়ক ভেঙে যাচ্ছে এবং সড়কের স্থায়িত্ব কমে যাচ্ছে।	আনুমানিক ৪০ কি.মি ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক নির্মান করা হবে। ২। রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (RDRIIP-২) এর মাধ্যমে আনুমানিক ৩০ কি.মি ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ করা হবে। ৩। পল্লী সড়ক ব্রীজ/কালর্ভাট মেরামত কর্মসূচী (GOBM) এর আওতায় আনুমানিক ৬০ কি.মি সড়ক সংস্কার করা হবে। ৪। রুরাল কমিউনিটি ইমপুভমেন্ট প্রজেক্ট (RCIP)-এর আওতায় ১৯ কি.মি গ্রামীণ সড়ক মেরামত করা হবে। ৫। নবিদেব প্রকল্পের আওতায় ৯ কি.মি সড়ক সংস্কারের কাজ চলমান আছে। ৬। উপজেলা শহর মহাপরিকল্পণা প্রণয়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন		৩। বিভিন্ন গ্রামীণ সড়কে ২৪ টি কার্লভাট নির্মাণ করা যেতে পারে। ৪। বিভিন্ন গ্রামীণ সড়কে চাহিদামাফিক সোলার বাতি প্রদান করা যেতে পারে।

					প্রকল্প (UTMIDP)-এর আওতায় সড়ক ও ড্রেন নির্মাণ করা হবে। ৭। রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সড়ক নির্মাণ করা হবে।		
সমবায়	উপজেলার আশ্রয়ণ প্রকল্পসমূহে বসবাসরত পরিবারসমহের খেলাপী ঋণের পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে।	--------- আশ্রয়ণ প্রকল্প	৮০০ পরিবার	১। নির্দিষ্ট কোন ট্রেডে প্রশিক্ষিত না হওয়াতে পরিবারসমূহ ঋণের সঠিক ব্যবহার করছে না। ২। পরিবারের সদস্য বৃদ্ধি পাওয়াতে অনেক পরিবার ব্যারাক ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ৩। ব্যারাকসমূহের জরাজীর্ণ অবস্থা, ল্যাট্রিন ও নলকূপ সংকটের কারণে অনেক পরিবার ব্যারাক ছেড়ে চলে গেছে।	কার্যক্রম নেই	৮০০ পরিবার ঋণখেলাপী হয়ে যাবে।	১। ৫ টি আশ্রয়ণ প্রকল্প জরুরী ভিত্তিতে সংস্কার করা যেতে পারে। ২। আশ্রয়ণে বসবাসরত ৮০০ পরিবারকে বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে এবং তারপর সমবায় দপ্তর হতে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।
সমবায়	উপজেলা সমবায় কার্যালয় হতে সমবায় সমিতির সদস্যদের সেবা প্রাপ্তি বিঘ্নিত হচ্ছে	উপজেলা সমবায় কার্যালয়, উপজেলা পরিষদ, জলঢাকা	নিবন্ধিত ৫২ টি কার্যকর সমবায় সমিতির ১০ (দশ) হাজার সদস্য	১। উপজেলা সমবায় কার্যালয়েরর জরাজীর্ণ অবকাঠামো	কার্যক্রম নেই	নিবন্ধিত ৫২ টি কার্যকর সমবায় সমিতির ১০ হাজার (দশ) সদস্য	১। জরুরী ভিত্তিতে উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের চালা, বারান্দা ও অন্যান্য অবকাঠামো সংস্কার ও উন্নয়ন করা যেতে পারে।
যুব উন্নয়ন	উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়ে আগত সেবা গ্রহীতাদের সেবা প্রাপ্তি বিঘ্নিত হচ্ছে	উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়, জলঢাকা		উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়ের জরাজীর্ণ অবকাঠামো	কার্যক্রম নেই		জরুরী ভিত্তিতে উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়ের চালা, বারান্দাও অন্যান্য অবকাঠামো সংস্কার ও উন্নয়ন করা যেতে পারে।
পল্লী উন্নয়ন	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয়	জলঢাকা উপজেলার	৪০০০ জন ঋণ গ্রহীতা	১। গৃহীত ঋণের অর্থ সঠিক খাতে বিনিয়োগ করতে পারছে না।	কার্যক্রম নেই	৪০০০ জন ঋণ গ্রহীতা	১। উপজেলা পরিষদ ৪০০০ জন ঋণ গ্রহীতার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের

	হতে ঋণ গ্রহীতারা ঋণ পরিশোধে অনীহা দেখাচ্ছেন এবং ঋণখেলাপী হয়ে যাচ্ছেন।	সকল ইউনিয়ন		২। ঋণের অর্থ পরিশোধে অনীহা ও অপারগতা প্রকাশ করা।			ব্যবস্থা করতে পারে।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে জনগণ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।	জলঢাকা উপজেলার সকল ইউনিয়ন	উপজেলার সকল জনগণ	১। দুর্যোগের সময় জনগণের করণীয় সর্ম্পকে ধারণার অভাব। ২। দুর্যোগকালীন ও পরবর্তী সময়ে উদ্ধারকার্য পরিচালনা করার জন্য প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক নেই।	১। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় হতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মাঝে ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা হয়।	উপজেলার সকল জনগণ	১। প্রতি ইউনিয়নে ১ টি (১১ ইউনিয়নে ১১ টি) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্বেচ্ছাসেবক দল গঠনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। ২। মশক নিধনে ০৯ টি ফগার মেশিন ক্রয় করা যেতেম পারে।

বাজেটের সার-সংৰেপ

সম্পদের চিত্রায়ন উপজেলা পরিষদের জন্য পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা বা বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি চর্চা। কেননা উপজেলা পরিসদ কর্তৃক পরিচালিত উন্নয়ন তহবিল ঐ উপজেলার উন্নয়নে ব্যয়িত সমূদয় সম্পদের মাত্র ৫-১০%। এই প্রক্রিয়া বিভিন্ন উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার মাধ্যমে সম্পাদন করা যেতে পারে। এত এক বছরের উন্নয়ন কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত হবে যেগুলোর অর্থ যোগান উপজেলার নিম্নোক্ত উৎস থেকে আসার কথাঃ ১) উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি); ২) বিশেষ অনুদান; ৩) স্থানীয়ভাবে অর্জিত সম্পদ; ৪) জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ, যা মন্ত্রণালয়/বিভাগদ্বারা পরিচালিত হয় ও মন্ত্রণালয় এবং/অথবা হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়; ৫) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন ও পৌরসভা); ৬) সংসদ সদস; ৭) এনজিও এবং ৮) বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। এই উৎসগুলোর ভেতর হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের তথ্য প্রাপ্তি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে, হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ নিজ নিজ মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও আঞ্চলিক অফিসগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে উপজেলাতে কোন্ ধরনের উন্নয়ন কাজ হচ্ছে এবং কোন উন্নয়ন কার্যক্রম নেয়া হবে সে সম্পর্কে ধারণা দেয়া এবং এগুলোর বাৎসরিক প্রাক্কলন সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সারা বছরব্যাপী রাখা উচিত। উপজেলার ভেতর চলমান ও গৃহীতব্য অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো কি কি-তা না বুঝে উপজেলা পরিষদ একটি সমন্বিত পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পণা প্রণয়ন করতে সক্ষম হবে না বা অন্যদিকে উপজেলার উন্নয়নে তার সীমিত সম্পদসমূহের দক্ষ ব্যবহারও নিশ্চিত করতে পারবে না।

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সম্পদ চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক প্রক্ষেপণের জন্য নিম্নোক্ত চিহ্নিতকরণের সারসংক্ষেপ (সারণি-৩) ব্যবহার করতে পারে।

ছক-৩ঃ উপজেলার সম্পদ চিহ্নিতকরণের একটি সারসংৰেপ

ক্রমিক নং	অর্থায়নের উৎস	বার্ষিক গড় বরাদ্দ	পাঁচ বছরের সম্ভাব্য (বার্ষিক বরাদ্দ*৫)
১	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মঞ্জুরি		
২	বিশেষ কর্মসূচির মঞ্জুরি		
৩	স্থানীয়ভাবে আহরিত সম্পদ		
৪	উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য জাতিয় প্রকল্প বাবদ এনবিডিসমূহের বাজেট		
৫	ইউনিয়ন/পৌরসভা উন্নয়ন কর্মসূচির মঞ্জুরি		
৬	উপজেলায় সংসদ সদস্যের প্রকল্প		
৭	এনজিও/সিএসও প্রকল্প		
৮	ব্যক্তিখাতের প্রকল্প		

উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বার্ষিক উন্নয়ন কার্যকম (এডিপি)-এর আওতায় প্রাপ্ত বরাদ্দ এবং স্থানীয়ভাবে অর্জিত সম্পদের উপর উপজেলা পরিষদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। উপরের টেবিল ২-এ ক্রমিক ১, ২ ও ৩ হচ্ছে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক পরিকল্পনার প্রকল্প অর্থায়নের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে থাকা তহবিল। এই প্রক্ষেপন অনুযায়ী আদিতমারী উপজেলার আগামী পাঁচ বছরে সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন তহবিলের পরিমান প্রায় -------------কোটি টাকা।

বিভিন্ন উৎস থেকে উন্নয়ন কার্যক্রমঃ

বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ এ উপজেলাকে চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করার উদ্দেশ্য হল উপজেলা পরিষদের সরাসরি নিয়ন্ত্রনাধীণ সম্পদের সাথে সাথে ছাড়নো ছিটানো অন্যান্য সম্পদ যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা। ইউনিয়ন পরিষদ ও এনবিডিসমূহের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় নিশ্চিত করার মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ অন্যান্য উৎসের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্প বা উন্নয়ন উদ্যোগের সামষ্টিক ও পরিপূরক ফলাফল অর্জন করতে পারে। একইভাবে বার্ষিক পরিকল্পণা প্রণয়নের সময় উপজেলা পরিষদকে অন্যান্য উৎসের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্প বা উন্নয়ন কার্যক্রম সর্ম্পকে ধারণা নিতে হবে। এনবিডি, এমপি, এনজিও, সিএসও এমনকি ব্যক্তি উদ্যেগে বাস্তবায়িত সকল উন্নয়ন কার্যক্রমকে উপজেলা পরিষদের বিবেচনায় রাখতে হবে। বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ প্রণয়নে উপজেলা পরিষদ এনবিডি সমূহের চলমান প্রকল্প, ইউনিয়নসমূহে চলমান জাতীয় প্রকল্প সমূহকে চলমান সকল প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ
জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প				
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প পিইডিপি ৩/৪ (PEDP-3/4)	শিক্ষা	জলঢাকা উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেনীকক্ষ নির্মাণ, পুনঃনির্মান, বড় ধরনের সংস্কার ও আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদরে সমস্যার সমাধান ও অত্র বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭-১৮ হতে ২০২২-২৩
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চাহিদাভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (NBIDGPS)	শিক্ষা	জলঢাকা উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেনীকক্ষ নির্মাণ, পুনঃনির্মান, বড় ধরনের সংস্কার ও আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমস্যার সমাধান ও অত্র বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭-১৮ হতে ২০২২-২৩
সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে চাহিদাভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প-১ (NBIDNNGPS-1)	শিক্ষা	জলঢাকা উপজেলার সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে অতিরিক্ত শ্রেনীকক্ষ নির্মাণ, পুনঃনির্মান, বড় ধরনের সংস্কার ও আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদরে সমস্যার সমাধান ও অত্র বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ।	উপজেলার সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চলমান কর্মসূচি
রাজস্ব খাতের বিদ্যালয় মেরামত	শিক্ষা	২০১৮-১৯ অর্থবছরে রাজস্ব খাতের মাধ্যমে ১.৫ লক্ষ টাকা করে ১৯ টি বিদ্যালয় মেরামত ও সংস্কার করা হয়েছে।	উপজেলার সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চলমান কর্মসূচি
প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	শিক্ষা	উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সকল শিক্ষার্থী শিক্ষা বৃত্তি প্রদান	উপজেলার সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চলমান কর্মসূচি
School Level Implementation Plan (Slip)	শিক্ষা	উপজেলার সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান উন্নয়নে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে প্রতিটিতে ৫০-৭০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।	উপজেলা সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চলমান কর্মসূচি
জনগুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (IRIDP-2)	অবকাঠামো উন্নয়ন	জলঢাকা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ের বিভিন্ন সড়ক, ব্রীজ, কার্লভাট নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও	রলার সকল ইউনিয়ন	২০১৫-২০২০

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংঙ্খিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ
		উন্নয়ন করা। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের জন্য গ্রাম ও বাজার/গ্রোথ সেন্টারের মাঝে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, গ্রামীণ জনপদে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করার মাধ্যমে গ্রামীণ জনপদের উন্নয়ন করা।		
রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (RDRIIP-2)	অবকাঠামো উন্নয়ন	উপজেলা হেডকোয়ার্টারের সাথে বিভিন্ন ইউনিয়ন সেন্টার, গ্রোথ সেন্টার ও গ্রামের যোগাযোগ সহজতর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সড়ক, ব্রীজ, কার্লভাট তৈরি করা। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন করে এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিবৃ ও গ্রামীণ জনপদে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে এলাকার মানোন্নয়ন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন	বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন ইউনিয়নসেন্টার, গ্রোথ সেন্টার ও গ্রামের যোগাযোগ সহজতর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সড়ক, ব্রীজ, কার্লভাট তৈরি করা। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন করে এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিবৃ ও গ্রামীণ জনপদে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে এলাকার মানোন্নয়ন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান
পল্লী সড়ক ও ব্রীজ/কালভার্ট মেরামত কর্মসূচী (GOBM)	অবকাঠামো উন্নয়ন	গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো পুনঃনির্মান করে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করা এবং এলাকার জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প-২ (UCCP-2)	অবকাঠামো উন্নয়ন	উপজেলার ইউনিয়ন পরিষদ এর ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (GSIDP)	অবকাঠামো উন্নয়ন	এই প্রকল্পে আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২৩ টি সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও মেরামত করা হচ্ছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
রুরাল কমিউনিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (RCIP)	অবকাঠামো উন্নয়ন	২০১৯-২০ অর্থবছরে শুরু হওয়া রুরাল কমিউনিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (জঈওচ)-এর আওতায় আনুমানিক ১৯ কি.মি গ্রামীণ সড়ক মেরামত করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প	অবকাঠামো উন্নয়ন	রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সড়ক নির্মাণ ও সেচ নালা পাকা করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
কাবিখা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচীর আওতায় প্রতি বছর গড়ে ১,০০০০০০০/- (এক কোটি) টাকার প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
টি আর/কাবিটা কর্মসূচীর আওতায় সোলার প্যানেল স্থাপন	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচীর (টি আর/কাবিটা) আওতায় সোলার প্যানেল স্থাপন করা হচ্ছে। এ কর্মসূচীর	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংশ্লিষ্ট বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ
		আওতায় প্রতি বছর গড়ে ১,০০০ হতে ১২০০ পরিবার/প্রতিষ্ঠানে সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়।		
ইজিপিপি	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে কর্মহীন সময়ে দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পিছিয়ে পড়া গ্রামীণ জনগোষ্ঠির সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান আসছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
টি আর	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পিছিয়ে পড়া গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করে আসছে। জলঢাকা উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্রতা অনেক হ্রাস পেয়েছে ও গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ ও শিক্ষা/সামাজিক প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন হয়েছে। এ কর্মসূচীর আওতায় প্রতি বছর গড়ে ১,০০০০০০০/- (১ কোটি) টাকার প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
দুর্যোগ সহিষ্ণু ঘর নির্মাণ প্রকল্প	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	২০১৮-১৯ অর্থবছরে উপজেলায় ৫৬ টি পরিবারের মাঝে দুর্যোগ সহিষ্ণু ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
সেতু/কালর্ভাট নির্মাণ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
ভিজিএফ কার্যক্রম	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	ভিজিএফ একটি মানবিক সহায়তা কর্মসূচী যার মাধ্যমে সরকার গরীব পরিবারের মাঝে ধর্মীয় উৎসব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মাঝে খাদ্যশস্য বিতরণ করে থাকে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
১. পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প ২. অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প ৩. জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প ৪. পিইডিপি-৩/৪ প্রকল্প	জনস্বাস্থ্য	পানি সরবরাহ প্রকল্পগুলো অত্র উপজেলার হতদরিদ্র জনগোষ্ঠি/বিদ্যালয়ের জন্য আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ করায় সাধারণ জনগণ ও স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন প্রকার পানিবাহিত রোগ হতে মুক্তি পাচ্ছে। বর্তমানে অত্র উপজেলায় নিরাপদ পানির কাভারেজ ৯৪.৯২% এ পৌছেছে। অপরদিকে জাতীয় স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করায় সাধারণ জনগণ ও স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন প্রকার রোগ ব্যধি হতে মুক্তি পাচ্ছে। বর্তমানে অত্র উপজেলায় স্যানিটেশন কাভারেজ ৮৮.৬৩% এ পৌছেছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	১. ২০১৫ সাল হতে চলমান ২. ২০১৭ সাল হতে চলমান ৩. ২০০৩ সাল হতে চলমান ৪. ২০১৩ সাল হতে চলমান
কমিউনিটি ক্লিনিক	স্বাস্থ্য	উপজেলা ৩৯ টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
ইপিআই কার্যক্রম	স্বাস্থ্য	উপজেলার ০ থেকে ১৮ মাস বয়সী শিশুর পোলিও,	উপজেলার	চলমান

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	*খাত*	*অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ*	*অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম*	*প্রকল্পের মেয়াদ*
		হাম, রুবেলা, যক্ষা ইত্যাদি রোগের টিকা প্রদান।	সকল ইউনিয়ন	কর্মসূচী
দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ওয়ার্ড ভিত্তিক স্যাটেলাইট ক্লিনিক যথাযথভাবে সম্পাদন (উপজেলার ৯৯ টি ওয়ার্ডে---- টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক চালু রয়েছে।)	পরিবার পরিকল্পনা	গর্ভবর্তী মা ও শিশু, নবজাতক, কিশোর-কিশোরী, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং সাধারণ রোগীদের মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ১। গর্ভবর্তী মায়ের ANC ও PNC সেবা নিশ্চিতকরণ; ২। নবজাতকের সেবা নিশ্চিতকরণ; ৩। শিশুদের পুষ্টি সেবা নিশ্চিতকরণ; ৪।কিশোর-কিশোরীদরে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ; ৫। স্বল্পমূল্যে ডায়াবেটিকস রোগী সনাক্তকরণ; ৬। স্বল্পমূল্যে রক্তের গ্রুপিং সনাক্তকরণ; ৭। বিপি মেশিনের মাধ্যমে রক্তের চাপ তথা প্রেসার নির্ণয়; ৮। অন্যান্য সাধারণ রোগীর সেবা নিশ্চিতকরণ; ৯। পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিতকরণ এবং ড্রোপ আউটের হার কমিয়ে আনা সম্ভব।	সকল ইউনিয়ন	২০১৭ সাল হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৫ বৎসর
UH&FWCগুলোতে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী চালুকরণ	পরিবার পরিকল্পনা	উপজেলাধীণ ১১ টি ইউনিয়নের প্রতিটি গর্ভবতী মাদের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ফলে মায়েদের- ১। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদ্বারা প্রাতিষ্ঠানিক ডেুলিভারী করানো যাবে। ২। মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হার কমানো সম্ভব। ৩। প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পণা পদ্ধতির ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে প্রয়োগ সাধন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭ সাল হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৫ বৎসর
গ্রাম/ওয়ার্ড/পাড়া ভিত্তিক উঠান বৈঠক ও মা সমাবেশের মত অবহিতকরণ কর্মশালা সম্পাদন	পরিবার পরিকল্পনা	সকল মহিলা, কিশোর-কিশোরী এবং অবহেলিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। এর ফলে ১। বাল্য বিয়ে হ্রাস পাবে। ২। পরিকল্পিত পরিবার গঠন সম্ভব হবে। ৩। মায়েদের স্বাস্থ্য জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। ৪। পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতিগত জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। ৫। প্রতিবন্ধী শিশুর জন্ম হ্রাস পাবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭ সাল হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৫ বৎসর
উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচী	পল্লী উন্নয়ন	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় প্রকল্পটি উদকনিক-২য় পর্যায় বৃহত্তর রংপুর বিভাগে ৩৫ টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পিছিয়ে পরা গ্রামিণ জনগোষ্ঠী বিশেষ করে মহিলাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। প্রকল্পটির আওতায় ৬০ দিনব্যাপী দক্ষ প্রশিক্ষকের মাধ্যমে বিভিন্ন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ (যেমন- সেলাই, এমব্রয়ডায়েরী, শতরঞ্জি, মোবাইল সার্ভিসিং, ব্লক বাটিক ইত্যাদি) প্রদান করা হয়। পরবর্তী কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করা হয়। পলে জলঢাকা উপজেলায় উদকনিক প্রকল্পের	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ
		আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্রতা অনেক হ্রাস পেয়েছে।		
পিআরডিপি-৩	পল্লী উন্নয়ন	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (পিআরডিপি-৩)। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হলো প্রকল্প এলাকায় সফলভাবে লিংক মডেল বাস্তবায়ন এবং সম্প্রসারণ ঘটানো। গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ক্ষুদ্র অথচ গ্রামবাসির জন্য অতি প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো ভিডিস স্কিম হিসাবে রাস্তা, কালভার্ট, স্কুল মেরামত, ড্রেনেজ, টিউবওয়েল, স্যানিটারী ল্যাট্রিন ইত্যাদি স্কিমসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। স্কীমের ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকার মধ্যে প্রকল্প সহায়তা ৭০% (৭০,০০০/- টাকা) এবং গ্রামবাসীর অংশ ২০% (২০,০০০/- টাকা) এবং ইউপির অংশ ১০% (১০,০০০/- টাকা)।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন	কৃষি	প্রকল্পভূক্ত এলাকায় ১২৫ টি দলে মোট ১৮৭৫ জন কৃষক আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্লক (Compact) আকারে উন্নতমানের ধান,গম ও পাট বীজ উৎপাদন করবে। অত্র উপজেলায় উল্লিখিত ফসলসমূহের বীজের চাহিদা পূরণ হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরন প্রকল্প	কৃষি	প্রকল্পভূক্ত এলাকায় ০৮ টি দলে মোট ৩২ জন কৃষক আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্লক (Compact) আকারে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন করবে। পাশাপাশি মৌ পালনের মাধ্যমে ২ টন মধু উৎপাদন করা হবে। অত্র উপজেলায় উল্লিখিত ফসলসমূহের বীজের চাহিদা এবং পুষ্টির চাহিদা পূরণ হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরন প্রকল্প	কৃষি	চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পটি ২০১৮-১৯ হতে নামে চলমান আছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প	কৃষি	প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ০৮ টি কৃষক দলে মোট ৫০৫ জন কৃষকের মাধ্যমে বহুবিধ শস্য প্রবর্তন, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা নিরূপন করা।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি (২য় পর্যায়) প্রকল্প	কৃষি	বরাদ্দমাফিক অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত কৃষকদের ৫০% উন্নয়ন সহায়তায় আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হবে। ফলে কৃষি কাজে কৃষকদের অর্থ ও শ্রম এবং সময় সাশ্রয় হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প	কৃষি	কৃষি আবহাওয়া তথ্য বিষয়ক কেন্দ্র স্থাপন	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ (৩য় পর্যায়)	কৃষি	ইউনিয়ন কৃষক সেবা কেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে ১৫০০০ জন কৃষককে দ্রুত কৃষি সেবা প্রদান করা যাবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংঙ্খিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ
প্রকল্প				
ইন্টিগ্রেটেড ফার্ম ম্যানেজমেন্ট কম্পোনেন্ট (জিওবি ও আরপিও)	কৃষি	এই প্রকল্পের আওতায় কৃষক মাঠ স্কুলের মাধ্যমে ১৩৭৫ জন কৃষক/কৃষাণীকে কৃষি জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
রাজস্ব খাতের অর্থায়নে প্রযুক্তি প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচী	কৃষি	অত্র উপজেলার কৃষকদের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত করে তোলা শস্য বহুমুখীকরণ করা, উচ্চমূল্যের ফসল আবাদ বৃদ্ধি করা এবং টেকসই কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিত করা।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প	কৃষি	রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১০০ মিটার সেচ নালা পাকা করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	প্রাণিসম্পদ	এই প্রকল্পটি বাংলাদেশের গবাদি পশুর জাত উন্নয়নের মাধ্যমে দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জনগণের আমিষের চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে সৃষ্টি।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক ভেড়া উন্নয়ন প্রকল্প	প্রাণিসম্পদ	ভেড়া প্রতিপালনের উপর ২০ জন খামারিকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৫ দিনব্যাপী ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	প্রাণিসম্পদ	২০১৯-২০ অর্থবছরে এই প্রকল্প-এর কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে মহিষ পালন বিষয়ে খামারিদের প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
পিপিআর রোগ নির্মূল ও ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প	প্রাণিসম্পদ	২০১৯-২০ অর্থবছরে এই প্রকল্পের কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে উপজেলায় গবাদিপশুর পিপিআর রোগ নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষুরা রোগ নির্মূল করণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
লাইভষ্টোক এন্ড ডেইরী ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট	প্রাণিসম্পদ	২০১৯-২০ অর্থবছরে এই প্রকল্পের কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী পদক্ষেপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	মৎস্য	উপজেলার স্থানীয় মৎস্য চাষী, মৎস্যজীবি, মৎস্য ব্যবসায়ী ও স্থানীয় মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বিকল্প আয়-বর্ধক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	মৎস্য	উপজেলার স্থানীয় মৎস্য চাষী, মৎস্যজীবি, মৎস্য ব্যবসায়ী ও স্থানীয় মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বিকল্প আয়-বর্ধক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। একইসাথে জলাশয়ের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান কর্মসূচী	সমাজসেবা	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সরকারের একটি জনবান্ধব প্রকল্প। এর আওতায় বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম অন্যতম। যে সমস্ত অসচ্ছল বয়স্ক ব্যক্তির বয়স ৬৫ বছর (পুরুষ) ও ৬২ বছর (মহিলা) তারা ভাতা প্রাপ্তির যোগ্য বিবেচিত। বর্তমানে এ উপজেলায় বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ১২,২৫০ জন। একজন ভাতাভোগী মাসিক ৬০০/- (ছয়শত) টাকা হারে	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংবৃত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ
		ভাতা পেয়ে থাকেন।		
		বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কার্যক্রম একটি সময় উপযোগী কার্যক্রম। অসচ্ছল বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাগণ এ ভাতা পেয়ে থাকেন। বর্তমানে এ উপজেলায় বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৭৩৫০ জন। একজন ভাতাভোগী মাসিক ৬০০/- (ছয়শত) টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
		অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক অধিকার নিশ্চিতকল্পে অসচ্ছল প্রতিবন্ধীভাতা কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধীগণ ভাতা পেয়ে থাকেন। বর্তমানে এ উপজেলায় বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪,৭৫০ জন। একজন ভাতাভোগী মাসিক ৭০০/- (সাতশত) টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ (বয়স্ক) ভাতা	সমাজসেবা	দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে এ ভাতা কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে এ উপজেলায় বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৫০ জন। একজন ভাতাভোগী মাসিক ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা প্রদান	সমাজসেবা	মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রমের আওতায় এ উপজেলায় ১৮৯ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা পেয়ে থাকেন। একজন মুক্তিযোদ্ধা মাসিক ১২,০০০/- (বার হাজার) টাকা হারে সম্মানী ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচী	সমাজসেবা	শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীগণ শিক্ষা উপবৃত্তি পেয়ে থাকে। প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত এ উপজেলায় মোট ২০০ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন হারে উপবৃত্তি পেয়ে থাকে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
দলিত ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচী	সমাজসেবা	দলিত ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচীর আওতায় এ উপজেলায় প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মোট ৫০ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন হারে উপবৃত্তি পেয়ে থাকে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান কর্মসূচী	সমাজসেবা	গরীব ও দুঃস্থ জনগণের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন নামে অভিহিত প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়। যথা- পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম, পল্লী মাতৃকেন্দ্র ইত্যাদি। একজন ঋণগ্রহীতা ১০,০০০-৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম	সমাজসেবা	দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধীগণ সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ পেয়ে থাকেন। একজন প্রতিবন্ধী ৩০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত এতিমদের	সমাজসেবা	এ উপজেলায় সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্বিত	উপজেলার	চলমান

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংৰিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ
খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসা সহায়তা কর্মসূচী		মোট ০৪ টি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত একজন এতিম মাসিক ১০০০/- (এক হাজার) টাকা হারে বরাদ্দ পেয়ে থাকে। এ উপজেলায় মোট ৯৯ জন এতিম শিশু ক্যাপিটেশন বরাদ্দ পেয়ে থাকে।	সকল ইউনিয়ন	কর্মসূচী
উত্তরবঙ্গের ০৭ (সাত) টি জেলায় বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প (২য় পর্ব)	যুব উন্নয়ন	উত্তরবঙ্গের ০৭ (সাত) টি জেলায় বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প (২য় পর্ব)-এর মাধ্যমে এলাকার একই গ্রামের ১৮-৩৫ বছরের মধ্যে যাদের বয়স সেই সমস্ত স্বল্প আয়ের বেকার যুবক ও যুবমহিলাদেরকে গ্রুপভিত্তিক বিভিন্ন অপ্রতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে স্বাবলম্বী/আত্মকর্মী করে গড়ে তোলা।	সকল ইউনিয়ন	২০১৮ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ৩ বছর।
ভিজিডি চক্র	মহিলা বিষয়ক	অত্র উপজেলার ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২১৩৬ জন দুঃস্থ, অসহায়, হত দরিদ্র, স্বামী পরিত্যাক্তা এবং বিধবা মহিলাদেরকে প্রতি মাসে মাথা পিছু ৩০ কেজি হারে খাদ্যশষ্য (চাল) বিতরণ করা হয় এবং ভিজিডি উপকারভোগীদেরকে অত্র দপ্তরের চুক্তিবদ্ধ এনজিও কর্তৃক ওএঅ প্রশিক্ষণ প্রদানসহ প্যাকেজ সেবা প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচী	মহিলা বিষয়ক	অত্র উপজেলার ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৩৬০ জন দুঃস্থ, অসহায়, হত দরিদ্র ও গর্ভবতী মহিলাদেরকে প্রতি মাসে মাসিক ৮০০/- (আটশত) টাকা হিসাবে ভাতা প্রদান করা হয় এবং উপকারভোগীদেরকে অত্র দপ্তরের চুক্তিবদ্ধ এনজিও কর্তৃক ওএঅ প্রশিক্ষণ প্রদানসহ প্যাকেজ সেবা প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ডঞঈ)	মহিলা বিষয়ক	দর্জি বিজ্ঞান ট্রেডে বছরে ১২০ জন প্রতি ০৩ (তিন) মাস পর পর বছরে ০৪ টি ব্যাচ	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক (আইজিএ) প্রশিক্ষণ প্রকল্প	মহিলা বিষয়ক	অত্র উপজেলার দুঃস্থ, অসহায়, হত দরিদ্র, স্বামী পরিত্যাক্তা এবং বিধবা মহিলা যাদের বয়স ১৮-৪৫ বছরের মধ্যে তাদেরকে ০৩ (তিন) মাস পর পর আয়বর্ধকমূলক প্রশিক্ষণ দর্জি বিজ্ঞান এবং বিউটিফিকেশন ০২ টি ট্রেডে ৪০ (চল্লিশ) জন প্রশিক্ষণার্থী অত্র কার্যালয়ে ভর্তি করা হয় এবং প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রতি মাসে ২০০০/ টাকা হিসাবে ভাতা প্রদানসহ অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতিসমূহের বাৎসরিক অনুদান	মহিলা বিষয়ক	সক্রিয় নিবন্ধনকৃত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতিসমূহের বাৎসরিক অনুদান প্রদান করা হয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	মহিলা বিষয়ক	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ০২ বছর মেয়াদি মাসিক কিস্তিতে আদায়যোগ্য ঋণ প্রদান করা হয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
বৃহত্তর রংপুর জেলা টেকসই সামাজিক বনায়ন প্রকল্প	বন	২০১৮-১৯ অর্থবছরে উপজেলার ১৮ কি.মি. সড়কে ঝঃৎববঃ চষধহঃধঃরড়হ -এর আওতায় বৃক্ষরোপন	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংৰিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ
		করা হয় এবং ৪৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।		
আশ্রয়ন/আবাসন প্রকল্পে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান	সমবায়	আশ্রয়ন প্রকল্পের সুফলভোগী ১,৩৬০ জন সুফলভোগীদের ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্ম সংস্থান সৃষ্টিকরন	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
সমবায় সমিতি নিবন্ধন	সমবায়	১৪৩ টি সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ৬৫৭০ জন, সমিতির সদস্যরা শেয়ার ও সঞ্চয় প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিকরন	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
সমবায় সমিতির বার্ষিক অডিট সম্পাদন, পরিদর্শন ও তদারকি করন	সমবায়	১৪৩ টি সমবায় সমিতি বার্ষিক অডিট সম্পাদন, পরিদর্শন ও তদারকি করনের মাধ্যমে সমিতির সদস্যদের প্রদানকৃত অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরন	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ প্রদান	সমবায়	প্রত্যেক প্রশিক্ষণ ৫/৮ টি সমিতির ২৫ জন সদস্যর সমন্বয় একদিনের প্রশিক্ষণ প্রদান	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়াতন ও কোর্টবাড়ী কুমিল্লায় বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণার্থী চাহিদা অনুযায়ী প্রেরণ	সমবায়	জলঢাকা উপজেলার নিবনন্ধিত সমিতির সদস্যদের আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়াতন ও কোর্টবাড়ী কুমিল্লায় বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণার্থী চাহিদা অনুযায়ী প্রেরণ করা হয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্প				
জমি আছে ঘর নাই	আবাসন	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে পরিচালিত "জমি আছে ঘর নাই" প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে উপজেলার ৭৭২ টি গরীব ও দুঃস্থ গৃহহীন পরিবার যাদের জমি আছে ঘর নাই এদের জন্য ১ কামারাবিশিষ্ট ঘর নির্মাণ	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২০-২১
জেলা ও উপজেলা শহরে ৫৬০ টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার নির্মাণ প্রকল্প	অবকাঠামো উন্নয়ন	এই প্রকল্পের আওতায় জলঢাকা উপজেলায় একটি তিন তলা বিশিষ্ট মডেল মসজিদ ইসলামিক সেন্টার নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।		

রূপকল্প

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ তার রূপকল্প, খাতওয়ারী লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফল এমনভাবে নির্ধারন করবে যেন উপজেলা পরবর্তী পাঁচ বছরের উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারে।

উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেদ্রে রূপকল্প একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রূপকল্প হচ্ছে উপজেলা এবং এর জনসাধারণের কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি বা চিত্র। উপজেলার প্রেক্ষিতে রূপকল্প হচ্ছে উপজেলা এবং এর জনসাধারণের দ্বারা স্থিরকৃত কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি বা চিত্র। এরা জনসাধারণের নিকট ব্যক্ত করা উপজেলার ভবিষ্যত চিত্র এবং উপজেলা কি করতে চায় এবং কোথায় যেতে চায়। সে কারণে এরা উদ্দীপক হিসেবে কাজ কাজ করে এবং উপজেলার ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণে সহায়তা করে। এই প্রেক্ষাপটে, একটি গুরুত্ব প্রশ্ন হচ্ছে, " আপনি ভবিষ্যতে আপনার উপজেলাকে কিভাবে দেখতে চান?"।

বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ প্রণয়নে উপজেলা পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত রূপকল্প নির্ধারণ করেছে যেখানে ৫ টি বিষয়ের উপর গুরুত্বরোপ করেছে, যা কিনা এই উপজেলার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

"জলঢাকা উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ ও জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ, কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, এবং উন্নত যোগাযেগ ব্যবস্থা তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন।"

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকলার খাতওয়ারী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণ

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অবশ্যই সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত যেটি পরিকল্পনার রূপকল্প বিবরনীর সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। উপজেলা পরিষদ তার নিজস্ব পরিস্থিতি পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করে তার নিজস্ব লক্ষ্য নির্ধারণ করবে - যেখানে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা কোথায় আরোপ করবে এবং আগামী পাঁচ বছর কোন্ কোন্ লক্ষ্যে কাজ করবে তার বিবরণ থাকবে। উপজেলাসমূহ উন্নয়নের প্রধান খাতসমূত চিহ্নিত করবে যা রূপকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। অংশীজনের অধিকার নিশ্চিতকল্পে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নির্ধারণের প্রক্রিয়া অন্তর্ভূক্তি এবং অংশগ্রহণমূলক হওয়া উচিত।

উপজেলা পরিষদ উপজেলার বিভিন্ন খাতের পরিস্থিতি ও আর্থ-সামাজিক তথ্য বিশ্লেষণ করে ০৫ টি খাতের উপর গুরুত্বারোপ করেছে এবং তা সবচাইতে আগে প্রাধান্য পাবে বলে মনে করে। এক্ষেত্রে শিক্ষা খাতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের বিশেষতঃ ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করা। এখানে উল্লেখ্য যে মাধ্যমিক পর্যায়ে উপজেলার উপস্থিতির হার মাত্র ৬৭ শতাংশ। বিভিন্ন উৎস হতে উপজেলায় চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, শিক্ষা খাতে উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা খাতের তুলনায় মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে জাতীয় সরকারের কার্যক্রম কম বিধায় উপজেলা পরিষদ মাধ্যমিক শিক্ষা খাতকে প্রাধান্য দিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা খাতের উন্নয়নে জাতীয় সরকার অনেক বেশি বরাদ্দ প্রদান করেছে। এজন্য উপজেলা পরিষদ তার আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় রেখে বিদ্যালয়সমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আসবাবপত্র প্রদান, বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সকলের প্রশিক্ষণ, ছাত্রীদের মাঝে উপকরণ প্রদান ও বিদ্যালয়ে ছাত্রীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করার পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। স্বাস্থ্য খাতে উপজেলা পরিষদের লক্ষ্য হলো, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ক্লিনিকসমূহে অবকাঠামো ও উপকরণ প্রদানের মাধ্যমে রোগীদের সেবা গ্রহণ নিশ্চিতকরন ও শতভাগ নরমাল ডেলিভারি অর্জনের মাধ্যমে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমানো। একই সাথে উপজেলায় শতভাগ স্যানিটেশন কাভারেজ অর্জন করা। উপজেলা পরিষদের সীমিত অর্থে বৃহৎ পাকা সড়ক নির্মাণ কষ্টকর বিধায় উপজেলা পরিষদ উপজেলার জনগণের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিভিন্ন পরিষেবাগুলোকে সংযোগকারী ছোট ছোট সড়ক, বড় সড়কের স্থায়িত্ব বৃদ্ধিতে গাইডওয়াল ও জলাবদ্ধতা নিরসনে ড্রেন ও কার্লভাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কৃষকদের প্রশিক্ষণ, উপকরণ প্রদান ও ভ্যাক্সিন ক্রয় করা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বেকার যুবক ও সমাজের পিছিয়ে পরা নারীদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ছক ৫ঃঃ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারন

ক্রমিক নং	*পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার লৰ্য*	*খাত*	*ফলাফল*	*পরিমাপযোগ্য সূচক*
১	শিক্ষার্থীদের জন্য মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি করা	শিক্ষা	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ৮০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শ্রেণীকক্ষের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, মাঠ সংস্কার, সীমান প্রাচীর নির্মাণসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা ও উপকরণ প্রদান।	২০১৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের ৮০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ উন্নত করার মাধ্যমে উপস্থিতির হরা ৮০ ভাগে উন্নীত করা।
২			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ১০০ টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০০০ জোড়া বেঞ্চ প্রদান করা হবে।	

			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ৬০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষকগণ গনিত, ইংরেজী ও আইসিটির উপর প্রশিক্ষিত হবে।	
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ১২ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাতে ছাত্রীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ উন্নত করা হবে।	
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ২৩০ টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সামগ্রী বিতরণ ও উপকরণ প্রদান করা হবে।	
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২০০০ দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা হবে।	
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ছাত্রীদের ঝড়ে পরা রোধে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে বাল্যবিবাহ বিরোধী ৪০ টি ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা যেতে পারে।	
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে বিদ্যুৎবিহীন ১০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপন	এসডিজির লক্ষ্য অনুযায়ী ২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার শতভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ নিশ্চিত হবে।
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ৩০ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা বিষয়ের উপর প্রশিক্ষিত হবে।	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার ৩০ টি দুর্বল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত হবে এবং ঐ সকল বিদ্যালয়ে ঝরে পড়ার হার শুন্যে নেমে আসবে।
২	উপজেলার সকল জনগণের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা বিশেষতঃ গর্ভবর্তী মা ও নবজাতকের মৃত্যু ঝুঁকি হ্রাস করা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পানিবাহিত রোগের ঝুঁকি	স্বাস্থ্য	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লিনিক, ইপিআই কেন্দ্রসমূহ ও স্যাটেলাইট ক্লিনিকসমূহে চাহিদামাফিক যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও অন্যান্য অবকাঠামো	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লিনিক, ইপিআই কেন্দ্রসমূহ ও স্যাটেলাইট ক্লিনিকসমূহে আগত রোগীদের মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হবে।

	কমানো।		উন্নয়ন করা হবে।	
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ৫ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারী চালুর সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।	মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার বর্তমানের চেয়ে অর্ধেক এ নেমে আসবে এবং শতভাগ প্রতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী অর্জন হবে।
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী করানোর বিষয়ে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৮০ টি ক্যাম্পেইন আয়োজন করা হবে।	
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ৫০০০ পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন করা হবে।	শতভাগ স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি ব্যবহারের নিশ্চিত হবে।
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ৫০০ পরিবারের জন্য নলকূপ স্থাপন করা হবে।	
৩	স্থানীয় অবকাঠামো ও সড়ক উন্নতির মাধ্যমে পরিষেবাগুলোতে জনসাধারণের প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি	যোগাযোগ ভৌত অবকাঠামো	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ১০ কি.মি সংযোগকারী সড়ক এইচবিবি/সিসি করা হবে।	উপজেলার ২.৫ লক্ষ জনগণের বিভিন্ন পরিষেবাগুলোতে প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি সহজতর হবে।
			২০২৩/২৪ সাল নাগাদ সড়ক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানের জলবদ্ধতা নিরসনে ২৫০০ মিটার ড্রেন নির্মাণ করা হবে।	
			২০২৩/২৪ সাল নাগাদ সড়কের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধিতে ২৫০০ মিটার গাইডওয়াল নির্মাণ করা হবে।	
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ২৪ টি কার্লভাট নির্মাণ করা হবে।	
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার চাহিদামাফিক বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে।	
৪	কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের জীবিকার উন্নয়ন	কৃষি	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার ৪০০ জন সজিচাষীকে প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন দলে উপকরণ প্রদান করা হবে।	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে সজির উৎপাদন বর্তমানের ২৩,০০০ মেট্রিক টন হতে বেড়ে ৩০,০০০ মেট্রিক টনে উন্নীত হবে।
		মৎস্য	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে মাছের

			২০০ জন মৎস্যচাসিকে প্রশিক্ষণ ও উপকরন প্রদান করা হবে।	উৎপাদন বর্তমানের ৪৪৮৫ মেট্রিক টন হতে বেড়ে ৩০,০০০ মেট্রিক টনে উন্নীত হবে।
		প্রাণিসম্পদ	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার সকল গবাদীপশুকে কৃমিনাশক ঔষধ, বিভিন্ন রোগের ভ্যাক্সিন প্রদান করা হবে।	২ লক্ষ ২০ হাজার গরু, ছাগল ও ভেড়া কৃমিরোগ, পিপিআর রোগ হতে ও ১ লক্ষ ৩০ হাজার গরু ও মহিষ ক্ষুরা রোগ হতে নিরাপদ থাকবে।
৫	উপজেলার দরিদ্র পরিবারের বেকার যুবক ও হতদরিদ্র, বিধবা, প্রতিবন্ধী, তালাক প্রাপ্ত, স্বামী পরিত্যাক্তা, বাল্য বিয়ের শিকার নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।	কর্মসংস্থান	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার কর্মক্ষম ৩০০ জন পুরুষ ও নারীকে বিভিন্ন ট্রেডে সক্ষমতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।	উপজেলার কর্মক্ষম ৩০০ জন বেকার যুবক ও নারীর আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ তৈরী হবে।

পরিকল্পনা ফরমেট

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে উপজেলা পরিষদ তাঁদের রূপকল্প, পঞ্চ-বার্ষিক লক্ষ্য, এবং পরিমাপযোগ্য সূচকের সাথে প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করবে। উপজেলা পরিষদে জন্য আগামী পাঁচ বছরের কার্যক্রমের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করবে। এই অগ্রাধিকারসমূহ উপজেলা উন্নয়ন কৌশল নির্বাচনের ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে যা পরিকল্পনা ফরম্যাট এ অর্ন্তভূক্ত হবে। এ পরিকল্পনা ফরম্যাট মধ্যমেয়াদী নীতি-নির্দেশনা যা উপজেলাকে পথ দেখায় উন্নয়নের কোন পথে সবচেয়ে কার্যকরী ও দক্ষতার সাথে রূপকল্প, পঞ্চ বার্ষিক লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করতে হবে। এই পরিকল্পনা পরম্যাট পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে বার্ষিক পরিকল্পনার কোন কোন প্রকল্প, স্কীম অথবা উদ্যেগকে অর্থায়ন করতে হবে তা নির্ধারণ করেছে।

ছক-৬ঃ উপজেলা পরিকল্পনা ফরম্যাট

প্রকল্প বিবরনী						আবস্থান	বাস্তবায়নসূচী						বিনিয়োগ		প্রস্তাবনার উৎস
আইডি ট্যাগ	কর্মসূচীর নাম	বিবরন	অভিষ্ট লক্ষ্য/ পরিমান	প্রত্যাশিত উপকারভোগী পুরুষ/নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী	খাত	অবস্থান (ইউপি)	বাস্তবায়নের প্রত্যাশিত বছর					বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	তহবিলের উৎস	প্রকল্পের প্রস্তাবকারি
							১	২	৩	৪	৫				
১	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ও মাদ্রাসার শ্রেণীকক্ষের উন্নয়ন, সম্প্রসরাণ, মাঠ সংস্কার, সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সুযোগ সুবিধা প্রদান	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা	৮০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা	৮০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আনুমানিক ২৫,০০০ শিক্ষার্থী	শিক্ষা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন						উপজেলা প্রকৌশলী ও মাধ্যমিক কর্মকর্তা	২৫০	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলার সকল ইউনিয়ন

প্রকল্প বিবরনী						আবস্থান	বাস্তবায়নসূচী						বিনিয়োগ		প্রস্তাবনার উৎস
আইডি ট্যাগ	কর্মসূচীর নাম	বিবরন	অভিষ্ট লক্ষ্য/ পরিমান	প্রত্যাশিত উপকারভোগী পুরুষ/নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী	খাত	অবস্থান (ইউপি)	বাস্তবায়নের প্রত্যাশিত বছর ১	২	৩	৪	৫	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	তহবিলের উৎস	প্রকল্পের প্রস্তাবকারি
২	মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেঞ্চ, আসবাবপত্র প্রদান	শ্রেণীকক্ষসমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের বসার সমস্যা দূর হবে।	৫০ টি মাধ্যমিক ও ৫০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬০০০ শিক্ষার্থী	শিক্ষা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন						উপজেলা প্রকৌশলী	১০০	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলার সকল ইউনিয়ন
৩	সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে খেলাধূলার সামগ্রী প্রদান	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে উপস্থিতি নিশ্চিত হবে	২৩০ টি বিদ্যালয়	উপজেলার প্রায় ৫০,০০০ শিক্ষার্থী	শিক্ষা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন						উপজেলা প্রকৌশলী ও পরিষদ	২০	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলার পরিষদ
৪	দরিদ্র, মেধাবী, নারী ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ প্রদান	দরিদ্র, মেধাবী, নারী ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আগমন নিশ্চিত হবে।	২৩০ টি বিদ্যালয়	উপজেলার প্রায় ৫০,০০০ শিক্ষার্থী	শিক্ষা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন						উপজেলা প্রকৌশলী	২৫	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলার পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ
৫	বিদ্যুৎবিহীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপন	বিদ্যালয়সমূহে ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহার করে পাঠদান সম্ভব হবে।	১০ টি বিদ্যালয়	১২০০ শিক্ষার্থী	শিক্ষা	উপজেলার ০৬ টি ইউনিয়ন						উপজেলা প্রকৌশলী	২০	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা

প্রকল্প বিবরনী						আবস্থান	বাস্তবায়নসূচী						বিনিয়োগ		প্রস্তাবনার উৎস
আইডি ট্যাগ	কর্মসূচীর নাম	বিবরন	অভিষ্ট লক্ষ্য/ পরিমান	প্রত্যাশিত উপকারভোগী পুরুষ/নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী	খাত	অবস্থান (ইউপি)	বাস্তবায়নের প্রত্যাশিত বছর ১	২	৩	৪	৫	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	তহবিলের উৎস	প্রকল্পের প্রস্তাবকারি
৬	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধিমলূক প্রশিক্ষণ	সার্বিকভাবে বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সকলে দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে	৬০ টি মাধ্যমিক ও ৩০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইংরেজী, গণিত, বিজ্ঞান ও আইসিটির শিক্ষকগণ ও ৩০ টি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ	শিক্ষা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন						উপজেলা শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	৬	অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা
৭	উপজেলার কলেজসমূহে আসবাবপত্র প্রদান, অবকাঠামো উন্নয়ন করা	কলেজসমূহে শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত হবে	উপজেলার ০৮ টি কলেজ	৯০০০ শিক্ষার্থী	শিক্ষা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন						উপজেলা প্রকৌশলী	২৪	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ
৮	মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাতে স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ	শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ও নিরাপদ পানি ব্যবহার নিশ্চিত	১২ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা	৬০০০ শিক্ষার্থী	শিক্ষা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন						উপজেলা প্রকৌশলী	৬০	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ

প্রকল্প বিবরনী						আবস্থান	বাস্তবায়নসূচী						বিনিয়োগ		প্রস্তাবনার উৎস
আইডি ট্যাগ	কর্মসূচীর নাম	বিবরন	অভিষ্ট লক্ষ্য/ পরিমান	প্রত্যাশিত উপকারভোগী পুরুষ/নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী	খাত	অবস্থান (ইউপি)	বাস্তবায়নের প্রত্যাশিত বছর ১	২	৩	৪	৫	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	তহবিলের উৎস	প্রকল্পের প্রস্তাবকারি
	ব্যবস্থা উন্নত করা	করা													
৯	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য বাল্যবিবাহ বিরোধী ক্যাম্পেইন	বাল্যবিবাহের কারণে ছাত্রীদের ঝড়ে পড়া রোধ হবে	মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে ৪০ টি ক্যাম্পেইন	মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়নরত ৯৫০০ ছাত্রী	শিক্ষা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন						উপজেলা মাধ্যমিক/ মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	৪,৫	অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
১০	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে চিকিৎসা উপকরণ প্রদান ও অবকাঠামো উন্নয়ন	রোগীদের মানসম্মত সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।	১ টি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ৩ টি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ৩৯ টি কমিউনিটি ক্লিনিক	উপজেলার ২.৫ লক্ষ অধিবাসী	স্বাস্থ্য	উপজেলার সকল ইউনিয়ন						উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও উপজেলা প্রকৌশলী	৫০	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন
১১	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী চালুর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ	শতভাগ প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী নিশ্চিত করা হবে	০০০ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	উপজেলার সকল গর্ভবর্তী মা ও নবজাতক	স্বাস্থ্য	উপজেলার সকল ইউনিয়ন						উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও উপজেলা	২৫	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা

প্রকল্প বিবরনী						আবস্থান	বাস্তবায়নসূচী						বিনিয়োগ		প্রস্তাবনার উৎস
আইডি ট্যাগ	কর্মসূচীর নাম	বিবরন	অভিষ্ট লক্ষ্য/ পরিমান	প্রত্যাশিত উপকারভোগী পুরুষ/নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী	খাত	অবস্থান (ইউপি)	বাস্তবায়নের প্রত্যাশিত বছর ১	২	৩	৪	৫	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	তহবিলের উৎস	প্রকল্পের প্রস্তাবকারি
	প্রদান											প্রকৌশলী			
১২	প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী, স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক ক্যাম্পেইন/ প্রশিক্ষণ	মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস পাবে	৪৮ টি ক্যাম্পেইন	উপজেলার সকল গর্ভবতী মা ও নবজাতক	স্বাস্থ্য	উপজেলার সকল ইউনিয়ন						উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	৫	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা
১৩	দরিদ্র পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মান ও বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে গণশৌচাগার নির্মান	উপজেলার শতভাগ জনগণ স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করবে।	৩০০০ দরিদ্র পরিবার	দরিদ্র পরিবারের ১৫,০০০ সদস্য	স্বাস্থ্য	উপজেলার সকল ইউনিয়ন						উপজেলা প্রকৌশলী	৫০	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়দ পরিষদ
১৪	দরিদ্র পরিবার ও প্রতিষ্ঠানে নলকূপ বিতরন	উপজেলার শতভাগ জনগণ নিরাপদ পানি ব্যবহার করবে	৫০০ দরিদ্র পরিবার/ প্রতিষ্ঠান	৫০০ পরিবারের ২০০০-এর অধিক সদস্য	স্বাস্থ্য	উপজেলার সকল ইউনিয়ন						উপজেলা প্রকৌশলী	৫০	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ
১৫	উপজেলার বিভিন্ন সড়ক ও স্থানে ড্রেন, প্যালাসাইডিং ও কার্লভাট নির্মাণ	জলাবদ্ধতা নিরসন হবে এবং রাস্তার স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে	৫০০০ মিটার ড্রেন, প্যালাসাইডিং ও ২৪ টি	উপজেলার ৩ লক্ষ অধিবাসী	যোগাযোগ	উপজেলার সকল ইউনিয়ন						উপজেলা প্রকৌশলী	২০০	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ

প্রকল্প বিবরনী						আবস্থান	বাস্তবায়নসূচী						বিনিয়োগ		প্রস্তাবনার উৎস
আইডি ট্যাগ	কর্মসূচীর নাম	বিবরন	অভিষ্ট লক্ষ্য/ পরিমান	প্রত্যাশিত উপকারভোগী পুরুষ/নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী	খাত	অবস্থান (ইউপি)	বাস্তবায়নের প্রত্যাশিত বছর					বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	তহবিলের উৎস	প্রকল্পের প্রস্তাবকারি
							১	২	৩	৪	৫				
			কার্লভাট												
১৬	পরিষেবাগুলোতে সংযোগকারি সড়ক নির্মাণ	পরিষেবাগুলোতে জনগণের প্রবেশগম্যতা সহজতর হবে	১০ কি.মি সংযোগকারী সড়ক এইচবিবি/সিসি করা হবে	উপজেলা ৩ লক্ষ অধিবাসী	যোগাযোগ	উপজেলার সকল ইউনিয়ন						উপজেলা প্রকৌশলী	৩৫০	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ
১৭	উপজেলার চাহিদামাফিক বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা	সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও দপ্তর সেবা প্রাপ্তি সহজতর হবে	১৫ টি অবকাঠামো উন্নয়ন	উপজেলা ৩ লক্ষ অধিবাসী	অবকাঠামো উন্নয়ন	উপজেলার সকল ইউনিয়ন						উপজেলা প্রকৌশলী	৫০	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ ও বিভাগসমূহ
১৮	উপজেলার কৃষক, মৎস্যচাষি ও গবাদি পশুপাখি পালনকারীদের প্রশিক্ষণ ও উপকরণ প্রদান	উপজেলার কৃষি উৎপাদন, মৎস্য ও গবাদি পশুপাখির উৎপাদন বৃদ্ধি পরিব	৭০০ কৃষক, মৎস্যচাষি ও গবাদি পশুপাখি পালনকারী	৭০০ কৃষক, মৎস্যচাষি ও গবাদি পশুপাখি পালনকারী	কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	উপজেলার সকল ইউনিয়ন						উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা পরিষদ ও ১৭ টি বিভাগ	১৫	অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ ও ১৭ টি বিভাগ
১৯	দরিদ্র পরিবারের বেকার যুবক ও	বেকার যুবক ও সমাজের সুবিধা	৩০০ বেকার যুবক ও	২০০০ অধিবাসী	কর্মসংস্থান	উপজেলার সকল						উপজেলা পরিষদ ও ১৭	৬	অন্যান্য উপজেলা	উপজেলা পরিষদ ও

প্রকল্প বিবরনী						আবস্থান	বাস্তবায়নসূচী						বিনিয়োগ		প্রস্তাবনার উৎস
আইডি ট্যাগ	কর্মসূচীর নাম	বিবরন	অভিষ্ট লক্ষ্য/ পরিমান	প্রত্যাশিত উপকারভোগী পুরুষ/নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী	খাত	অবস্থান (ইউপি)	বাস্তবায়নের প্রত্যাশিত বছর ১	২	৩	৪	৫	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	তহবিলের উৎস	প্রকল্পের প্রস্তাবকারি
	হতদরিদ্র, বিধবা, প্রতিবন্ধী, তালাকপ্রাপ্ত, স্বামী পরিত্যাক্তা, বাল্য বিয়ের শিকার নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যবস্থা করা	বঞ্চিত নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে	সমাজের সুবিধা বঞ্চিত নারী			ইউনিয়ন						টি বিভাগ		তহবিল	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন, মহিলা বিষয়ক, সমবায়, সমাজসেবা কর্মকর্তা
২০	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান	দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে ত্রাণ ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করবে	১১ টি ইউনিয়নের ১১ টি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য	উপজেলার ৩ লক্ষ অধিবাসী	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন						উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	১.৫	অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা উপজেলার উন্নয়নে একটি মৌলিক মধ্যমেয়াদী কাঠামো প্রদান করে থাকে। উপজেলার সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার সাথে মিল রেখে বার্ষিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বাস্তবায়িত হবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষন কর্মসূচী বার্ষিক ভিত্তিতে করা বাঞ্জনীয়। পরিবীক্ষণ কর্মসূচীর প্রতিষ্ঠানিক কাঠামে অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন কর্মসূচীর সকল কার্যক্রমে সম্পদের ব্যবহার এবং ফলাফল পরিবীক্ষন ও তদারকি পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান করবেন। উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদকে সহায়তা প্রদান করা এবং তদারকি করে অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রদান করার দায়িত্ব উপজেলা নির্বাহী অফিসারের। উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রকল্প সংক্রান্ত সকল প্রতিবেদন এবং পরিষদের সদস্যদের পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচলা করবেন এবং একটি সংক্ষিত প্রতিবেদন তৈরি করে উপজেলা পরিষদের সভায় উপস্থাপন করবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি একটি লিখিত বিবরনীও সংরক্ষণ করবেন।

পরিবীক্ষণ হলো পরিকল্পনার অগ্রগতি এবং সম্পাদিত কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যের একটি নিয়মিত সংকলন এবং বিশ্লেষণ যা পরিমাপক সূচকের মাধ্যমে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফলের অগ্রগতি এবং অর্জন তুলে ধরা। অসামঞ্জস্যতা নিরূপন করে থাকে। টিজিপি-এর সহায়তায় ইউসিএফবিপিএলআরএম বার্ষিক ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা করে থাকে। ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সম্পন্ন করতে হবে। একটি বছরের প্রকল্প এবং কার্যপ্রণালীর প্রত্যাশিত ফলাফল অনুসারে কতটুকু কাজ হয়েছে তার ভিত্তি করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসারিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রতি বছর উপজেলা পরিষদের সভায় পর্যালোচনা করতে হবে। উপজেলা পরিষদ তার দায়িত্ব এবং স্বচ্ছতার অংশ হিসাবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন জেলা প্রশাসক (ডিসি) অফিসে পেশ করবে এবং সাথে সাথে ডিডিএলজি এর অফিসেও প্রেরণ করতে করবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাঝামাঝি সময়ে (৩য় বছর), একটি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন সম্পাদন করতে হবে যা পরিকল্পণার অগ্রগতি নির্ণয় করবে। প্রয়োজনে এই মূল্যায়নের সুপারিশের ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধনও হতে পারে। পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ পরিস্থিতি বুঝার জন্য এবং সাথে সাথে ঐ সময়ে সাধারন মানুষের চাহিদা জানার জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পুনঃবিবেচনা করার কথা ভাবতে পারে। পুনঃপর্যালোচনার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি থাকতে পারে তা নিন্মরূপঃ

১. বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং সম্ভবনাসমূহ;
২. বাস্তবায়িত প্রকল্পের ফলাফল এবং সুবিধাসমূহ;
৩. অগ্রগতির বিলম্ব এবং এর কারণ;
৪. স্থানীয় জনগণের পরিস্থিতি, চাহিদা এবং অগ্রাধিকারের পরিবর্তন;
৫. জরুরী প্রয়োজন, যেমন দুর্যোগ, দুর্ঘটনা এবং অন্যান্য;
৬. বর্তমান প্রয়োজনীয়তা এবং অগ্রাধিকার পূরণে স্থানীয় সম্পদের পর্যাপ্ততা; এবং
৭. নতুন অথবা নিকট ভবিষ্যতে বাস্তবায়ন করতে হবে এরূপ পরিকল্পনা, উন্নয়ন প্রকল্প, প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রকল্পসমূহ।

উপজেলা পরিষদের সদস্যরা যদি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধনের ব্যাপারে সর্বসম্মতিক্রমে ঐক্যমতে পৌঁছায় যে সংশোধন করতে হবে, তাহলে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নকালের অনুসৃত প্রক্রিয়া অনুযায়ী এই সংশোধন করতে হবে। প্রস্তাবিত সংশোধনগুলোর গুরুত্ব বিবেচনা করে এই প্রক্রিয় সহজতর করা যেতে পারে যদিও পূর্বে অনুসৃত প্রক্রিয়া মেনে চলাই বাঞ্ছনীয়। যদি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সংশোধন আনা হয় তাহলে বার্ষিক পরিকল্পনা এবং বাজেটেও সে অনুসারে সংশোধন আনতে হবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের শেষে একটি চূড়ান্ত মূল্যায়ন করতে হবে যার মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে প্রত্যাশিত ফলাফল (পরিবর্তন) অর্জিত হয়েছে কিনা এবং এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে কি শিক্ষা অর্জিত হলো যা পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করবে। চূড়ান্ত মূল্যায়ন তৃতীয় পক্ষ দিয়ে করানো উচিৎ যেখানে প্রত্যাশিত ফলাফল এবং সূচকগুলি

পরিকল্পনামাফিক অর্জন করা গেছে কিনা তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। যদি পরিকল্পনামাফিক অর্জন সম্ভব না হয়ে থাকে, তাহলে কোন বিষয়গুলি এর জন্য দায়ী? এত কি শিক্ষা লাভ করা গেছে (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চক্রের ব্যবস্থাপনায় কোন বিষয়গুলি কাজ করেছে আর কোনগুলি করছে না, যেমন প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন), প্রক্রিয়া (পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, সম্পদের চিহ্নিতকরণ, অগ্রাধিকার ইত্যাদি) এবং প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এইগুলি উন্নয়ন কার্যক্রম চক্রের পদ্ধতি এবং গুণগতমানের উন্নয়নে সাহায্য করবে।

ছকঃঃ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক প্রতিবেদনের নমুনা ফরমেট

ছক ৭ঃ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক প্রতিবেদনের নমুনা ফরম্যাট

নং	পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার লৰ্য	ফলাফল	পরিমানযোগ্য সূচক	এ পর্যন্ত অর্জন (অর্জিত অভিষ্ঠের %)	সম্পদ (%)
১	গ্রামীণ সমাজে অবকাঠমো উন্নয়ন	উন্নত জীবিকা এবং সরকারি পরিষেবায় নাগরিকদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি	.... কি.মি রাস্তা .... টি ব্রীজ	২০১৯ঃ ১৫% ২০২০ঃ ২০% ২০২১ঃ .....% ২০২২ঃ......% ২০২৩ঃ......%	২০১৯ঃ ১৫% ২০২০ঃ ২২% ২০২১ঃ .....% ২০২২ঃ......% ২০২৩ঃ......%

উক্তসময়ে উলেস্নখ করার মত বিষয়সমূহঃ

- পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে বিলম্ব হওয়ায় উপজেলা পরিষদ ১ম বছরের বার্ষিক পরিকল্পনার সব প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারেনি। উপজেলা পরিষদের উচিৎ বার্ষিক পরিকল্পনার প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

গুরম্নত্বপূর্ণ শিৰণীয় বিষয়ঃ

- এডিপি'র প্রথম কিস্তি প্রাপ্তির বিলম্বের কারনেও প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছে। উপজেলা পরিষদের বছরের শুরুতে পরিকল্পনার কিছু প্রকল্পের অর্থায়ন করার জন্য রাজস্ব উদ্বৃত ব্যবহারের অনুমোদন দেয়া প্রয়োজন।

২	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ঝড়ে পরার হার হ্রাস করা	নিম্ন আয়ের পরিবারের সকল শিক্ষার্থীদের খাদ্য সহায়তা প্রদান করা	..........পরিবারের ....শিক্ষার্থীদের ....খাদ্য সহায়তা	২০১৯ঃ ২০% ২০২০ঃ ২৩% ২০২১ঃ .....% ২০২২ঃ......% ২০২৩ঃ......%	২০১৯ঃ ২২% ২০২০ঃ ২৩% ২০২১ঃ .....% ২০২২ঃ......% ২০২৩ঃ......%

উক্তসময়ে উলেস্নখ করার মত বিষয়সমূহঃ

- খাদ্য সহায়তা ঝড়ে পরার হার কমতে কার্যকর হয়েছে তবে দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী বজায় রাখার জন্য এত প্রচুর সম্পদ প্রয়োজন। এই সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য অন্য কিছু সাহায্য প্রয়োজন।

গুরম্নত্বপূর্ণ শিৰণীয় বিষয়ঃ

- ইউনিয়ন থেকে পাওয়া কিছু প্রকল্প প্রস্তাবের মান খারাপ ছিল। দরপত্র ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া দ্রুততর করা জন্য প্রকল্প প্রস্তাবের মান উন্নত করা প্রয়োজন। উপজেলা প্রকৌশলী কর্তৃক ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রকল্প শীট তৈরির প্রশিক্ষণ প্রদানের সুপারিশ করা হচ্ছে।

- *উক্তসময়ে উলেস্নখ করার মত বিষয়সমূহঃ*

গুরুত্বপূর্ণ শিরণীয় বিষয়ঃ

১০. উপজেলা পরিদ, ইউসিএফবিপিএলআরএম এবং টিজিপি'র সদস্যর তালিকা

অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরন বিষয়ক উপজেলা কমিটি (ইউসিএফবিপিএল)ঃ

অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানয়ী সম্পদ আহরন বিষয়ক উপজেলা কমিটি (ইউসিএফবিপিএল) প্রধানতম দায়িত্ব হচ্ছে উপজেলা পরিষদ ও হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের ঘনিষ্ট সহযোগিতার উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের (যথাঃ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, রির্পোটিং) ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্ব দেয়া। আদিতমারী উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ২০২০-২৪ ও বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২১ প্রণয়নে এই কমিটি কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।

পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কারিগরি দল (টিজিপি)

পঞ্চ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে ০৫ থেকে ০৮ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। যেখানে ৩ থেকে ৬ জন সদস্য হস্তন্তরিত বিভাগ থে এবং ১ থেকে ২ জন সদস্য এনজিও বা বেসরকারি খাত থেকে নির্বাচন করা যেতে পারে। পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি দল (টিজিপি) অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি ও উপজেলা পরিষদকে নিয়মিত উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনায় সহযোগীতা করবে। আদিতমারী উপজেলার পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৯-২৪ ও বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২১ প্রণয়নে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে টিজিপি গঠন করা হয় যেখানে বাকি ০৪ জন সদস্য হস্তান্তরিত বিভাগ থেকে নেয়া হয়েছে।